হইয়া আছে; পঁয়তাল্লিশ বৎসর বয়সেও অর্থাৎ "গিন্নিবান্নি" হইয়াও যত অলঙ্কার পরিলে নিন্দার বিষয় হয় না—তত অলঙ্কার তিনি অঙ্গে ধারণ করিয়া আছেন। চল্লিশ বৎসর টানিয়া চুল বাঁধায় তাঁহার সীঁথি চওড়া হইয়া গিয়াছে এবং তাহা আবৃত করিয়া চওড়া সিন্দূরের লেপ তাঁহার সাধব্য-গর্ব্ব ঘোষণা করিতেছে।

ভূপতি বাবু একটা বড় আফিসের "বড়বাবু"। এবার তিনি পূজার সময় "পশ্চিমে" আফিসের শাখাগুলি পরিদর্শন করিতে যাইবেন. বেড়ানও হইবে, কাযও হইবে। তাঁহার যাইবার কথা শুনিয়া সুহাসিনী ধরিয়াছেন, তিনি সঙ্গে যাইবেন। ভূপতিও সম্মতি দিয়াছেন। অর্থের অভাব নাই; সুতরাং গাড়ী রিজার্ভ করা হইবে। সফরের সব স্থির হইয়াছে; কোথায় কোথায় যাওয়া হইবে এবং কোথায় কয় দিন থাকা হইবে, সে সব ভাবিয়া পক্ষকালের মধ্যে কতকগুলি দ্রষ্টব্য স্থান দেখা হইবে। সুহাসিনীর জন্য দিল্লী ও আগ্রার পর বৃন্দাবনে যাইবার ব্যবস্থা হইয়াছে, ফিরিবার পথে কাশী। বাঙ্গালী হিন্দুর মেয়ে তীর্থস্থানে যাইতে পাইলে যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইয়া থাকেন; সে জন্য বিলাসের পরিবেষ্টন পরিত্যাগ করিয়া তাঁহারা যে সব কষ্ট স্বীকার করিতে আনন্দানুভব করেন, তাহাতে মনে হয়, ধর্ম্মাচরণের স্পৃহা তাঁহাদিগের মজ্জাগত; শতবর্ষাধিককালের যে শিক্ষা ও সভ্যতা পুরুষকে শিথিল-বিশ্বাস করিয়াছে, তাহা তাঁহাদিগের প্রকৃতিকে পরিবর্ত্তিত করিতে পারে নাই।

যে সব জিনিষ সঙ্গে লইতে হইবে, সে সকলের ফর্দ্দটা গৃহিণীকে দিয়া ভূপতি উঠিলেন; বলিলেন, "উমানাথ তবে কালই গিয়ে বৌমাকে নিয়ে আসুক।"

ভূপতির তিন পুত্র ও এক কন্যা—উমানাথ জ্যেষ্ঠ। সে সঙ্গে যাইবে

কথাই ছিল; আর সঙ্গে যাইবে—কন্যা পুষ্প। মধ্যম পুত্র রমানাথের সম্প্রতি বিবাহ হইয়া গিয়াছে, ছুটীতে সে শিলংএ শ্বশুরবাড়ী যাইবে। কনিষ্ঠ বামানাথ এবার পরীক্ষা দিবে, তাহার যাওয়া হইবে না। উমানাথকে পিতা তাঁহারই আফিসে লইয়াছেন, রমানাথ ডাক্তারী পড়িতেছে। উমানাথের পত্নী নির্ম্মলা পক্ষকাল পূর্ব্বে তাঁহার মাতুলালয় কৃষ্ণনগরে বিধবা মাতার কাছে গিয়াছে।

সুহাসিনী বলিলেন, "এই ত ক'দিন হ'ল মা'র কাছে গেছে। তুমি বল্‌লে, 'মাস দুই মা'র কাছে থেকে আসুক; তা'র পরে আমি আর যেতে দেব না, এখানেই প্রসব হ'বে।' আর পনর দিন যেতে না যেতে মত বদলে ফেল্‌লে?"

ভূপতি বলিলেন, "তখন ত তুমি বলনি, রাধারাণী তোমাকে টেনেছেন?"

সুহাসিনী রাধারাণীর উদ্দেশে যুক্তকর কপালে ঠেকাইয়া বলিলেন, "তাঁ'র কৃপা কখন হয়, কেউ কি বল্‌তে পারে?"

"তোমরা সবাই দেশ দেখবে, আর সে ছেলেমানুষ দেখ্‌তে পা'বে না?"

"হঠাৎ গিয়ে পড়লেই কি তা'রা পাঠাবে?"

"সে দেখা যা'বে" বলিয়া ভূপতি ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইলেন।

নির্ম্মলার প্রতি ভূপতির স্নেহের আধিক্য যে সুহাসিনী অধিক প্রীতির দৃষ্টিতে দেখিতেন না, তাহা ভূপতি জানিতেন। কিন্তু ভূপতি তাহা গ্রাহ্যই করিতেন না। নির্ম্মলা তাঁহার বাল্যবন্ধু—দুর্দ্দিনের বন্ধু অমরনাথের কন্যা; তিনি আপনি আগ্রহ করিয়া তাহাকে পুত্রবধূ করিয়াছেন। নির্ম্মলা সুন্দরী; কিন্তু তেমন সুন্দর বৌ "বড়ঘর" হইতেও তিনি আনিতে পারিতেন, এ বিশ্বাস সুহাসিনীর ছিল। পরিচয় দিবার মত অনেক

ঘর হইতে উমানাথের সম্বন্ধ আসিয়াছিল। পাওনার লম্বা ফর্দ্দও পাওয়া গিয়াছিল, তত্ত্ব যে জাঁকাল হইত তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ভূপতি সে সব সম্বন্ধের কথা কাণেও তুলেন নাই; ভ্রাতৃগৃহে আশ্রয়প্রাপ্তা বিধবা বন্ধুপত্নীর কন্যাকে শাঁখা ও শাড়ীপরা অবস্থায় পুত্রবধূ করিয়া আনিয়াছিলেন এবং তাহাকে আপনি অলঙ্কারে সাজাইয়া দিয়াছেন। বড় আদরের একমাত্র কন্যা পুষ্পের জন্য তিনি যখন যে কাপড় কিনিয়াছেন, যে গহনা গড়াইয়াছেন, তখনই নির্ম্মলার জন্য সেই কাপড় কিনিয়াছেন—সেই গহনা গড়াইয়াছেন। পুষ্পের সঙ্গে নির্ম্মলার ভগিনীর মত ভাবের পরিপুষ্টিতে তিনি বিশেষ আনন্দলাভ করিয়াছেন। পুত্রবধূকে কন্যার সমান আদর দেওয়া সুহাসিনী কিছু বাড়াবাড়ি—“[illegible]ক্যেতা” বলিয়া মনে করিতেন। মেয়ে দু'দিন পরে পরের ঘরে যাই[illegible] সেখানে সে কিরূপ ব্যবহার পাইবে, কেহ বলিতে পারে না; বাপের বাড়[illegible]ই তাহার আদরের অধিকার; কিন্তু পুত্রবধূকে কেবল আদর দিলে সে কি [illegible]নে শ্বশুর-শাশুড়ীকে মানিবে? এই ভাবটি সুহাসিনী মনের ম[illegible] পোষণ করিতেছিলেন; তাই বেড়াইতে যাইবার সময় তাড়াতাড়ি [illegible]ত্রবধূকে আনিতে পাঠাইবার প্রস্তাবে তিনি একটু মৃদু আপত্তি করিয়া[illegible]লেন।

কিন্তু সুহাসিনী স্বামীকে চিনিতেন। ভূপতি অসাধা[illegible] চতুর ও কর্ম্মঠ। তিনি আপনার চেষ্টায় দারিদ্র্য হইতে প্রাচুর্য্যে [illegible]পনীত হইয়াছেন। তাঁহার বিষয়বুদ্ধিও অসাধারণ। অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে তিনি পিতৃহীন হইয়াছিলেন, তখন সংসারে তাঁহা[illegible]ক বিধবা মাতার ও তিনটি ভ্রাতার ভাবনা ভাবিতে হইয়াছে। সে যে কি ভাবনা তাহা তিনিই জানেন; আর দুই জন তাহা জানিতেন—মা আর দিদি। মা আজ পরলোকে। তিনি ভ্রাতৃত্রয়কে “মানুষ” করিয়াছেন, তাহাদের বিবাহ দিয়াছেন, তাহাদিগকে উপার্জ্জনক্ষম করিয়াছেন; তাহার পর আপনার

হাতে "মানুষকরা" ভাইগুলিকে পৃথক করিয়া দিতে দুঃখানুভব করিলেও সংসারে ভবিষ্যৎ শান্তির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তাহাদিগকে স্বতন্ত্র করিয়া দিয়াছেন। বোধ হয়, সেই জন্যই ভ্রাতৃগণের মধ্যে এখনও সদ্ভাব প্রবল— কাহারও স্বার্থের সহিত কাহারও স্বার্থের সংঘর্ষ হয় নাই। এখন "যে যাহার সে তাহার" হইলেও সকলেই ভূপতিকে কর্ত্তা বলিয়া মানিয়া থাকেন। ভূপতি স্বভাবতঃ শান্তিপ্রিয়; সংসারেও ঝঞ্ঝাট ভালবাসেন না। সংসারের কায সুহাসিনী যাহা করেন, সাধারণতঃ তিনি তাহাতে কোনরূপে হস্তক্ষেপ করেন না; স্ত্রীকে মান্য দিয়া রাখেন। কিন্তু তিনি যদি কোন বিষয়ে "না" বলেন, তবে তাহা "হাঁ" করাইতে পারেন কেবল দিদি।

এই দিদি—প্রতিমা অসামান্য রূপবতী ছিলেন; আর সেই রূপের জন্যই তিনি প্রসিদ্ধ ধনী শিবকৃষ্ণ বসুর পুত্রবধূ হইয়াছিলেন। তিনি ভ্রাতার মত বুদ্ধিমতী। বিধবা হইয়া তিনি প্রবল প্রতাপে সংসার শাসন করিতেছেন; ছেলেরা তাঁহার মতের বিরুদ্ধে কোন কায করিবার কল্পনাও করিতে পারে না। তিনি "খারা" মানুষ—তাঁহার স্নেহ যেমন গভীর, তাঁহার স্পষ্ট কথা তেমনই ক্ষুরধার। পিত্রালয়ে ও শ্বশুরের গৃহে তাঁহাকে সম্মান না করে, এমন কেহ নাই। ভূপতিও তাঁহাকে সম্মান করিতেন; কিন্তু সে সম্মান সর্ব্বতোভাবে স্নেহের ও ভক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। "পিঠোপিঠি" ভাইবোন—পিত্রালয়ের দুর্দ্দশার দিনে দিদি কত ব্যথা পাইয়াছেন, তাহা ভূপতি জানিতেন। এই দিদিও নির্ম্মলাকে ভূপতিরই মত স্নেহ করিতেন; সে অমরনাথের কন্যা। অমরনাথের প্রতি এই পরিবারের কৃতজ্ঞতার কারণ ছিল—তাহা সুহাসিনীও জানিতেন; কিন্তু তাঁহার মনে হইত, প্রতিমা ও ভূপতি উভয়েই কৃতজ্ঞতার ঋণটিকে অতিরঞ্জিতভাবে দেখিতেন। উমানাথের ও পুষ্পের ব্যবহার যেন নির্ম্মলার প্রতি সুহাসিনীর একটু বিরুদ্ধভাবকে প্রবলতর করিয়া

তুলিয়াছিল। উমানাথ স্ত্রীকে ভালবাসিত এবং স্ত্রীর প্রতি পিতার স্নেহে বিশেষ আনন্দানুভব করিত। বাঙ্গালীর ঘরে শতকরা পঁচানব্বই জন মা'র বধূর প্রতি বিরক্তির কারণ—শঙ্কা, পাছে ছেলে "পর" হইয়া যায়। সুহাসিনী সেই শঙ্কার অতীত ছিলেন না। আর পুষ্প? পুষ্প বৌদিদিকে ছাড়িয়া থাকিতে চাহিত না। পুষ্প বাড়ীতে এক মেয়ে, শৈশবাবধি সে খেলার সাথী পায় নাই—সে খেলিবার বয়স পাইবার পূর্ব্বেই কাকারা পৃথক হইয়া গিয়াছিলেন; বৌদিদিকে সে সর্ব্বদাই সাথীর মত মনে করিত। আর নির্ম্মলাও যেন তাহাকে পাইয়া ভগিনীর প্রতি স্নেহ ঢালিয়া দিবার পাত্র পাইয়াছিল। কাযেই নির্ম্মলার সম্বন্ধে ব্যবহারে সুহাসিনী যেন "একঘয়ে" হইয়া পড়িয়াছিলেন; আর সেই জন্যই বুঝি তিনি নির্ম্মলার প্রতি ভূপতির ও দিদির স্নেহ, উমানাথের ভালবাসা ও পুষ্পের প্রগাঢ় প্রীতি অকারণ আধিক্যের পরিচায়ক বলিয়া মনে করিতেন। কিন্তু তিনি কখন নির্ম্মলাকে কোন ত্রুটির জন্য একটি কথা বলিতে পারিতেন না—সে যে দিদির বা ভূপতির বিরক্তির ভয়ে তাহা নহে, পরন্তু নির্ম্মলার স্বভাবগুণে। নির্ম্মলা অল্পবয়সে পিতৃহীনা—মাতুলাশ্রয়ে পালিতা; তাহার মাতা তাহাকে যে ভাবে শিক্ষিতা করিয়াছিলেন, তাহাতে কেহ তাহার ব্যবহারে বা কার্য্যে ত্রুটি ধরিতে পারিত না। এমন কি সুহাসিনীকেও স্বীকার করিতে হইত, নির্ম্মলার কোন দোষ ধরা যায় না। প্রতিমা বলিতেন, "বৌমা'র শরীরে গুণ ছাড়া দোষ নেই। কেমন বাপের মেয়ে! হ'বে না?"

ভূপতি চলিয়া যাইবার অল্পক্ষণ পরেই পুষ্প ঘরে প্রবেশ করিল। ঘর যেন উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে আসিয়াই বলিল, "মা, বৌদিদি তা' হ'লে সঙ্গে যা'বে?"

সুহাসিনী বলিলেন, "কে বললে?"

"আমি বাবাকে বল্‌তে গেছলুম ; বললেই বাবা বল্‌লেন, 'সে বন্দোবস্ত আমি করছি। বৌদিদিকে ছেড়ে একা গেলে তোর দেশ বেড়ান ভালই লাগবে না।' তা' সত্যি। কেন যে বৌদিদি মামার বাড়ী গেল ?"

"তা' যা'বে না ?"

"যা'বে—কিন্তু আমার যে ভারি একা বোধ হয়, মা !"

"এবার মেজ বৌদিদি আসবে। আর তোমাকেই বা কতদিন রাখ্‌তে পারব ?"

পুষ্প লজ্জায় দৃষ্টি নত করিল। যে সময় কৈশোরকাল যৌবন-কুসুমে পরিণত হয়, কৈশোর বুঝিতে পারে না, তাহার সময় অতীত হইল, যৌবনও আপনার বিকাশ বুঝিতে পারে না, তাহার সেই বয়স। হৃদয়-দর্পণে তখনও কাহারও মূর্ত্তি প্রতিবিম্বিত হয় না—দেহে যেমন অপূর্ব্ব-লক্ষিত লাবণ্য ফুটিয়া উঠে, মনে তেমনই একটা অজ্ঞেয় অতৃপ্তি আত্ম-প্রকাশ করে। পুষ্পের সেই বয়স। অনেক স্থান হইতেই তাহার সম্বন্ধ আসিতেছে ; কিন্তু বাপ ও পিসী উভয়ে যেভাবে ছেলে বাছাই করিতে-ছেন, তাহাতেই বিবাহে বিলম্ব ঘটিতেছে। পিসীর যত আদর বুঝি তাঁহারই মত অসামান্য রূপসী ভাইঝি পাইয়াছে। বাল্যকাল হইতেই সে যদি চারি দিন মা'র কাছে থাকিয়াছে, তবে তাহাকে দুই দিন পিসী-মা'র কাছে কাটাইতে হইয়াছে। পুষ্পকে নানা সাজে সাজাইয়াও কোন দিন প্রতিমার তৃপ্তি হয় নাই। এখন পুষ্প আর তত ঘন ঘন পিসীমা'র বাড়ী যায় না ; কিন্তু কেবল তাহাকে দেখিবার জন্যই পিসীমা'র আসিবার কামাই নাই। পিসীমা আসিলে পুষ্পকে তাঁহার কাছেই থাকিতে হয়। এখন নির্ম্মলাও পুষ্পের সঙ্গে থাকে। প্রতিমা ভ্রাতৃগৃহে আসিয়া যতক্ষণ থাকেন, তাহার অধিকাংশ সময়ই তিনি নির্ম্মলার ঘরে তাহাদের দুই জনকে লইয়া থাকেন।

তীর্থের ফল

ঘরে পাখা চলিতেছিল, তবুও আপনার দেহভারে আপনি ব্যস্তা সুহাসিনী বাক্স গুছাইতে গুছাইতে ঘামিতেছিলেন। তিনি পুষ্পকে বলিলেন, "এই ফর্দ্দটা দেখে অলেমারী থেকে কাপড়চোপড় আন—সব গুছিয়ে নিতে হ'বে।

পুষ্প পিতার লিখিত ফর্দ্দ দেখিয়া কাপড় প্রভৃতি বাহির করিয়া মা'কে দিতে দিতে বলিল, "মা, বৌদিদি থাক্‌লে আমরা দু'জনে সব গুছিয়ে ফেলতুম, তোমাকে মোটে পরিশ্রম করতে হ'ত না।"

ভূপতি লোকটি অত্যন্ত "গোছাল"—যাহাকে গৃহিণীপনা বলে, তাহা যেন তাঁহার প্রকৃতিগত ছিল ; আবার অল্প বয়সে দারিদ্র্যের সময় তাহার অনুশীলন করিতে হইয়াছিল। প্রাচুর্য্যের সময় সুহাসিনী যে গৃহিণীপনা শিথিল করিয়াছেন, তাহাও তিনি জানিতেন, এবং জানিতেন বলিয়াই যাইবার জন্য আবশ্যক সব দ্রব্যের ফর্দ্দ খুঁটাইয়া করিয়াছিলেন—সুহাসিনী কেবল ফর্দ্দ দেখিয়া জিনিষ লইবেন। পাছে সুহাসিনীর কোন ত্রুটি সপ্রকাশ হয়, সেই জন্য তিনি যেন সর্ব্বপ্রযত্নে তাঁহাকে আগলিয়া রাখিতেন—গৃহে গৃহিণীর প্রাপ্য মান্য তিনি পত্নীকে দিতেই ব্যস্ত ছিলেন ; যে আদেশ বা উপদেশ আপনি দিতে পারিতেন, তাহাও আপনি না দিয়া সুহাসিনীকেই দিতে বলিতেন। সে বিষয়ে তিনি দিদির উপদেশানুসারেই কায করিতেন। প্রতিমা বলিতেন স্ত্রীকে স্বামী মর্য্যাদা না দিলে, আর কেহই তাহা দেয় না—স্ত্রীকে বড় করাই স্বামীর কর্ত্তব্য। ভূপতির ধাতুগত গৃহিণীপনার জন্য গৃহিণী-হিসাবে সুহাসিনীর সুনাম ছিল। তাহাতে ভূপতি বিশেষ আনন্দ লাভ করিতেন।

কন্যার সাহায্যে সুহাসিনী অল্প সময়ের মধ্যেই জিনিষ গুছাইয়া ফেলিলেন।

মা'র সঙ্গে জিনিষ গুছাইয়া পুষ্প দাদার সন্ধানে গেল এবং দাদাকে বলিল, "দাদা, তুমি কবে বৌদিদিকে আন্‌তে যা'বে ?"

উমানাথ বলিল, "বাবা ট্রেণের সময় দেখছেন—যখন যেতে বলবেন, যেতে হ'বে।"

"বেশ হ'বে, দাদা। না ?"

"কিসের বেশ ?"

"আমরা দু'জন একসঙ্গে সব দেখব।"

"কোথায় কোথায় যাওয়া হ'বে ?

"তুমি তা—ই জান না ? বাবা বলেছেন—প্রথম দিল্লী, তা'র পর আগ্রা। মা ধরেছেন আগ্রা হ'য়ে বৃন্দাবনে যাওয়া হ'বে। তুমি ত এ সব কিছুই দেখনি।"

উমানাথ হাসিয়া বলিল, "যেন তুই সবই দেখে এসেছিস !"

এই সময় ভৃত্য আসিয়া উমানাথকে সংবাদ দিল, "বাবু ডাকছেন।"

উমানাথ পিতার নিকট উপস্থিত হইলে ভূপতি তাহাকে "টাইম টেবল" দেখাইয়া বলিলেন, "তুমি কাল ভোরের ট্রেণে যা'বে, আর পরশু খাওয়া-দাওয়া করে বৌমা'কে নিয়ে দুপুরের গাড়ীতে রওনা হ'বে। ট্রেণ যখন শিয়ালদহে পৌঁছবে, তখনও আমাদের ট্রেণ ছাড়তে পঁচিশ মিনিট দেরী থাকবে। তুমি নেবেই বৌমাকে নিয়ে ট্যাক্সী করে হাওড়ায় আসবে—মোটে দেরী করবে না।"

উমানাথ চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলে ভূপতি বলিলেন, "আমাদের ট্রেণ ৭নং প্ল্যাটফর্ম্ম থেকে ছাড়বে। বুঝলে ?"

"আজ্ঞা হাঁ"—বলিয়া উমানাথ চলিয়া গেল।

তখন ভূপতি জিনিষ গুছান হইল কি না দেখিবার জন্য আবার সদর ও অন্দরের মধ্যবর্ত্তী ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি আসিয়া

দেখিলেন, জিনিষ গুছান শেষ করিয়া সুহাসিনী আলমারীগুলি চাবি বন্ধ করিতেছেন। তিনি বলিলেন, "অথ যাত্রার উদ্যোগ পর্ব্ব শেষ।"

সুহাসিনী বলিলেন, "তা'ই বটে।"

২

নির্ম্মলাকে লইয়া উমানাথ কৃষ্ণনগর হইতে কলিকাতায় ফিরিতেছিল। ট্রেণ কলিকাতার যত নিকটে আসিতেছিল, উমানাথ ততই ঘন ঘন ঘড়ী দেখিতেছিল; কারণ, শিয়ালদহ হইতে পঁচিশ মিনিটের মধ্যে হাওড়ায় পৌঁছিলে তবে সে পিতার সঙ্গে এক গাড়ীতে যাইতে পারিবে।

নির্ম্মলাকে মধ্যে মধ্যে না পাঠাইলে পাছে তাহার মাতা মনে করেন, তিনি ধনী নহেন এবং ভ্রাতৃগৃহবাসিনী বলিয়া বৈবাহিক মেয়েকে পাঠাইতে চাহেন না, সেই ভয়ে ভূপতি আপনিই মধ্যে মধ্যে নির্ম্মলাকে তাঁহার কাছে পাঠাইয়া দিতেন। এবার সে মাস দুই থাকিবে কথা ছিল। তাই সহসা উমানাথ তাহাকে আনিতে যাওয়ায় তাহার মাতুলপত্নী বলিলেন, "এত তাড়াতাড়ি যা'বে?" নির্ম্মলার মা সুরবালা বলিলেন, "বেহাইকে কখন আন্‌বার কথা বল্‌তেও হয় না। তিনি বিদেশ যা'বেন—ও সঙ্গে থাকবে বলে আনন্দ করে নিতে পাঠিয়েছেন, পাঠাতে আপত্তি করব না।" তাঁহার স্নেহের সম্বল নির্ম্মলাকে ভূপতি কত স্নেহ করেন, তাহা সুরবালা জানিতেন এবং জানিয়া অগাধ তৃপ্তি লাভ করিতেন। সুরবালা ভ্রাতৃগৃহে ছিলেন বটে, কিন্তু ভ্রাতার গলগ্রহ ছিলেন না। তাঁহার স্বামীর জীবন বীমার টাকা তিনি পাইয়াছিলেন এবং ভূপতি পুত্রের বিবাহে কিছুই লইতে অস্বীকার করায় সে টাকা ব্যয়িত হয় নাই। ভ্রাতার আপত্তি সত্ত্বেও তিনি তাঁহার আয় একটা না একটা অছিলা করিয়া সংসারে দিতেন। তদ্ভিন্ন তাঁহার স্বভাব এমন মৃদু ও মিষ্ট ছিল যে, তাঁহার ভ্রাতৃজায়া তাঁহাকে শ্রদ্ধা না করিয়া পারিতেন না; নির্ম্মলাকেও তিনি বিশেষ স্নেহ করিতেন। ভূপতি বিষয়ী ও চতুর লোক—তিনি

মানব-চরিত্র অতি যত্নসহকারে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তাই তিনি বাঁধন আরও শক্ত করিবার জন্য নির্ম্মলার এক মাতুলপুত্রকে তাঁহার আফিসের একটা এজেন্সি দিয়াছিলেন।

নির্ম্মলারও শ্বশুরের আহ্বানে যাইতে আগ্রহ হইয়াছিল। সে মা'র একমাত্র সন্তান—মা'কে দেখিবার জন্য তাহার আগ্রহ যেমন স্বাভাবিক, প্রথম যৌবনে স্বামীর সঙ্গলাভলালসার প্রাবল্যও তেমনই স্বাভাবিক। আবার শ্বশুরের স্নেহ শ্বশুরালয়ে তাহাকে আকৃষ্ট করিত. শৈশবে পিতৃহীনা নির্ম্মলা শ্বশুরের কাছেই পিতার স্নেহ পাইয়াছিল। এবার শ্বশুর তাহাকে লইতে পাঠাইয়াছেন, দেশভ্রমণে সঙ্গে লইয়া যাইবেন বলিয়া। যে সব নগরের কথা সে পুস্তকে পাঠ করিয়াছে, কল্পনায় যে সব নগরের ঐশ্বর্য্য ও ষড়যন্ত্র আনয়ন করিয়াছে, সেই সব নগর সে দর্শন করিবে। ইতিহাস-প্রসিদ্ধ দিল্লী ও আগ্রা দেখিবে; আর যে বৃন্দাবনের নামমাত্রে তাহার মাতা ভক্তিভরে প্রণাম করেন সেই বৃন্দাবন প্রত্যক্ষ করিবে, ইহা মনে করিয়া সে পরম পুলকিত হইতেছিল।

কলিকাতায় পৌছিতে আর আধঘণ্টা মাত্র বিলম্ব আছে, এমন সময় পথিমধ্যে ট্রেণ সহসা শ্লথগতি হইয়া শেষে নিশ্চল হইল। উমানাথ কামরার জানালা হইতে মুখ বাড়াইয়া দেখিল, তথায় কোন ষ্টেশন নাই। তবে কেন ট্রেণ দাঁড়াইল, তাহা সে বুঝিতে পারিল না। তখন বিপরীত দিক হইতে একখানি ট্রেণ আসিতেছিল। সে ট্রেণখানি এই ট্রেণের গার্ডের সঙ্কেতে স্থির হইলে উভয় ট্রেণ হইতে হাস্যধ্বনি উত্থিত হইল। সেই ট্রেণের কোন যাত্রী তাহার রক্তবর্ণে রঞ্জিত গামছা জানালার বাহিরে হাত বাড়াইয়া শুকাইয়া লইতেছিল। তাহা বিপদ-বিজ্ঞাপক রক্তপতাকা মনে করিয়া এই ট্রেণের চালক ট্রেণ থামাইয়াছিল। যাত্রীরা অনেকেই হাসিল; কিন্তু উমানাথ সে হাসিতে যোগ দিতে পারিল

না। সে ঘড়ী খুলিয়া দেখিল, এই ব্যাপারে ট্রেণ পাঁচ মিনিট বিলম্ব করিল; কলিকাতায় পৌছিয়া কুড়ি মিনিটের মধ্যে হাওড়ায় উপনীত হইতে না পারিলে সে পিতার সঙ্গে যাইতে পারিবে না।

ট্রেণ কলিকাতায় পৌছিলে সে তাড়াতাড়ি নির্ম্মলাকে লইয়া ট্যাক্সী ভাড়া করিয়া হাওড়া যাত্রা করিল। কিন্তু সে যাহা মনে করিয়াছিল, তাহাই হইল; হাওড়ার সেতু অতিক্রম করিয়া সে যখন ষ্টেশনে উপনীত হইল, তখন ট্রেণ ছাড়িয়া দিয়াছে। ষ্টেশনেই সে বাড়ীর গাড়ী পাইল।

যে সময় কৃষ্ণনগরের ট্রেণ শিয়ালদহে পৌছিবার কথা, ঠিক সেই সময় ভূপতি হাওড়া হইতে শিয়ালদহ ষ্টেশনে টেলিফোন করিয়া জানিয়াছিলেন, ট্রেণ যথাকালে পৌছে নাই; তাই তিনি বামানাথের কাছে উমানাথের জন্য কয় ছত্র লিখিয়া দিয়া ট্রেণে উঠিয়াছিলেন। যখন ট্রেণ ছাড়িবার ঘণ্টা বাজে, তখন সুহাসিনী বলিয়াছিলেন, "কই, উমা ত এল না!"

ভূপতি বলিয়াছিলেন, "এসে উঠতে পারলে না।"

"দেখলে ত; আমি বলেছিলাম, হুট বল্‌তে কি তা'রা মেয়ে পাঠা'বে?"

"ট্রেণ ঠিক সময়ে পৌছে নি।"

সুহাসিনী সে কথায় কিছু বলেন নাই বটে, কিন্তু মনে মনে বলিয়াছিলেন, "ট্রেণ দেরী হ'ল! তবু কুটুমের ক্রটি স্বীকার করবেন না।"

ট্রেণ ছাড়িয়া দিল। সুহাসিনী বলিলেন, "রাধারাণী, চরণে ঠাঁই দিও।"

এদিকে ষ্টেশনে পৌছিয়াই উমানাথ ভ্রাতার কাছে পিতার পত্র পাইল:—

উমানাথ,

তুমি আজ ট্রেণ ধরিতে পারিলে না। বোধ হয়, ভালই হইল—বৌমা একটু বিশ্রাম করিতে পারিবেন। তুমি একলাই ট্রেণে তাঁহাকে

লইয়া দিল্লীতে আসিবে। আমরা তথায় তোমাদের জন্য অপেক্ষা করিব। গাড়ী রিজার্ভ করিও, নহিলে বৌমা সারারাত্রি ঘুমাইতে পারিবেন না।

আশীর্ব্বাদক

শ্রীভূপতি মিত্র।

নির্ম্মলাকে বাড়ীর গাড়ীতে বসাইয়া উমানাথ যাইয়া পরদিনের জন্য ট্রেণে কামরা রিজার্ভ করিয়া আসিল এবং তাহার পর স্ত্রী ও ভ্রাতাকে লইয়া বাড়ীতে ফিরিয়া গেল।

বাড়ীতে উঠিয়াই নির্ম্মলা স্বামীকে বলিল, "বাড়ী কেমন খালি বোধ হচ্ছে!"

উমানাথ হাসিয়া বলিল, "এখন এক দিন বাড়ীতে তোমার রাজত্ব; তুমি অখণ্ড প্রতাপে শাসনদণ্ড পরিচালিত করতে পার।"

"আমার রাজত্ব করবার সখ নেই। দেখ দেখি, লোকটার কি অন্যায়—রাঙ্গা গামছা শুকাতে দেবার আর সময়—জায়গা পেলে না! আমাদের যাওয়া হ'ল না।"

"কালই ত যা'বে?"

"তা' হ'লেও পুষ্প আমার আগে কত জিনিষ দেখে ফেলবে।"

"খুব বুঝি হিংসা হচ্ছে?" বলিয়া উমানাথ হাসিল।

নির্ম্মলাও হাসিল; বলিল, "তা'রও ভাল লাগবে না; আমারও ভাল লাগছে না।"

এ বিষয়ে নির্ম্মলার অনুমান সম্পূর্ণ সত্য। রাত্রি প্রভাত হইবার পর নদী, সেতু, পাহাড়, সারস পাখী যত নূতন জিনিষ পুষ্প দেখিতেছিল, ততই সে তাহার বৌদিদির কথা মনে করিতেছিল, "আহা, বৌদিদি দেখতে পেলে না।"

সে মনে করিয়াছিল, নির্ম্মলার আসা হইল না; কারণ, তিনি যে

পরদিন উমানাথকে আসিতে লিখিয়াছিলেন, সে কথা ভূপতি বলেন নাই।

সে কথা সকলে দিল্লীতে পৌঁছিবার পরদিন প্রকাশ পাইল।

দিল্লী ষ্টেশনে ভূপতির আফিসের স্থানীয় প্রধান কর্ম্মচারী গাড়ীর বন্দোবস্ত করিয়া উপস্থিত ছিলেন। তিনিই একটা হোটেলের এক পার্শ্বের কয়টি ঘর ভাড়া করিয়া রাখিয়াছিলেন—তথায় ভূপতির অবস্থানের সব আয়েজন করা হইয়াছিল।

তখন সন্ধ্যা হয়-হয়। নামিয়া সকলে স্নানাদি সম্পন্ন করিলেন। হোটেলের বারান্দায় বসিয়া সুহাসিনী ও পুষ্প রাজপথে যানবাহনযাত্রী দেখিতে লাগিলেন। বাঙ্গালা দেশের দৃশ্য হইতে এ দেশের দৃশ্য ভিন্ন প্রকার—সকলেরই মাথায় টুপী বা পাগড়ী। রাস্তায় ও রাস্তার ধারে দোকানে যে সব পণ্য বিক্রয় হইতেছে, সে সবও নূতন ধরণের; জরীর কাষ-করা জুতা, হাতীর দাঁতের খেলানা, কাশ্মীরী দ্রব্য—ইত্যাদি।

পরদিন প্রভাতে কর্ম্মচারীটি আসিয়া যখন জিজ্ঞাসা করিলেন, "কখন সহর দেখতে বাহির হ'বেন?" তখন ভূপতি বলিলেন, "আজ আর যা'ব না; সন্ধ্যার সময় আসবেন তখন বলে দেব। আজ আমি আফিসের কায দেখে আসব।"

কর্ম্মচারী চলিয়া যাইবার পর সুহাসিনী জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ মোটেই বেরোবে না?"

ভূপতি পত্নীর প্রশ্নের কারণ বুঝিলেন—সুহাসিনী কখন দিল্লী দেখেন নাই, দেখিবার জন্য তিনি ব্যস্ত হইতেছিলেন। কিন্তু তিনি যেন তাহা বুঝিতেই পারেন নাই, এমনই ভাব দেখাইয়া বলিলেন, "বোরোতে হ'বেই, আফিস দেখ্‌তে যেতে হ'বে।"

তখন সুহাসিনীকে কথাটা একটু পরিষ্কার করিয়া বলিতে হইল—"আমরা আজ কিছু দেখ্‌তে যা'ব না ?"

ভূপতি বলিলেন, "দেখবে বলেই যখন এসেছ, নিশ্চয়ই দেখাব। তবে —আজ নয়।"

"কেন তোমার কি সারা দিনই আফিসের কাযে কেটে যা'বে ?"

"মোটেই না।"

"তবে ?"

"উমানাথ বৌমাকে নিয়ে আসুক—একসঙ্গে কাল দেখাব।"

পুষ্পের মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে বলিল, "তবে বৌদিদি আসছে ?"

ভূপতি বলিলেন, "আজই আসছে।"

সুহাসিনী বলিলেন "দেখ দেখি, এক দিনের জন্যে কতগুলো টাকা মিথ্যে নষ্ট হ'ল !"

"মিথ্যে আর কেন ? বাড়ী থেকে বা'র হলেই খরচ আছে। কাল আসতে পারেনি, আজ আসবে। আমি মনে করি, 'যাঁহা বাহান্ন তাঁহা তেষট্টি।" যা' করব মনে করা যায়, তা' করে ফেলাই ভাল।"

ভূপতির কর্ম্মচারী দিল্লী সম্বন্ধে একখানি পুস্তিকা দিয়া গিয়াছিলেন। ভূপতি তাহা পাঠ করিয়া দ্রষ্টব্যস্থানগুলির তালিকা করিতেছিলেন। সময় অল্প—তাহারই মধ্যে তাঁহাকে প্রধান প্রধান দ্রষ্টব্য স্থান দেখিতে হইবে—কোন্‌টি হইতে আরম্ভ করিবেন, কোন্ বেলা কোন্‌কোন্‌টি দেখিবেন—সে সব তিনি স্থির করিয়া লইতে লাগিলেন।

মধ্যাহ্নে ভূপতি অফিস পরিদর্শনে চলিয়া যাইলেন এবং ঘণ্টা তিনেকের মধ্যেই ফিরিয়া আসিলেন।

অপরাহ্নে পুষ্প বলিল, "বাবা, চল না—আমরা ষ্টেশনে যাই।"

ভূপতি হাসিয়া বলিলেন, "বাড়ীতে থেকে বুঝি খুব বিরক্ত বোধ হ'চ্ছে ?"

"তা' হ'বে না ?"

ভূপতি সুহাসিনীকে বলিলেন, "যা'বে না কি ?"

সুহাসিনী বলিলেন, "না, যে ভীড় ! মেড়োগুলো যেন মানুষকে মাড়িয়ে এগিয়ে যেতে পারলে বাঁচে ! এমন ধাক্কা দেয় ! ষ্টেশনে গিয়ে কি হ'বে ?"

"তবে তুমি থাক ; আমি পুষ্পকে নিয়ে যাই।"

"তোমরা দু'জনে যদি যাও, তবে চল—আমিও যা'ব। একা একা বসে থেকে আর কি করব ?"

তখন মোটর লইয়া ভূপতি সহরে খানিকটা ঘুরিয়া ট্রেণ আসিবার সময় ষ্টেশনে উপস্থিত হইলেন।

যথাকালে ট্রেণ আসিল এবং জলস্রোতের মত যাত্রীর স্রোতঃ বাহির হইতে লাগিল। ভূপতি নামিয়া দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়াছিলেন—পুত্র-পুত্রবধূ বাহির হইলে তাহাদিগকে আনিয়া আর একখানি মোটর ভাড়া করিলেন। পুষ্প আপনার মোটর হইতে নামিয়া যাইয়া বৌদিদির সঙ্গে এক মোটরে উঠিল ; বলিল, "বৌদিদি, তুমি এলে না বলে—মনটা এমন খারাপ হয়েছিল !"

নির্ম্মলা বলিল, "সে আমিও মনে করছিলাম।"

ভূপতি সুহাসিনীকে বলিলেন, "দেখলে ? বৌমাকে পেয়ে পুষ্প যেন ধড়ে প্রাণ পেলে।"

সুহাসিনী আর কিছু বলিলেন না।

ভূপতি সুহাসিনীর এই ভাবটি প্রীতির দৃষ্টিতে দেখিতেছেন না বটে, কিন্তু তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, নির্ম্মলার ব্যবহারই সুহাসিনীকে জয়

করিবে ; কেন না, সুহাসিনীর মনটি সাদা—তাঁহার বুদ্ধি প্রখর না হইলেও, মনের জন্য তিনি প্রশংসা পাইবেন।

হোটেলে ফিরিয়া আসিয়া ভূপতি ছেলে, মেয়ে, পুত্রবধূ ও স্ত্রীকে লইয়া পরদিন হইতে দেখিবার স্থানাদির আলোচনা করিতে লাগিলেন। ভূপতি মানুষটি যেন এক নহে, দুই। আফিসের কাযে তিনি যেমন কড়া—বাড়ীতে তেমনই নরম। আফিসে কোন কর্ম্মচারী দোষ করিয়া তাঁহার কাছে ক্ষমা পাইত না—তিনি শৃঙ্খলার জন্য দয়া বর্জ্জন করিতে ইতস্ততঃ করিতেন না ; আফিসের স্বার্থ ব্যতীত আর কাহারও স্বার্থের দিকে ভ্রুক্ষেপ করিতেন না। আফিসে তাঁহার সম্মুখে আসিলে কর্ম্মচারীরা যেন ভয়ে কাঁপিত। গৃহে তিনি স্নেহশীল—পুত্র, কন্যা, পুত্রবধূ সকলেই তাঁহার স্নেহ সম্ভোগ করিতেন। পত্নী সুহাসিনীর গৃহিণীপনার অভাব তিনি সর্ব্বপ্রযত্নে উপদেশ ও কার্য্যদ্বারা পূর্ণ করিয়া দিতেন এবং গৃহিণী-পনার প্রাপ্য প্রশংসা সর্ব্বতোভাবে পত্নীকেই প্রদান করিতেন। লৌকি-কতা, সামাজিকত্ব, প্রভৃতিতে সুহাসিনীর কোন ত্রুটি যে কেহ ধরিতে পাইত না, তাহার প্রধান কারণ—স্বামীর বুদ্ধি ও বিবেচনা। ভ্রাতা-দিগকে তিনি পৃথক করিয়া দিয়াছিলেন ; কিন্তু তাহাদিগের সহিত সদ্ভাবের সব পরিচয়ই সুহাসিনীর স্নেহের উৎস হইতে উৎসারিত, তিনি এমনই দেখাইতেন। ভ্রাতাদিগের কন্যার বিবাহে মূল্যবান অলঙ্কার কিনিয়া তিনি সুহাসিনীর মারফতে পাঠাইয়া দিতেন এবং বলিতেন, সুহাসিনীই সে সব বাছিয়া কিনিয়াছেন। তাঁহাদের বাড়ীতে পীড়াদিতে তিনিই সুহাসিনীকে তত্ত্ব লইতে পাঠাইতেন এবং দাসদাসী পাঠাইয়া তত্ত্ব লইবার সময় বলিয়া দিতেন, "বল্‌বে—মা খবর নিতে পাঠালেন।"

দিল্লীতে দ্রষ্টব্য স্থানের ও গৃহের অভাব নাই—কেন না, দিল্লী বহু রাজবংশের শ্মশান। কিন্তু সব দেখা সম্ভব নহে—অল্প কিছু দেখিয়াই

সন্তুষ্ট হইতে হইবে। সেই জন্য কোন্ কোন্ স্থান ও গৃহ দেখা হইবে, তাহা তিনি স্ত্রীপুত্রাদির সহিত আলোচনা করিতে লাগিলেন। কন্যা ও পুত্রবধূ সাহজাহানের প্রাসাদ প্রভৃতি দেখিতেই অধিক আগ্রহ প্রকাশ করিল। সুহাসিনী বলিলেন, "ইন্দ্রপ্রস্থ দেখতে হ'বে।"

পুস্তকখানি পাঠ করিয়া ভূপতি বলিলেন, "তা' দেখা হ'বে। কিন্তু ইন্দ্রপ্রস্থ বল্‌তে যা' মনে করছ, তা' নাই। যুধিষ্ঠিরের কোন চিহ্ন দেখতে পা'বে না—দেখবে কেবল হুমায়ুন বাদশার দুর্গের ভাঙ্গা ভাঙ্গা অংশ।"

আহারের পর ভূপতি নির্ম্মলাকে ও পুষ্পকে বলিলেন, "কাল যা' যা' দেখবে, আজ সে সবের কল্পনা কর্‌তে কর্‌তে ঘুমিয়ে পড়। দেখবে—কোনটায় আসল কল্পনাকে হারিয়ে দেবে, আর কোনটায় কল্পনার বর্ণলেপ হারালে আসল ম্লান মনে হ'বে।"

তিনি জানিতেন, মোগল প্রাসাদের ঐশ্বর্য্যের কল্পনা অনেকেই করিতে পারে না।

সুহাসিনী জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা দিল্লী ত এত পুরাণ সহর—এখানে হিন্দুর কোন দেবদেবীর মন্দির নেই?"

ভূপতি বলিলেন, "না। ছিল—তা'র প্রমাণ কাল কুতবমিনারে গিয়ে দেখতে পা'বে। সেই সব মন্দির প্রভৃতি ভেঙ্গে তা'রই উপকরণ নিয়ে—সেই মালমশলায় মিনার মসজেদ গড়া হয়েছে।"

"কি অন্যায়!"

"ন্যায় অন্যায়ের আদর্শ ঠিক করাই দুষ্কর। বৌদ্ধদের বিহার ভেঙ্গে হিন্দুর মন্দিরও হয়েছিল; আবার হিন্দুর মন্দির ভেঙ্গে মুসলমানের মসজেদও হয়েছে। ধর্ম্মটা যে মনের জিনিষ, সে যে সকলের চাইতে বড়—তা' মানুষ ধর্ম্মান্ধ হ'য়ে ভুলে যায়—তাই বেশী অত্যাচার হয় ধর্ম্মের নামে আর ধর্ম্মের উপর।"

"মা'র কাছে শুনেছিলাম, বৃন্দাবনেও গোবিন্দ, গোপীনাথ, মদন মোহন—তিন ঠাকুরের পুরাণ মন্দির অপবিত্র হয়েছে।"

"কিন্তু দেখ, হিন্দুর মনের মন্দির থেকে কোন বাদশা রাধাকৃষ্ণের আসন সরাতে পারে নি। তবে মন্দির—পাতরের মন্দির—কলুষিত করে কি লাভ হয়?"

"ঐ ত মানুষের ভুল।"

"আর ঐ ভুল নিয়ে কত মারামারি, কাটাকাটি—কত খুন!"

৩

কয়দিনে দিল্লীর প্রধান প্রধান দ্রষ্টব্য স্থান ও গৃহাদি দেখিয়া ও দেখাইয়া ভূপতি সপরিবারে আগ্রা যাত্রা করিলেন। কয়দিনে তিনি স্বয়ং ও সুহাসিনী যে সব জিনিষ কিনিয়াছিলেন, তাহাতে দিল্লী ত্যাগ করিবার সময় তাঁহাদিগের মালে দুইটি বাক্স যোগ করিতে হইল। ভূপতি বলিলেন, "যদি আগ্রায় এই রকম্ জিনিষ কেনা হয়, তবে লাগেজের জন্যই আর কোথাও যাওয়া হ'বে না—বাড়ী ফিরতে হ'বে।"

তখন উমানাথ বলিল, "কতকগুলো বাক্স আগে পাঠিয়ে দিলে হয় না?"

ভূপতি বলিলেন, "দেখা যা'ক আগ্রায় কি হয়—তা'র পর সেখানে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করা যা'বে। হয় আগ্রায়, নয়ত মথুরায় না হয় মাল ষ্টেশনে রেখে যা'ব।"

চন্দ্রালোকে তাজমহলের সৌন্দর্য্য অতি মনোরম হয়, ইহা ভূপতি পর্য্যটকদিগের পুস্তকে পাঠ করিয়াছিলেন। সূর্য্যকিরণ যখন অমলধবল মর্ম্মরের উপর প্রতিফলিত হয়, তখন আলোকের ঔজ্জ্বল্য চক্ষুকে পীড়িত করে; চন্দ্রালোকে তাহা হয় না—চন্দ্রালোক মর্ম্মরে রচিত প্রেমের স্বপ্নকে আরও স্বপ্নরহস্যময় করিয়া তুলে। তাই তিনি পূর্ণিমার দিন আগ্রায় পৌঁছিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন—রাত্রিতেই একবার তাজমহল দেখিতে যাইবেন। আগ্রায় আফিসের কর্ম্মচারীকে তিনি তদনুসারে বন্দোবস্ত করিয়া রাখিতে উপদেশ দিয়াছিলেন।

সকলে আগ্রা ষ্টেশনে পৌঁছিলে, আফিসের প্রধান কর্ম্মচারী তথায় ভূপতির সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। কর্ম্মচারী বাঙ্গালী যুবক। ভূপতি

এক বিষয়ে অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ ছিলেন—আর সকল প্রদেশে বাঙ্গালীর প্রতি বিদ্বেষ লক্ষ্য করিয়া তিনি সর্ব্বত্র বাঙ্গালীকেই নিযুক্ত করিতে চেষ্টা করিতেন, বাঙ্গালী পাইলে তিনি অন্য কোন প্রদেশের লোককে কায দিতেন না। কর্ম্মচারী যুবক জিজ্ঞাসা করিল, "আগে তাজমহল দেখতে যা'বেন; না—বাসায় হাত-মুখ ধুয়ে যা'বেন? এখন কেবল সন্ধ্যা আটটা—বারোটা পর্য্যন্ত তাজমহল দেখা যা'বে।"

ভূপতি জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাসা কত দূর?"

"বেশী দূর নয়।"

"তবে চল—বাসা হ'য়ে যা'ব।"

যানগুলি যখন একখানি বাঙ্গলোর হাতায় প্রবেশ করিল, তখন ভূপতি কর্ম্মচারীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কি হোটেল?"

কর্ম্মচারী যুবক বলিল, "না।"

"বেশ ত সাজান বাগান দেখছি! এটা কি?"

"একজন বাঙ্গালী কর্ম্মচারীর বাসা।"

ভূপতি বিরক্তভাবে বলিলেন, "পরের বাসায় তুলছ কেন? হোটেল পেলে না?"

যুবক তাঁহার ভাবে ভয় পাইল; বলিল, "বাসায় কেউ নাই।"

"তা'র মানে?"

"বাসা যাঁ'র—তিনি একাই থাকেন; তিনি ক'দিনের জন্য বাসা ছেড়ে হোটেলে গেছেন।"

ভূপতি আরও বিরক্ত হইলেন—তিনি কাহারও কাছে উপকার লইতে ভালবাসিতেন না। তিনি বলিলেন, "চমৎকার করেছ! ভদ্র-লোককে তাড়িয়ে তার বাড়ী আমার জন্য রেখেছ! আমি তা'র কাছে—একান্ত পরের কাছে—এ উপকার নেব কেন?"

যুবক ইহার সঙ্গত উত্তর খুঁজিয়া পাইল না। সে বলিল, "তাঁ'র স্বভাবই ঐ রকম—কা'রও কোন কায করতে পেলে তিনি যেন আপনি ধন্য হ'ন। আপনারা আসবেন—আমার কাছে শুনে বাড়ী দেবার জন্য এমন জিদ করতে লাগলেন যে, আমি এড়াতে পারলাম না।"

"তিনি কে ?"

"বিলাত থেকে হিসাব পরীক্ষকের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'য়ে এসেছেন। এখন প্রত্নতত্ত্ববিভাগের হিসাব পরীক্ষা করবার চাকরীতে অস্থায়ী ভাবে বহাল হ'য়ে, কিছু দিনের জন্য আগ্রায় এসেছেন। এসেই সব বাঙ্গালীর সঙ্গে এমন ঘনিষ্ঠতা করেছেন যে, তাঁ'র অনুরোধ না রেখে পারা যায় না।"

এই সময় মোটর বাঙ্গলোর বারান্দার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল; সকলে অবতরণ করিলেন।

গৃহে প্রবেশ করিবামাত্র ভূপতির বিরক্তি প্রায় বারো আনা আপনা-আপনি দূর হইয়া গেল। মানুষ যাহা ভালবাসে শত্রুর হইলেও তাহার প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারে না। বাড়ী যেন হাসিতেছে। বারান্দায় কয়খানি চেয়ার—তাহার পরেই বৈঠকখানা—বিলাতীধরণে সজ্জিত—কোথাও এতটুকু বিশৃঙ্খলার বা অপরিচ্ছন্নতার পরিচয় নাই। টেবলের উপর পুষ্পপাত্রে প্রস্ফুটিত কুসুম—পিত্তলের পুষ্পপাত্র ঝকঝক করিতেছে; কক্ষে কুসুমের মৃদু সৌরভ। একপার্শ্বে বসিবার ঘর—সুসজ্জিত; আর এক পার্শ্বে একটি শয়নকক্ষ, খাটের উপর অমলধবল শয্যা। বসিবার ঘরের পশ্চাতে সেই ঘরেরই মত একটা বড় ঘর। তাহাতে, বোধ হয়, আসবাব ছিল—সে সব সরাইয়া চারিখানি খাট পাতা হইয়াছে; সেগুলির উপর পরিষ্কার শয্যা। গৃহ যেন তাঁহাদিগের অধিকারজন্যই প্রস্তুত হইয়া আছে। সমস্ত ব্যবস্থায় সুরুচির পূর্ণ পরিচয় প্রকট। দেখিয়া

ভূপতির বিরক্তি প্রশংসায় বিধৌত হইয়া গেল—প্রফুল্লতা বিরক্তির স্থান অধিকার করিল। সুহাসিনী জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কা'র বাড়ী? এ ত হোটেল নয়!"

ভূপতি বলিলেন, "কা'র বাড়ী জানি না। কে এক জন বাঙ্গালীর ছেলে এখানে চাকরী করে, আমরা আসব শুনে নিজের বাড়ী আমাদের ছেড়ে দিয়ে নিজে হোটেলে গেছে।"

"চমৎকার ছেলে ত!"

"তা' ত বটে; কিন্তু যা'কে চিনি না, জানি না, তা'র কাছে এই উপকার নিয়ে থাকব?"

"তা' আমরা ত উপকার চাই নি।"

"দেখা যা'ক কি করা যায়।"

হাত-মুখ ধুইবার জন্য স্নানের ঘরে প্রবেশ করিয়া পুষ্প বলিল, "এ যে নতুন সাবান, কাচা তোয়ালে সবই মজুদ!"

ভূপতি সুহাসিনীকে বলিলেন, "ছেলেটিকে না দেখেও যে তা'কে ভালবাসতে ইচ্ছা হচ্ছে!"

তিনি কর্ম্মচারীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ছেলেটির বাড়ী কোথায়?"

কর্ম্মচারী বলিল, "তিনি বলেন, তা' তিনিই জানেন — 'ভোজনং যত্রতত্র' আর 'শয়নং হট্টমন্দিরে'।"

ভূপতি বলিলেন, "এ ত আচ্ছা রহস্য!"

সকলে যথাসম্ভব শীঘ্র হাতমুখ ধুইয়া, ট্রেণের কাপড় বদলাইয়া লইলেন। মোটর হাজির ছিল, সকলে তাজমহল দেখিতে যাত্রা করিলেন। যাইবার সময় ভূপতি গৃহস্বামী কোথায় জিজ্ঞাসা করিলে, একজন ভৃত্য বলিল, তাঁহার নিমন্ত্রণ আছে; তবে তিনি বলিয়া গিয়াছেন, তাজমহলে যাইবেন।

তাজমহল তখন পূর্ণিমার জ্যোৎস্নাস্নাত। যেন নীলাম্বর হইতে

সাহজাহানের প্রেম মরণাতীত লোক হইতে কিরণধারায় তাঁহার পত্নীর সমাধির উপর অবতীর্ণ হইতেছে—তাহাকে আলিঙ্গনবদ্ধ করিতেছে। দ্বারগৃহ হইতে উদ্যানের মধ্য দিয়া সকলে মর্ম্মরবেদীর মধ্যস্থিত জলাধার-কূলে উপনীত হইলেন। সেই জলে তাজমহলের প্রতিবিম্ব—জল স্থির, যেন জলমধ্যে আর এক তাজমহল। দেখিয়া সকলে অগ্রসর হইলেন; সোপানমূলে পাদুকা রাখিয়া তাজমহলের ভিত্তিবেদীতে উঠিলেন। আনন্দের প্রাচুর্য্যহেতু পুষ্প সকলের আগে বেদীতে উঠিল। ভূপতির দিদি বলিতেন—বেশে মানুষের প্রকৃতি বুঝা যায়; তিনি মেয়েদের বেশে অমনোযোগকে "বেপরিচ্ছদ" বলিয়া নিন্দা করিতেন। তাঁহার দত্ত শিক্ষা পুষ্পের মজ্জাগত হইয়া গিয়াছিল। আজ সে টকটকে লাল বেনারসী শাটী ও জ্যাকেট পরিয়া আসিয়াছিল—লাল রেশমী কাপড়ে বড় বড় রূপালী জরীর ফুল, জ্যাকেট যেন নিবিড়ভাবে তাহার যৌবনপুষ্পিত দেহকে আবৃত করিয়া ছিল। উপর হইতে অমল জ্যোৎস্নালোক শ্বেত মর্ম্মরের উপর লুটাইয়া পড়িয়াছে; শ্বেত মর্ম্মরের বেদীর উপর শ্বেতপদ্মের মত তাজমহল প্রেমের স্বপ্ন; সেই পরিবেষ্টনে পুষ্পকে যেন মোগল যুগের ইতিহাসের পৃষ্ঠা হইতে যাদুকরের মন্ত্রে আকৃষ্ট প্রাসাদোজ্জলকারিণী কোন সুন্দরী বলিয়া মনে হইতেছিল। বেদীতে উঠিয়া পুষ্প বৌদিদিকে লইয়া বেদীর উপর হইতে যমুনার জলবেণী দেখিতে গেল।

সেই সময় গৃহস্বামী যুবক আসিয়া উপস্থিত হইল। ভূপতির আফিসের কর্ম্মচারী তাহাকে দেখাইয়া ভূপতিকে বলিলেন, "বাড়ী এঁরই; ইনিই প্রভাতবাবু।"

প্রভাত নমস্কার করিয়া আপনার বিদেশী বেশের জন্য কুণ্ঠিতভাবে বলিল, "আমাকে ক্ষমা করবেন; একটা নিমন্ত্রণ সেরে সরাসরি আমাকে আসতে হয়েছে।"

ভূপতি বলিলেন, "আপনি কেন আমাদের জন্য বাড়ী ছেড়ে নিজে কষ্টভোগ করছেন ?"

"কষ্ট ! এ ত পরম সৌভাগ্য ! কিন্তু আমি একটা অনুরোধ করছি, আপনি বয়সে আমার বাবার মত—আপনি যদি আমাকে 'আপনি' 'মশাই' বলেন, তবে আমি বড় দুঃখিত হ'ব।"

"তা'তে কি ?"

"আমাকে 'আপনি' বলবার লোক এর মধ্যেই অনেক পেয়েছি ; কিন্তু 'তুমি' বলবার লোকের অভাব আমি সর্ব্বদাই অনুভব করি।"

যুবকের এই কথায় যে বেদনার সুর ছিল, তাহা ভূপতির পার্শ্বে স্থিতা সুহাসিনীর মনকে স্পর্শ করিল। তিনি তখন মাথার উপর কাপড় আর একটু টানিয়া দিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিতেছিলেন। কাপড় হীরকখচিত ব্রোচ দিয়া যেভাবে আটকান ছিল, তাহাতে তাহার পক্ষে ছিন্ন না হইয়া আর অগ্রসর হওয়া—স্থানভ্রষ্ট হওয়া সম্ভব ছিল না।

ভূপতি বলিলেন, "যদি আপনি তা'ই ভালবাসেন, আমি 'তুমিই' বলব।"

"কিন্তু আপনি ত আবার 'আপনি' বল্লেন !"

ভূপতি হাসিয়া বলিলেন, "ভবিষ্যতে আর ভুল হ'বে না"

প্রভাত সুহাসিনীর সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিল, "ইনি ?"

ভূপতি, "আমার স্ত্রী"—বলিলে সে অনেকটা নত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল।

এই সময় উমানাথ, নির্ম্মলা ও পুষ্প যমুনার দিক হইতে ফিরিয়া আসিলে ভূপতি বলিলেন, "এই আমার ছেলে—পুত্রবধূ আর মেয়ে।" তিনি তাহাদিগকে বলিলেন, "এঁরই বাড়ীতে আমরা উঠেছি।"

প্রভাত তাঁহাদিগকে নমস্কার করিল। তখন পুষ্প তাজমহলের

গম্বুজের দিক হইতে দৃষ্টি নামাইয়া লইতেছিল—তাহার ঊর্দ্ধোৎক্ষিপ্ত মুখের উপর চন্দ্রালোক পতিত হইয়াছিল।

প্রভাতের দৃষ্টি তাহার মুখে পতিত হইবামাত্র সে দৃষ্টি নত করিল; কিন্তু তাহারই মধ্যে উভয়ের দৃষ্টি মিলিত হইয়াছিল।

প্রভাত ভূপতির কর্ম্মচারী যুবককে বলিল, "যে সব ইতিহাসের কথা আর কিম্বদন্তী—এই জ্যোৎস্নার মত তাজমহলকে ঘিরে আছে, সে-সকলের কথা এঁদের বলেছেন ?"

যুবক "না" বলিলে সে ভূপতিকে বলিল, "চলুন আগে ভিতরে নকল সমাধি দেখে আসি।"

সে রক্ষীদিগকে আলো আনিতে বলিল এবং সকলকে পথ দেখাইয়া লইয়া গেল। তাঁহারা পাতরের উপর নানা বর্ণের পাতর বসান কায দেখিতে প্রবৃত্ত হইলে সে বলিল, "এ সব রাত্তিরে ভাল বুঝা যা'বে না—কাল দিনের আলোয় দেখবেন। দিনের আলো এই ঘরে চাঁদের কিরণের মত কোমল হয়ে প্রবেশ করে—আর তখন মনে হয় যেন কোন সুন্দরীর অবগুণ্ঠিত মুখ—লেসের ফাঁক দিয়ে একটু একটু দেখ্‌তে পাওয়া যাচ্ছে; গোলাপ ফুলের পাঁপড়ীতে রং যেমন ক্রমে গভীর দেখায়—এর ভাবও তেমনই।"

ফিরিয়া বেদীর উপর আসিয়া প্রভাত বলিল, "বস্‌বার একখানা গালিচা আন্‌লে ভাল হ'ত।" তাহার পর সে নামিয়া গেল এবং মোটর হইতে চারিখানা গদী বাহকদিগকে দিয়া আনাইয়া লইল।

সকলে উপবিষ্ট হইলে সে তাজমহলের ইতিহাস ও কিম্বদন্তী বিবৃত করিতে লাগিল। বুরহানপুরে সাম্রাজ্ঞীর অকালমৃত্যু, সাহজাহানের শোক, তাঁহার দিল্লীতে আসিয়া এই সমাধিসৌধ রচনার কল্পনা—এ সব কথা প্রভাত বলিতে লাগিল। তাহার বলিবার ভঙ্গীতে ইতিহাসের

শুষ্ক বিবরণ যেন সজীব ও সরস হইয়া উঠিতে লাগিল। তাজমহলের শিল্পীর সম্বন্ধে কত কিম্বদন্তী আছে তাহা বলিয়া প্রভাত বলিল, "বিদেশীরা যাহাই কেন বলুক না—এই সৌধ রচনার কল্পনা যে প্রতীচীর লোকের নয়, তা' বুঝতে বিলম্ব হয় না। ইংরাজ কবি বায়রণ বলেছেন—হিম-প্রধান দেশের লোকের রক্তও হিম—তা'দের ভালবাসাকে ভালবাসা বলাই চলে না। আর এই যে তাজমহল—এ ভালবাসাকে মৃত্যুজয়ী করে রেখেছে; যে যখন তাজমহল দেখে, তা'র তখনই মনে হয়—সাহজাহানের ভালবাসা আপনি অমর বলে—এমন অমর নিদর্শন রাখতে পেরেছে। তিনি স্ত্রীকে হারিয়েছিলেন; কিন্তু প্রাণ না পেয়েও প্রাণহীন দেহটার মর্য্যাদা রক্ষা করবার কি চেষ্টাই করেছিলেন! যিনি বাইরে এমন ভাবের অভিব্যক্তি দেখাতে পেরেছেন, তাঁ'র মনে না জানি কি ছিল!"

তাহার পর প্রভাত বলিল, "সাহজাহানের ভালবাসা যেমন তাঁ'র স্ত্রীকে আর তাঁ'র স্মৃতিকে এমন ভাবে জড়িয়ে ছিল যে, কোথায় তা'র আরম্ভ আর কোথায় তা'র শেষ বুঝা যায় না, তেমনই কিম্বদন্তী ইতিহাসকে এমন ভাবে জড়িয়ে রেখেছে যে, কোথায় তা'র আরম্ভ আর কোথায় তা'র শেষ, ঠিক করা যায় না। তবে কিম্বদন্তী কল্পনায় পুষ্ট হয়ে উঠে—তাই তা'তে ইতিহাসের কঠোরতা থাকে না।"

সাহজাহানের শেষ জীবনের কথা প্রভাত বিবৃত করিল। তিনি এক পুত্রের দ্বারা আগ্রার প্রাসাদে বন্দী হইলেন—আর তিন পুত্র প্রাণ হারাইলেন; দুই কন্যার এক জন পিতার সেবায় জীবন উৎসৃষ্ট করিলেন—আর এক জন ক্ষমতা-পরিচালন-লালসায় ভাগ্যবান ভ্রাতার পক্ষাবলম্বন করিয়া বৃদ্ধ বন্দী পিতাকে ত্যাগ করিয়া আগ্রা হইতে দিল্লীতে গমন করিলেন। সাহজাহান বন্দী হইয়া পত্নীর স্মৃতিকেই জপমালা করিলেন। তিনি রাজ্যশাসনের কর্ত্তব্য হইতে মুক্ত হইয়া অনন্যচিত্তে পরলোকগতা

পত্নীর ধ্যান করিতেন। তিনি তাঁহার প্রেমের প্রতীক এই তাজমহলকে যেন সাধনার অবলম্বন করিয়াছিলেন। সে বলিল, "প্রাসাদের যে জায়গায় বসে তিনি তাজমহল দেখতেন—যে জায়গায় প্রাচীরে বিলম্বিত অনেক আয়নায় তাজমহলের প্রতিবিম্ব দেখা যাওয়ায় তিনি যেন তাজ-মহলে বেষ্টিত হ'য়ে বসে থাকতেন, সে জায়গা কাল দেখতে পা'বেন।"

দিল্লীতে ভূপতি দ্রষ্টব্য স্থানের বিবরণ বুঝাইবার জন্য হয় প্রদর্শকের উপর ভার দিয়াছিলেন—নহে ত আপনি অতি সংক্ষেপে তাহা বলিয়া-ছিলেন—তাহাতে আর প্রভাতের বিবৃতিতে কি প্রভেদ তাহা লক্ষ্য করিয়া নির্ম্মলা ও পুষ্প অন্তরে তাহার প্রশংসা করিতেছিল।

প্রভাতের কথা শুনিতে শুনিতে কেমন করিয়া যে দুই ঘণ্টা কাটিয়া গিয়াছিল, তাহা কেহই বুঝিতে পারেন নাই। প্রভাতই ঘড়ী দেখিয়া বলিল, "রাত্তির এগারটা বেজে গেছে—আপনাদের দেরী হয়ে যাচ্ছে।"

সে বাহকদিগকে ডাকিয়া গদী কয়টা মোটরে পাঠাইয়া দিল এবং সকলকে মোটরে তুলিয়া দিয়া ভূপতিকে বলিল, "আপনাদের সুবিধা হ'বে বলে, আমি আগ্রায় দেখবার জিনিষের ছোট্ট বিবরণ লিখে এনেছি, এতে হয় ত আপনাদের সুবিধা হতে পারে।" এই কথা বলিয়া সে এক গোছা কাগজ ভূপতির হাতে দিয়া বলিল, "পুরাবস্তুর আলোচনা আমার একটা খেয়াল।"

সে ভূপতিকে ও সুহাসিনীকে নমস্কার করিয়া উমানাথকে নমস্কার করিবার জন্য দ্বিতীয় মোটরের দিকে চাহিয়া দেখিল—পুষ্প তাহাকে দেখিতেছে। আবার উভয়ের দৃষ্টি মিলিত হইল। উভয়েই দৃষ্টি নত করিল। প্রভাত উমানাথকে নমস্কার করিয়া বলিল, "আমি কাল সকালে যা'ব। যা' দরকার হয়, চাকরদের হুকুম করতে যেন দ্বিধা বোধ করবেন না।"

সে মোটর চালকদিগকে গাড়ী চালাইতে বলিল এবং মোটর দুই খানি চলিয়া যাইলে সেদিক হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া লইয়া আপনার মোটরে উঠিল।

গাড়ী চলিলে সুহাসিনী স্বামীকে বলিলেন, "চমৎকার ছেলেটি! কি মিষ্টি কথা—কি মিষ্টি ব্যবহার! যেন কতদিনের জানা—যেন কত আপনার!"

ভূপতি কেমন যেন অন্যমনস্ক ছিলেন। তিনি বলিলেন, "আমার যেন মনে হচ্ছে, মুখখানা চেনা—গলার আওয়াজ যেন পরিচিত; কিন্তু কোথায় মুখ দেখেছি আর কোথায় আওয়াজ শুনেছি, কিছুই ঠিক করতে পারছি নে।"

"তোমার যেমন কথা! কত লোক দেখেছ—কা'র সঙ্গে বুঝি আদল আসে?"

অন্যমনস্কভাবে ভূপতি বলিলেন, "না—ঠিক ধরতে পারছি নে।"

৪

ভূপতি প্রভৃতিকে বিদায় দিয়া প্রভাত হোটেলে ফিরিয়া আসিল—সে আপনি বিশেষ অনুভব করিতে লাগিল, সে যে আপনাকে লইয়া তাজমহলে গিয়াছিল সে আপনাকে লইয়া ফিরিতে পারে নাই। সে নূতন অনুভূতি লইয়া হোটেলে আসিল। যতক্ষণ সে তাজমহলে ছিল, তাহার মধ্যে দুইবার তাহার দৃষ্টির সহিত পুষ্পের দৃষ্টি মিলিত হইয়াছিল—একবার প্রথম সাক্ষাতে, আর একবার বিদায়কালে। পুষ্পের দৃষ্টি যেন তাহার অন্তরে প্রবেশ করিয়াছিল—তথায় সে যেন তাহার স্পর্শ অনুভব করিতেছিল। বিদ্যুৎ যেমন বিদ্যুৎকে আকৃষ্ট করে, কোন কোন দৃষ্টি তেমনই দৃষ্টি আকৃষ্ট করে—পুষ্পের দৃষ্টি তেমনই তাহার দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়াছিল—সে সংযমে অভ্যস্ত, শিষ্টাচারের জন্যই আপনার দৃষ্টিকে সেদিকে যাইতে দেয় নাই; সে দৃষ্টিকে শাসন করিয়াছিল; কিন্তু হোটেলে আসিয়া সে বুঝিল—মনকে শাসন করিতে পারে নাই।

তাহার চক্ষুর সম্মুখে কেবলই সেই টকটকে লাল কাপড়পরা তন্বীর মূর্ত্তি যেন জ্যোৎস্নালোকে ভাসিয়া আসিতেছে মনে হইতে লাগিল।

তাহার সমস্ত জীবনের যে নক্সা সে আঁকিয়াছিল, কে যেন সহসা তাহার উপর দিয়া তুলি টানিয়া গিয়াছে—সে নক্সা সর্ব্বতোভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে, তাহা আর চিনিবার উপায় নাই। এক দিনে—এক ঘণ্টায়—এক মুহূর্ত্তে যে এমন হইতে পারে, তাহা তাহার কল্পনাতীত ছিল; তাহা সে কবিতার রাজ্যেই সম্ভব বলিয়া মনে করিত। কিন্তু সে বুঝে নাই—কবিতার উৎস মানুষ মাত্রেরই হৃদয়ে নিহিত থাকে; কাহারও জীবনে তাহা মুক্ত হইবার সুবিধা পায়, কাহারও জীবনে পায়

না। যাহার জীবনে তাহা মুক্ত হয় সে যে সুখীই হয়, এমন নহে—হয় ত তাহাকে দুঃখই বরণ করিয়া লইতে হয়।

সুস্থ—সবল—সরল যুবক প্রভাত জীবনে কখন অনিদ্রা ভোগ করে নাই; কিন্তু আজ সে যেন কিছুতেই ঘুমাইতে পারিল না।

আপনার দুরাশায় সে আপনি আপনাকে উপহাস করিতে লাগিল, মানুষ ছেঁড়া চাটাইয়ে শুইয়াও লাখ টাকার স্বপ্ন দেখে কেন? সে কে? সে তাহার জীবনের ইতিহাস আলোচনা করিতে লাগিল—যে সব স্থান অজ্ঞাত সে সব স্থান কল্পনার সাহায্যে পূর্ণ করিতে লাগিল। তাহার ইতিহাসও অসাধারণ। সে তাহার আপনার পরিচয় আপনিই ভাল জানে না। তাহার পিতা যৌবনে আপনার বিদ্যামাত্র সম্বল লইয়া পশ্চিমে আসিয়াছিলেন—শিক্ষকের কায পাইয়াছিলেন। তিনি যে বিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করিতেন, সেই বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ তাঁহার দূর সম্পর্কে কুটুম্ব ছিলেন। তখনও বাঙ্গলার বাহিরে বাঙ্গালী নানা কাযে অগ্রণী—সম্মানিত। অধ্যক্ষের সহিত তাঁহার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হয়। এই সময় পশ্চিমে অতর্কিতভাবে প্লেগের বিস্তার হয় এবং অধ্যক্ষ ও তাঁহার পত্নী দ্বাদশ ঘণ্টার ব্যবধানে লোকান্তরিত হয়েন। প্রভাতের পিতা তাঁহাদিগের একমাত্র সন্তান—আশ্রয়হীনা কন্যাকে বিবাহ করেন। তাঁহাদিগের দাম্পত্যজীবন সুখের হইয়াছিল, কিন্তু দীর্ঘকালস্থায়ী হয় নাই। পিতামাতার অতর্কিত ও অপ্রত্যাশিত মৃত্যু কন্যাকে এমনই আকস্মিক আঘাত দিয়াছিল যে, তাঁহার স্বাস্থ্য নষ্ট হইয়া যায়। বিবাহের দুই বৎসর পরে প্রভাতের জন্ম হয় এবং প্রসবান্ত দৌর্ব্বল্য—তাহার জননীর ভগ্ন স্বাস্থ্যকে আরও ভাঙ্গিয়া দেয়। ফলে কয় মাসের মধ্যে স্বামীর শুশ্রূষা ও চিকিৎসকের যত্ন সবই ব্যর্থ করিয়া তিনি লোকান্তরিতা হয়েন।

পুত্রকে পালন সম্বন্ধে বন্ধুরা যখন নানারূপ ব্যবস্থার কথা বলিলেন,

তখন পিতা দৃঢ়ভাবে বলিলেন, তিনিই চেষ্টা করিয়া দেখিবেন—ছেলেকে বাঁচাইতে পারেন কি না? কেহ উপহাস করিল, কেহ বা বলিল—স্ত্রীর মৃত্যুতে তিনি বিকৃতবুদ্ধি হইয়াছেন। তিনি কিন্তু সঙ্কল্প ত্যাগ করিলেন না। আর তাঁহার এক পঞ্জাবী বন্ধু তাঁহাকে সমর্থন করিলেন। বন্ধুটি ব্যারিষ্টার হইয়া আসিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার স্ত্রী কিছুতেই স্বামীর পরিবর্ত্তিত আচারে আপনাকে অভ্যস্তা করিতে পারেন নাই; স্বামী ও স্ত্রী একই গৃহে স্বতন্ত্রভাবে বাস করিতেন—অথচ উভয়ের মধ্যে বিবাদের কোন কারণ ছিল না; কেবল পরস্পর পরস্পরের আচার গ্রহণ না করিলেও—তাহার প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। পিতার বন্ধুপত্নীর সন্তান হয় নাই—তাঁহার অপত্যস্নেহ স্ফুরিত হইতে পায় নাই। তিনিই মাতৃহীন শিশুকে পালনের কার্য্যে পিতার সহায় হইয়াছিলেন। পিতা বন্ধুর সহিত একই গৃহে বাস করিতে আরম্ভ করেন এবং পুত্রের পালনভার ক্রমে সেই বন্ধ্যা নারীই গ্রহণ করেন।

এইরূপে চারি বৎসর কাটিয়া যায়। পিতা তাহার মধ্যে কখন গৃহে গমন করেন নাই। গৃহে তাঁহার মাতা ছিলেন। মাতার পীড়ার সংবাদ পাইয়া পুত্রকে বাঙ্গালায় যাইতে হইল। মাতা তখন প্রায় চিররুগ্না; তাঁহার সেবাশুশ্রূষা করিবার কেহ ছিলেন না। তিনি আগ্রহাতিশয্যে পুত্রকে অভিভূত করিলে পুত্র অনিচ্ছায় বিবাহ করেন। তাঁহার পত্নী শাশুড়ীর সেবাযত্নপরায়ণা ছিলেন এবং তিনি মনে করিয়াছিলেন, পুত্রকে কাছে লইয়া যাইবেন। কিন্তু বন্ধুর নিকট সেই প্রস্তাব করিয়া পত্র লিখিলে বন্ধুপত্নী তাহাতে আপত্তি করেন; তিনি বলেন, বিমাতার কাছে মাতৃহীন পুত্রকে প্রদান করা সঙ্গত হইবে না। পিতা পুত্রকে অত্যধিক স্নেহ করিতেন। তিনি সেই শঙ্কায় বিচলিত হইলেন। পুত্রের ভাগ্যে আর পিতার সঙ্গলাভ ঘটিল না। পিতার যে কিছু

সঞ্চয় ছিল, তাহা তিনি সেই সময় পুত্রের জন্য বন্ধুর কাছে পাঠাইয়া দেন।

তিন বৎসর পরে বন্ধু আর তাঁহার কোন সংবাদ পাইলেন না। তিনি চেষ্টা করিয়াও আর কোন সংবাদ সংগ্রহ করিতে পারিলেন না। তিনিই প্রভাতকে পুত্রবৎ পালন করিতে লাগিলেন।

দীর্ঘ দ্বাদশ বর্ষকাল কাটিয়া গেল। তখন পিতৃবন্ধু তাহাকে শিক্ষা সমাপ্ত করিবার জন্য বিলাতে পাঠাইলেন। সে যখন বিলাতে সেই সময় তাঁহার স্ত্রীবিয়োগ হইল। তাহার পর এক দিন নিশীথে সেই পল্লীতে আগুন লাগিল; তাঁহার গৃহ ভস্মসাৎ হইয়া গেল। প্রভাতের পিতা তাহার জন্য যে টাকা পাঠাইয়াছিলেন, তাহা তিনি এতদিন স্পর্শ করেন নাই; তাহা সুদে আসলে জমিয়া বাড়িয়াছিল; এখন তিনি সে টাকা প্রভাতের কাছে পাঠাইয়া দিলেন এবং আপনিও বিলাতে তাহার কাছে যাইবেন স্থির করিয়া যাত্রার আয়োজন করিলেন। কিন্তু তাঁহার সে ইচ্ছা পূর্ণ হইল না—তিনি নিউমোনিয়ায় প্রাণত্যাগ করিলেন—যথাসর্বস্ব প্রভাতকে দান করিয়া যাইলেন।

প্রভাত হিসাব পরীক্ষকের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে; আসিয়া দেখিয়াছে, তাহার কেহ নাই। পিতা-মাতার দুইখানি প্রতিকৃতি পিতৃবন্ধুর নিকট হইতে সে পাইয়াছিল—তাহাই তাহার সম্বল। বিলাতে সে কতবার মনে করিয়াছে, দেশে ফিরিয়া পিতার সন্ধান করিবে—কিন্তু সে যখন ফিরিল, তখন পিতৃবন্ধু মৃত—গৃহদাহে তাহার পিতার পত্রাদিও নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। সে পিতৃবন্ধুর ত্যক্ত অর্থে—তাঁহার নামে একটি হাসপাতালে একটি গৃহ নির্ম্মাণ করাইয়াছে।

তাহার নিজের পরিচয় সে নিজেই ভাল করিয়া জানে না। কাযেই

সে জীবনের যে নক্সা প্রস্তুত করিয়াছিল, তাহাতে পারিবারিক জীবনের স্থান ছিল না। বাঁচিতে হইবে বলিয়া সে বাঁচিয়া থাকিবে—যথাসাধ্য পরের উপকার করিবে। এই শিক্ষা সে তাহার পিতৃবন্ধুর কাছে পাইয়াছিল। তিনি তাহার কাছে তাহার পিতার গল্প করিতেন, তিনি পরের উপকার করাই আনন্দদায়ক মনে করিতেন।

সে যখন মনে করিত, সে মাতাকে দেখে নাই—পিতাকেও পায় নাই ; তখন তাহার বুকের মধ্যে বেদনা ঘনীভূত হইয়া উঠিত ; সে মনে করিত, তাহার মত দুঃখী কে ? পিতামাতার স্নেহে সকলেরই জন্মগত অধিকার ; সে অধিকারেও সে বঞ্চিত হইয়াছে। কিন্তু তাহার কি অপরাধ ? তাহাই সে ভাবিয়া পাইত না।

আজ তাহার জীবনে এ কি অনুভূতি ! সে কি জাগিয়া স্বপ্ন দেখিতেছে ? স্বপ্নই বটে !

আপনার মনের ভাবে প্রভাত আপনি হাসিতে লাগিল। কিন্তু সে হাসির মূলে যে বেদনা ছিল, তাহা তাহাকে পীড়িত করিতে লাগিল। সে কিছুতেই সে ভাব ত্যাগ করিতে, তাহা হইতে অব্যাহতিলাভ করিতে পারিল না। সমস্ত রাত্রি সে যেন জাগিয়া স্বপ্ন দেখিতে লাগিল—আপনার ভাবে সে আপনি বিস্মিত হইতে লাগিল—কিন্তু তবুও স্বপ্ন দেখিতে লাগিল।

একবার তাহার মনে হইল, বুঝি তাজমহলের আবেষ্টনই তাহার উপর এই প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। সাহজাহানের যে ভালবাসা মৃত্যুকে জয় করিয়াছিল, সে ভালবাসা বুঝি তাজমহলের মর্ম্মরে মর্ম্মরে এখনও রহিয়াছে। আজ জ্যোৎস্নাস্নাত রাত্রিতে—প্রেমলীলামধুর বৃন্দাবনের তলবাহিনী যমুনার কূলে—তাজমহলে সেই ভালবাসা তাহার পাষাণ হৃদয়কে নবভাবে সঞ্জীবিত করিয়াছে। নহিলে সে এমনভাবে

আত্মবিস্মৃত হইল কেন? সে কেন এমনভাবে অসম্ভবের স্বপ্ন দেখিতেছে?

ভূপতি ধনী—সমাজে তিনি সম্ভ্রান্ত; পুষ্প তাঁহার একমাত্র কন্যা; কত ধনীর গৃহ হইতে তাহাকে পুত্রবধূ করিবার জন্য সাগ্রহ প্রস্তাব আসিবে। সে কেমন করিয়া তাহাকে লাভ করিবার কল্পনা করিতে পারে? সে কল্পনাও যেন তাহার পক্ষে অপরাধ।

সেই অপরাধ লইয়া সে কেমন করিয়া রাত্রি প্রভাত হইলে ভূপতির কাছে যাইবে? ভালবাসার প্রথম বিকাশ যুবককে সঙ্কুচিত করে। প্রভাত সেই সঙ্কোচ অনুভব করিতে লাগিল। একবার তাহার মনে হইল, পরদিন সে আগ্রা হইতে চলিয়া যাইবে—ভূপতির কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া পত্র লিখিয়া যাইবে, বিশেষ কাযে তাহাকে যাইতে হইতেছে—তিনি যেন কিছু মনে না করেন। কিন্তু তাহা হইতে পারে না। কারণ, প্রথমেই অসত্যের বিরুদ্ধে তাহার মন বিদ্রোহী হইয়া উঠিল; মিথ্যাকে সে ঘৃণা করিত—কেহ কোন অপরাধ করিয়া তাহা স্বীকার করিলে সে অনায়াসে তাহাকে ক্ষমা করিতে পারিত, কিন্তু অপরাধ গোপন করিবার চেষ্টা করিলে সে তাহা সহ্য করিতে পারিত না। তাহার পর তাহার মনে হইল, ভূপতি তাহার গৃহে উঠিয়াছেন; তিনি তাহার এই অশিষ্ট ব্যবহারে নিশ্চয়ই আপনাকে অপমানিত মনে করিবেন। আর তাহার মন আবার পুষ্পকে দেখিবার সম্ভাবনায় প্রলুব্ধ হইতেছিল কি না, তাহা কে বলিতে পারে? যুবকের ভালবাসা যখন আত্মপ্রকাশ করে, তখন সে তাহার সমগ্র হৃদয়কে নিজবর্ণে রঞ্জিত করে—তাহার সকল চিন্তা নিয়ন্ত্রিত করে—তাহার সকল কার্য্যের কারণ হইয়া দাঁড়ায়।

প্রভাত কত আশাই করিতে লাগিল! যৌবনে আশা অতি দ্রুতগামী হয়; যুবক আপনি তাহার গতিরোধ করিতে পারে না—সে

যখন ভাবের সঞ্চিত তুষারবিগলিত বারিতে পুষ্ট পার্ব্বত্য প্রবাহিনীর মত বহিয়া যায়, তখন কি বিচারবিবেচনার উপলখণ্ড তাহার গতিরোধ করিতে পারে? সে যখন ভূপতিকে ও সুহাসিনীকে প্রণাম করিয়া উমানাথকে নমস্কার করিবার জন্য দ্বিতীয় মোটরের দিকে চাহিয়াছিল, তখন পুষ্পের দৃষ্টির সহিত তাহার দৃষ্টি মিলিত হইয়াছিল; পুষ্পের সেই দৃষ্টি কি কোন বিশেষ ভাব প্রকাশ করিতেছিল? চন্দ্রালোকে সে ভাল করিয়া দেখিতে পায় নাই—বিশেষ শিষ্টাচার তাহার দৃষ্টি নত করিয়া দিয়াছিল। তবুও সে পুষ্পের দৃষ্টিতে তাহার মনোমত ভাবের আরোপ করিতে লাগিল।

অদৃষ্ট এত দিন তাহার সহিত বিরূপ ও রুক্ষ বিমাতার মতই ব্যবহার করিয়া আসিয়াছে, সে শৈশবে মাতৃহীন; স্নেহশীল পিতার অঙ্কে সে পালিত হইতে পায় নাই; যিনি তাহাকে মাতার স্নেহ দিয়াছিলেন, তিনি অকালে মৃত; সে যে পিতৃবন্ধুর পুত্রস্থানীয় হইয়াছিল, তিনিও তাহাকে সংসারী করিয়া যাইতে পারেন নাই; তাহার বিমাতা হয়ত জীবিতা আছেন—সে তাঁহার সন্ধানও পায় নাই। কিন্তু এমন কি হইতে পারে না যে, তাহার প্রতি অদৃষ্টের আক্রোশ ক্ষয় পাইয়াছে, তাই অদৃষ্ট তাহার প্রতি প্রসন্ন হইতে পারে। অসম্ভব। আজ যাহা অসম্ভব থাকে, কাল ত তাহাই সম্ভব হয়!

বিবেচনা যতবার তাহার মানসপটের সমুজ্জ্বল বর্ণের উপর তাহার অন্ধকার তুলিকালেপ দিতেছিল, আশা ততবারই তাহাকে আবার বিচিত্র-বর্ণে সমুজ্জ্বল করিয়া তুলিতেছিল। আশায় ও আশঙ্কায় এইরূপ দ্বন্দ্ব চলিতে লাগিল, আর ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়া যাইতে লাগিল। এইরূপ অস্বস্তি—এইরূপ দ্বিধা সে জীবনে আর কখন ভোগ করিয়াছে বলিয়া প্রভাতের মনে হইল না। সে স্বভাবতঃ স্বল্পসময়মধ্যে কর্ত্তব্য স্থির

করিয়া লইতে পারে ; কিন্তু এবার সে তাহা পারিতেছিল না, কেন না, এমন সমস্যায় সে আর কখন পড়ে নাই।

অনেক বিবেচনার পর সে স্থির করিল, তাহার চলিয়া যাওয়া হইতেই পারে না। মনের উপর যদি তাহার প্রভুত্ব না থাকে, তবে তাহার শিক্ষা ব্যর্থ হইয়াছে। সে যেমন অশিষ্ট হইতে পারে না, তেমনই কাপুরুষের কাযও করিতে পারে না। মানুষের জীবন প্রতিকূল অবস্থার সহিত সংগ্রাম—যে সেই সংগ্রাম হইতে পলায়ন করে, সে [illegible] নামের অযোগ্য ; জয় পরাজয় ঘটনাধীন ; কিন্তু যে যুদ্ধই করে না, সে কেমন করিয়া জয়-লাভের আশা করিতে পারে ?

তাহার পর সে ভাবিতে লাগিল,—আর কয় ঘণ্টা পরেই তাহাকে ভূপতির সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতে হইবে। কিরূপে সে সাক্ষাৎ করিবে সে বিষয়ে কোন চিন্তা সে তাজমহল হইতে ফিরিবার মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তাহার মনে উদিত হয় নাই। অথচ সেই চিন্তাই তাহাকে বিচলিত করিতেছিল !

আপনার দৌর্ব্বল্যে সে আপনি হাসিল।

তাহার পর প্রভাত উঠিয়া ঘড়ী দেখিল—রাত্রি তিন বাজিয়াছে। মুক্তবাতায়নপথে সে দেখিল, নিম্নে উদ্যানে দোপাটী ও [illegible]নয়ার কেয়ারী-গুলি ফুলে পূর্ণ—সেগুলির উপর জ্যোৎস্নালোক পড়িয়াছে ! আর দূরে নীল আকাশের কোলে স্বপ্নেরই মত তাজমহলের শ্বেত গম্বুজ দেখা যাইতেছে।

ঘুমাইবে বলিয়া সে মুখ ও চক্ষুতে জল দিয়া আসিয়া শয্যায় শয়ন করিল। তবুও নিদ্রা আসিল না। সে চক্ষু মুদিত করিল ; কিন্তু তবুও চিন্তা হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারিল না—তাহার মানস-পটে কেবলই তাজমহলের মর্ম্মর বেদীর উপর জ্যোৎস্নালোকে দৃষ্ট সেই

লাল বেনারসী কাপড়পরা তন্বীর প্রতিচ্ছবি ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। এক প্রকার কালী আছে, তাহাতে লিখিলে লিখা অমনই অদৃশ্য থাকে—তাপ পাইলে ফুঠিয়া উঠে; তেমনই ভালবাসা যুবকযুবতীর মানসপটে বাঞ্ছিতের যে মূর্ত্তি অঙ্কিত করে, তাহাও প্রথমে অদৃশ্য থাকে—তাহার পর নিভৃতে চিন্তার তাপ পাইলেই তাহা আত্মপ্রকাশ করে। তখন আর তাহাকে মুছিয়া ফেলা—অদৃশ্য করা যায় না। আজ প্রভাতের তাহাই হইয়াছিল।

নিদ্রা নয়নে নামিতেছে না দেখিয়া প্রভাত উঠিয়া বসিল—বৈদ্যুতিক আলো জ্বালাইয়া পড়িবার চেষ্টা করিল। দুই দিনের জন্য সে হোটেলে আসিয়াছিল—পড়িবার জন্য আনিয়াছিল কেবল একখানা ইংরাজী মাসিকপত্র। সেখানায় অপঠিত বড় কিছু ছিল না। তবুও সে তাহার একটা প্রবন্ধ পাঠ করিবার চেষ্টা করিল—প্রবন্ধের বিষয় তাহার পরিচিত; তাহাতে নূতন কিছুই নাই দেখিয়া সে একটা গল্প পড়িবার চেষ্টা করিল। গল্পটা সে পূর্ব্বে এক দিন—অসম্ভব ভাবপ্রবণতার পরিচায়ক বলিয়া খানিকটা পড়িয়া ছাড়িয়া দিয়াছিল; আজ তাহার মনে হইল, ভাবপ্রবণতা সম্বন্ধে তাহার ধারণার পরিবর্ত্তন করা প্রয়োজন হইতে পারে। সে গল্পটি পড়িল। গল্পের নায়ক যুবক যাহাকে বিবাহ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছিল, সে তাহাকে বিবাহ করিতে অস্বীকার করে। যুবক হতাশ হইয়া যুদ্ধে গমন করে; ইচ্ছা করিলে সে যুদ্ধে না যাইতেও পারিত—কারণ, তাহার হৃদয় দুর্ব্বল ছিল। ফ্রান্সে যুদ্ধক্ষেত্রে সে জার্ম্মাণ বিস্ফোরকে আহত হইয়া হাসপাতালে নীত হয়। তখন সে অজ্ঞান। যখন তাহার জ্ঞান হইল, তখন সে দেখিল, তাহার দক্ষিণ হস্তের কয়টি অঙ্গুলী নষ্ট হইয়া গিয়াছে; আর দেখিল, যে যুবতীকে না পাইয়া সে জীবন ধারণ অনাবশ্যক মনে করিয়া যুদ্ধে আসিয়াছিল, সে-ই

তাহার শুশ্রূষা করিতেছে—সে শুশ্রূষাকারিণী হইয়া আসিয়াছে। তাহার পর যুবক ধীরে ধীরে আরোগ্যলাভ করিল। তাহার বীরত্ব যুবতীর সঙ্কল্প বিচলিত করিয়াছিল। যুদ্ধশেষে যুবতীই তাহার কাছে আসিয়া বলিল, "আমার উপেক্ষাজনিত অপরাধ ক্ষমা কর।" তাহার পর উভয়ে বিবাহিত হইল।

গল্পটির আখ্যানবস্তুর বিষয় প্রভাত ভাবিতে লাগিল। তখনও রাত্রি শেষ হয় নাই। রাত্রি কি দীর্ঘ!

শেষে দীর্ঘযামা রাত্রিও শেষ হইল—প্রভাত যেন "মুখ চাপা" হইতে মুক্তিলাভ করিয়া স্নানের ঘরে প্রবেশ করিল। স্নানের পর বেশ পরিবর্তন করিয়া সে এক পেয়ালা চা পান করিয়াই ভূপতির সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য নিজ গৃহাভিমুখে যাত্রা করিল।

৩

প্রভাত যখন আপনার গৃহে প্রবেশ করিল, তখন ভূপতি সিঁড়ির উপর বারান্দায় বসিয়া আছেন—উমানাথও তথায় আছে। ঘরের মধ্য হইতে চা'র ট্রে লইয়া পুষ্প বারান্দায় আসিতেছিল। দুই হাতে কোন দ্রব্য বহন করিয়া আনিবার সময় স্ত্রীলোকরা যেভাবে মস্তক একটু পশ্চাৎদিকে হেলাইয়া মুখ তুলিয়া আইসে, সে সেইভাবে আসিতেছিল। উভয় হস্ত বদ্ধ থাকায় সে কাপড়টা মাথার উপর তুলিয়া দিতে পারিল না। প্রভাতের সম্মুখেই তাহাকে অনবগুণ্ঠিতা অবস্থায় আসিতে হইল। তবে সে দ্রুতপদে আসিয়া ট্রেখানি টেবলের উপর রাখিল। বাগান হইতে প্রস্ফুটিত পুষ্পের সুগন্ধসুরভিত পবন তাহার চূর্ণ কুন্তলগুলিকে বিস্রস্ত করিতেছিল। সে সেগুলিকে কর্ণের পশ্চাতে দিয়া কাপড় মাথার উপর তুলিয়া দিল ; কিন্তু চলিয়া যাইবার চেষ্টা করিল না। প্রভাত নত হইয়া ভূপতিকে প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"রাত্তিরে কোন অসুবিধা হয়নি ত ?"

ভূপতি কোন উত্তর দিতে পারিলেন না—নির্ব্বাক হইয়া প্রভাতের মুখে চাহিয়া রহিলেন। তিনি কোথায় তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না। তিনি কি প্রায় ত্রিশ বৎসরের ব্যবধান অতিক্রম করিয়া অতীতে উপনীত হইয়াছেন ? এ কি স্বপ্ন ! গত রাত্রিতে জ্যোৎস্নালোকে যে মুখ কেমন যেন পরিচিত বলিয়া মনে হইয়াছিল, আজ তাহার সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহ রহিল না। এ কি ?

তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নাম কি ?"

প্রভাত তাঁহার ভাব দেখিয়া অতিমাত্র বিস্মিত হইল। সে বলিল, "প্রভাতকুমার ঘোষ।"

অধীরভাবে ভূপতি প্রশ্ন করিলেন, "তোমার বাবার নাম কি ?"

"অমরনাথ ঘোষ।"

মানুষ যতই বিচারবিবেচনাপরায়ণ হউক না কেন—সে যতই গম্ভীর হউক না—কখন কখন সে ভাবের প্রাবল্যে আর সব ভুলিয়া কায করে। ভূপতি উঠিয়া দাঁড়াইয়া প্রভাতকে বুকে চাপিয়া ধরিলেন—যেন তিনি হারানিধি পাইলেন। তিনি আবেগকম্পিত—আনন্দোচ্ছ্বাসে বদ্ধপ্রায় কণ্ঠে বলিলেন, "এস—বাবা, এস।"

বাহিরে কয় জনের কণ্ঠস্বর শুনিয়া সুহাসিনী মন্থর গমনে তথায় আসিলেন। তিনি প্রভাতকে দেখিয়া অবগুণ্ঠন টানিবার আয়োজন করিতেই ভূপতি বলিলেন, "কা'কে দেখে [illegible] টানছ ? এ যে অমরনাথের ছেলে—আমাদের বড় আপনার !"

সুহাসিনী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কা'র ছেলে ? [illegible]'র বাপের ?"

"হাঁ। সে বৌমা'র বাপ অনেক পরে—সে আমার [illegible]য়ের বেশী ছিল।"

ভূপতির দুই চক্ষু হইতে অশ্রু ঝরিয়া তাঁহার গণ্ড বাহিয়া পতিত হইতেছিল। তিনি বলিলেন, "দিদি যদি আমাদের সঙ্গে আসতেন !"

প্রভাত পিতৃবন্ধুকে পাইয়াছে এই আনন্দের আতিশয্যে নির্ব্বাক হইয়া রহিল—কোন কথা বলিতে পারিল না। সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনে কত ভাবই বিকশিত হইতে লাগিল ! তাহারও চক্ষু শুষ্ক রহিল না। সে যে রহস্য কখন ভেদ করিতে পারিবে না, মনে করিয়াছিল—সেই রহস্য কি তবে আপনা আপনি ভেদ হইয়া গেল ?

নির্ম্মলা বসিবার ঘরের দ্বারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। ভূপতি তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, "বৌমা, তোমার দাদা। প্রণাম কর।"

নির্ম্মলা কিছুই বুঝিতে পারিল না—শ্বশুরের কথামত প্রভাতকে প্রণাম করিল।

ভূপতি প্রভাতকে বলিলেন, "এই তোমার ভগিনী।"

প্রভাত জিজ্ঞাসা করিল, "মা আছেন ?"

"আছেন, বাবা।"

ব্যাকুলকণ্ঠে প্রভাত জিজ্ঞাসা করিল, "তিনি কোথায় ?"

"তিনি বাঙ্গালায়—তাঁ'র ভাইয়ের কাছে। তোমার বাবা আমার বাল্যকালের বন্ধু—ভাই বললেও অত্যুক্তি হয় না; বুঝি ভাইয়েরও বেশী ছিল।"

তখন ভূপতি আপনার অভ্যস্ত স্থৈর্য্য লাভ করিয়াছেন। তিনি পুষ্পকে বলিলেন, "চা কড়া হয়ে গেল—ঢাল।"

প্রভাত সেই দিকে চাহিল—পুষ্পকে দেখিল। তাহার মনে হইল, দিনান্ত ঝটিকার অবসানে আকাশে যে নীলিমা দেখা যায়, পুষ্পের নয়নে সেই নীলিমা।

পুষ্প পেয়ালায় চা ঢালিল এবং ভূপতি চা বণ্টন করিয়া দিলেন।

ততক্ষণে সুহাসিনী কৌতূহলের আতিশয্যে নির্ম্মলাকে পার্শ্বের ঘরে লইয়া গিয়াছেন। তিনি নির্ম্মলাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাঁগা বৌমা, তোমার যে ভাই ছিল, এ কথা কি কখন শুনেছ ?"

নির্ম্মলা সরলভাবে উত্তর করিল, "স্পষ্ট কখন শুনি নি।"

"সে কি গো! এর আর স্পষ্ট—অস্পষ্ট কি ?"

"মা কখন আমাকে কোন কথা বলেন নি; কেবল এক দিন—বাবার জীবন বীমার টাকা যখন বা'র করা হয় তখন বড়মামাবাবুকে বলতে শুনেছিলাম, 'ছেলেটার ত কোন খোঁজই পাওয়া গেল না; কাযেই তা'র সম্বন্ধে তুমি আর কি করবে?' তা'তে মা বলেছিলেন, 'তুমি যা' ভাল

মনে কর তা'ই কর। আমি আর কি বলব ?" আজ মনে হচ্ছে, সে দাদার কথা।"

সুহাসিনী এই কথায় সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার বাবার আগে বিয়ে হয়েছিল, তা' জান্‌তে ?"

"শুনেছি।"

সুহাসিনী যেন কতকটা আপনার মনেই বলিলেন—"কি রকম বিয়ে—কোথায় বিয়ে, কিছুই ত বুঝা যাচ্ছে না !"

তাহার পর তিনি নির্ম্মলাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার মা'র কাছে শুনেছ ?"

"মা মামাবাবুদের সঙ্গে আলোচনা করেছেন, শুনেছি।"

তবুও সুহাসিনী সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না।

এমন সময় পুষ্প বৌদিদির জন্য এক পেয়ালা চা লইয়া আসিয়া বলিল, "বেশ লোক ত ! তোমার হ'ল ভাই—আর তুমিই পালিয়ে এলে ?"

নির্ম্মলা পেয়ালাটা লইয়া বলিল, "মা আসতে বল্‌লেন। কেন বাবা কি আমাকে খুজছেন ?"

"না। বাবা তোমার দাদাকে নিয়ে কথা বল্‌তে বল্‌তে বাগানে গেছেন। তোমার দাদাই বাবাকে জিজ্ঞাসা করছিলেন, 'কাকাবাবু আমার বোন্‌টির নাম কি ?' বেশ মিষ্টি কথা।"

আনন্দের প্রথম উচ্ছ্বাস ভূপতিকে বিচলিত করিয়াছিল বটে, কিন্তু বড় জাহাজ যেমন সমুদ্রে সহসা তরঙ্গ উঠিলে বার কয়েক দুলিয়া আপনার ভারে আপনি স্থির হয়, ভূপতির বিষয়বুদ্ধি তেমনই অল্পক্ষণের মধ্যেই তাঁহাকে বিচারবিবেচনার নোঙ্গরে বদ্ধ অবস্থায় স্থির করিয়াছিল তাই তিনি প্রভাতের সম্বন্ধে আরও কথা জানিবার জন্য উৎসুক হইয়াছিলেন।

সে সব কথা জানিবার জন্যই তিনি তাহাকে লইয়া বাড়ীর উদ্যানে গিয়াছিলেন।

বাগানে একটা বড় বকুলগাছ ছিল। তাহার ছায়ায় একখানি বেঞ্চ পাতা থাকিত। ভূপতি ও প্রভাত তাহাতে বসিলে ভূপতি বলিলেন, "অমরনাথ চাকরী নিয়ে পশ্চিমে এসেছিল; ক' বৎসর পরে যখন ফিরে গেল, তখন তা'র মা রুগ্না—তাঁ'র সেবাশুশ্রূষা করবার লোক নেই। তিনি কান্নাকাটি করতে লাগলেন, সে বিয়ে না করলে তিনি বিনা সেবাশুশ্রূষায় মারা যা'বেন। বিয়ে করতে অমরনাথের বিশেষ আপত্তি ছিল। সে তা'র অনিচ্ছা আমাকেও জানিয়েছিল—কিন্তু তা'র যে ছেলে ছিল, সে কথা বলে নি। যখন আমিও তা'কে বিয়ে করতে পরামর্শ দিলাম, তখন সে বিয়ে করলে বটে কিন্তু বললে, 'আমার পক্ষে কাযটা ভাল হ'ল না।' কারণ জিজ্ঞাসা করায় বলেছিল, 'এক দিন তোমাকে বুঝিয়ে দেব।' সে বুঝান আর হয় নি। তবে তা'র মা'র আক্ষেপ মিটেছিল—কেন না, তোমার নতুন মা যে ভাবে রুগ্না শাশুড়ীর সেবা করেছিলেন, তা'তে যে দেখেছিল, সে-ই তা'র প্রশংসা করেছিল দেখবে তিনি কি চমৎকার লোক।"

প্রভাত বলিল, "তাঁ'কে দেখবার জন্য আমি যে কত ব্যাকুল, তা' আপনাকে বুঝাতে পারছি নে। কবে তাঁ'র সঙ্গে দেখা হ'বে?"

"আমি ফিরে গিয়েই তাঁ'কে খবর দিয়ে কলকাতায় আনাব, আর তোমাকে পত্র লিখব। দেখি, যদি তোমাকেও একটা ভাল কায যোগাড় করে কলকাতায় নিয়ে যেতে পারি।"

"তা'ই করবেন; যখন সারা দেশ এক পথে চল্‌ছে, তখন আর সরকারের চাকরী করতে প্রবৃত্তি হয় না।"

তাহার পর প্রভাত জিজ্ঞাসা করিল, "তা'র পর বাবার কি হয়েছিল?"

ভূপতি বলিলেন, "তোমার বাবার অসাধারণ বিদ্যা ছিল। কিন্তু আজ কাল বিদ্যার উপযুক্ত দাম মেলা দায়—বিশেষ যা'রা চাকরী দেয়, তা'রা বিদ্যার জহুরী নয় ; মনে করে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ সবই সমান। তাই তা'র ভাল চাকরী হ'ল না। তা'র পশ্চিমে ফিরে যাবার ইচ্ছা ছিল ; মা'র জন্য তা'ও হ'ল না। তা'র পর মা'র মৃত্যু হল। তখন সে টেরাইয়ে এক রাজার ছেলেদের অভিভাবক হয়ে গেল। তখন তোমার বোনটি ছোট্ট। সেখানে গিয়ে সে ব্ল্যাক ওয়াটার ফিভারে তিন দিনের মধ্যে মারা গেল। সে চাকরী নিয়ে যাবার আগে আমিই জিদ করে তা'র জীবন-বীমা করিয়ে দিয়েছিলাম ; তা'র হাতে টাকা ছিল না—আমিই টাকা দিয়েছিলাম। তা'র পর কতবার মনে হয়েছে, ভাগ্য যে, জিদ করে বীমা করিয়ে দিয়েছিলাম ; তাই তোমার মা'কে কারও গলগ্রহ হ'তে হয় নি।"

"আপনি আমার বোন্‌টিকে বৌ করে এনেছেন ?"

"তোমার বাপের কাছে আমি বড় কৃতজ্ঞ। তা'র বাপমরা মেয়ে ; আমি মেয়ের মত করেই রেখেছি।"

প্রভাত জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা, আপনার কি মনে হয়, মা আমাকে ছেলে বলে নিতে পারবেন ?"

"খুব পারবেন। তুমি দেখবে, অমন মানুষ কমই হয়।"

তাহার পর ভূপতি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "পশ্চিমে তা'র বিয়ে কি সূত্রে হয়, তা' কি তুমি কিছু শুনেছ ?"

প্রভাত বলিল, "শুনেছি—বাবার যে পঞ্জাবী বন্ধুর স্ত্রী আমাকে মানুষ করেছিলেন, তিনি আমাকে সব বলেছিলেন। কেবল তিনি শেষে কিসে মারা গেলেন, তা' তিনি জানতেন না।"

প্রভাত পিতার পঞ্জাবী বন্ধুর নিকট পিতার বিষয়ে যাহা শুনিয়াছিল,

ভূপতিকে বলিল। শুনিয়া ভূপতি বলিলেন, "তা'র মুখে যেন হাসি ছিল না—কেন তা'কে দেখলেই মনে হ'ত তা'র মনে একটা ভার চেপে আছে, তা' এখন বুঝতে পারলাম। তোমার জন্য তা'র মন সর্ব্বদা ব্যাকুল থাকত।"

ভূপতি দেখিলেন, প্রভাতের চক্ষু ছল ছল করিতেছে। তিনি বলিলেন, "চল, বাড়ীতে যাই।"

প্রভাত আপনার মনের ব্যাকুলতা গোপন করিবার জন্য বলিল, "চলুন। কেল্লা আর তাজমহল দেখতে যা'বেন না ?"

"চল—দেখি।"

গৃহে প্রবেশ করিয়া ভূপতি সুহাসিনীকে ডাকাইলেন—তিনি আসিলে প্রভাতকে বলিলেন, "এই তোমার কাকীমা।"

প্রভাত সুহাসিনীকে প্রণাম করিয়া তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিল এবং বলিল, "আমি কিন্তু কাকীমা বলব না,। আমি 'মা' বলতে পাইনি ; সে অভাব আমি ভুলতে পাচ্ছি নে ; এখনও মা'কে পেলেম না। আপনাকে শুধু 'মা' বলব।"

মাতৃহীন যুবকের এই কথা সুহাসিনীর মাতৃহৃদয়কে বিচলিত করিল ; ভূপতির বুকের মধ্যে যেন কেমন কর্ কর্ করিয়া উঠিল।

তাহার পর প্রভাত বলিল, "আপনারা সব দেখতে যা'বেন না ?"

"যা'ব", বলিয়া সুহাসিনী নির্ম্মলা ও পুষ্পকে প্রস্তুত হইবার জন্য বলিতে যাইলেন

প্রভাত ভূপতিকে বলিল, "আমি যে লেখাটুকু দিয়ে গেছি, তা'তেই মোটামুটি জানবার বিষয় লেখা আছে।"

সুহাসিনী কন্যা ও পুত্রবধূকে লইয়া আসিলেন—তাহারা প্রস্তুত হইয়াই ছিল। আজ তাহাদের উভয়ের বেশ একরূপ—নস্যিরংএর কাপড়-জামা—পায় সেই রংএর কিংখাবের জুতা।

তীর্থের ফল

ভূপতি প্রভাতকে বলিলেন, "তুমি আমাদের সঙ্গে যা'বে না ?"

প্রভাত বলিল, "যদি বলেন, যাই। তবে আফিস আছে।"

"অসুবিধা হ'বে ?"

"যেতে দেরী হ'বে ; তা' তা'তে কিছু ক্ষতি হ'বে না।"

যাইতে তাহার যে ইচ্ছা ছিল, তাহা ভূপতি জানিতে পারেন নাই ; তবে গত রাত্রির পর তিনি বুঝিয়াছিলেন, প্রভাত যেমন ভাবে সব বর্ণনা করিয়া দেখাইতে পারিবে, তিনি তাহার রচনা পাঠ করিয়া তাহা পারিবেন না।

মোটর উপস্থিত ছিল। পূর্ব্বদিনেরই মত উমানাথ, নির্ম্মলা ও পুষ্প এক মোটরে উঠিল—ভূপতি সুহাসিনীকে অন্য মোটরে তুলিয়া দিয়া প্রভাতকে বলিলেন, "তুমি এই গাড়ীতেই এস।" সে সেই গাড়ীতে চালকের পার্শ্বে বসিতে যাইলে তিনি বলিলেন, "ভিতরে এস।" সে তাহার গাড়ী কেল্লায় যাইতে বলিয়া দিল।

সুহাসিনী একটু সঙ্কুচিতা হইতেছেন দেখিয়া ভূপতি তাঁহাকে বলিলেন, "তুমি প্রভাতকে দেখেও সঙ্কুচিত হ'বে ?"

সুহাসিনী বলিলেন, "না—তা' নয়।"

প্রভাত বলিল, "একেবারে এত বড় ছেলেকে দেখলে, বোধ হয়, মা'রও সঙ্কোচ বোধ হয় ? আচ্ছা, কাকাবাবু, আমার মা আমাকে দেখে এমনই সঙ্কুচিত হ'বেন ?"

ভূপতি বলিলেন, "যদি তা' হ'ন, তবে আমি বলব, তাঁ'র গলায় দড়ী দেওয়া উচিৎ।"

তখন বেলা প্রায় নয়টা—গাড়ী কেল্লার দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল। প্রভাত নামিয়া সকলের জন্য টিকিট কিনিয়া সকলকে লইয়া চলিল।

সে আগ্রা দুর্গের ইতিহাস বলিতে বলিতে চলিল—পুরাতন দুর্গের

স্থানে আকবরের দুর্গ নির্ম্মাণ, জাহাঙ্গীর কর্ত্তৃক তাহার পরিবর্ত্তন ও সর্ব্বশেষে সাহজাহানের সংস্কার ও সংযোগ। কিরূপে পর পর সংযোগ বুঝা যায়, সে তাহা দেখাইয়া বুঝাইতে লাগিল।

সুহাসিনী নির্ম্মলাকে বলিলেন, "বৌমা, তোমার দাদা কি যত্ন করেই আমাদের সব দেখাচ্ছে!"

দিল্লী দুর্গের মধ্যে বহু গৃহের আজ আর চিহ্নমাত্র নাই—তাহা দেখিয়া মোগল সম্রাটদিগের বাসব্যবস্থা সম্যক উপলব্ধি করা যায় না; আগ্রায় তাহা করা যায়। উমানাথ তাহা বলিলে প্রভাত বলিল, "যদি আকবরের পরিত্যক্ত রাজধানী ফতেপুর সিক্রীতে যা'ন, তবে আরও ভাল বুঝতে পারবেন। কাল যা'বেন?"

উমানাথ পিতার দিকে চাহিল—ভূপতি বলিলেন, "যাওয়া যা'বে। কিন্তু বাবা, তুমি আমার সঙ্গে পরিচয় হ'বার আগেই আমি 'আপনি' বলায় রাগ করেছিলে—আর তুমি তোমার ছোট ভগিনীপতিকে 'আপনি' বলছ কেন?"

প্রভাত কি উত্তর দিবে ভাবিয়া পাইল না।

ভূপতি বলিলেন, "উমানাথ যদি তোমার ভগিনীপতি না হ'ত, তা' হলেও আমি অমরনাথের ছেলেকে কখন আমার ছেলেকে 'আপনি' বল্‌তে দিতুম না।"

ততক্ষণে সকলে প্রাসাদের যে অংশে উপস্থিত হইয়াছেন, তথায় সাহজাহানের জীবনপাত হয়—বন্দিদশায় তিনি তথায় বসিয়া তাজমহল দেখিতেন। প্রভাত বলিল, "তখন সাহজাহানের সাম্রাজ্য—সম্ভ্রম সব গেছে, আছে কেবল—ভালবাসা; তাঁ'র নিষ্ঠুর ছেলে ঔরঙ্গজেবও তা' থেকে তাঁ'কে বঞ্চিত করতে পারে নি।"

এই সময় পুষ্প নির্ম্মলাকে বলিল, "বৌদিদি, শুনা যায় যে, মোগল প্রাসাদে সুরঙ্গ ছিল—বাঁদীদের বন্দিশালা থাকত, সে সব কি মিথ্যা?"

নির্ম্মলা কিছু বলিবার পূর্ব্বেই প্রভাত বলিল, "একেবারে মিথ্যা নয়। নীচের যে সব ঘর আছে সে সব যেন গুপ্ত পথ—গোপন গৃহ। আমরা সে সব দেখতে যাচ্ছি।"

তাহার নিকট বৈদ্যুতিক বর্ত্তিকা ছিল—তাহারই আলোকে সে প্রাসাদের নিম্নস্থ কতকগুলি কক্ষ ও পথ দেখাইল—হয় ত সেইগুলিই বাঁদী প্রভৃতির বাস ও শাসন জন্য ব্যবহৃত হইত; আবার গ্রীষ্মের সময় অন্তঃপুরচারিকারা—হয়ত সম্রাটও সেই নিম্নকক্ষে দিবসের কতকাংশ অতিবাহিত করিতেন।

যখন কেল্লা দেখা শেষ করিয়া সকলে বাহির হইলেন, তখন বেলা এগারটা বাজিয়া গিয়াছে। প্রভাত বলিল, "এ বেলা আর তাজমহল দেখা হয় না—বড্ড তাড়াতাড়ি করতে হ'বে। ও বেলা হ'লে হয় না?"

ভূপতি বলিলেন, "তা'ই হ'বে।"

"তবে আমি বেলা চারটার সময় গিয়ে উপস্থিত হ'ব।"

"কিন্তু, তখন হোটেল থেকে জিনিষপত্র সব নিয়ে যা'বে—আমি যে ক'দিন তোমার বাড়ীতে আছি, সে ক'দিন আমিই বাড়ীর কর্ত্তা। আমি তোমাকে অন্য কোথাও থাকতে দিতে পারব না।"

৬

অপরাহ্ণে প্রভাত সুটকেস প্রভৃতি লইয়া আপনার বাঙ্গলোয় ফিরিয়া আসিল এবং আসিয়া বসিবার ঘরে আপনার রাত্রি বাসের ব্যবস্থা করিবার জন্য ভৃত্যদিগকে আবশ্যক উপদেশ প্রদান করিল। সে ভূপতিকে বলিল, সে পরদিন প্রভাতে ফতেপুর সিক্রী যাইবার জন্য মোটর ঠিক করিয়া আসিয়াছিল—বলিল, "ছ'জন বসবার মত বড় মোটর ঠিক করে এসেছি। বেলা সাতটায় বেরুতে পারলে দুপুরের মধ্যে ফিরে আসা যা'বে।"

ভূপতি বলিলেন, "তুমি যা'বে ত?"

প্রভাত বলিল, "যা'ব বলেই বলে এসেছি, কাল আর আফিসে যা'ব না। কালই সকালে ফতেপুর সিক্রী থেকে এসে বিকেলে সিকান্দ্রা দেখা যায়; তা' হ'লেই আগ্রার মোটামুটি দেখবার জিনিষ দেখা হ'য়ে যা'বে।"

ভূপতি বলিলেন, "তা' হ'লে কাল রাত্তিরেই মথুরার পথে বৃন্দাবনে যাওয়া যা'বে।"

"এক দিন বিশ্রাম করবেন না?"

"দিন যে আর নেই।"

"মথুরার পথে বৃন্দাবনে যাবেন, বল্‌ছেন—মথুরা দেখবেন না?"

"মথুরায় দেখবার কি আছে?"

"মথুরার প্রত্নশালা খুব ভাল; সে যদি না দেখেন, সন্ধ্যায় বিশ্রামঘাটে যমুনার' আরতি দেখবার মত—নদীর আরতি এ দেশে খুব কম জায়গায় আছে।"

"সে আর এমন কি হ'বে?"

সুহাসিনী বলিলেন, "সে দেখতে হ'বে।"

"মথুরায় থাকবার ত কোন বন্দোবস্ত করি নি।"

প্রভাত বলিল, "আমি, বোধ হয়, বন্দোবস্ত করে দিতে পারি। মথুরারার প্রত্নশালার যিনি প্রাণস্বরূপ, তাঁ'কে আমি জানি।"

সুহাসিনী বলিলেন, "তাই কর, বাবা! বেঁচে থাক, সুখে থাক।"

ভূপতি বলিলেন, "'সেধো খাবি?—হাত ধুয়ে বসে আছি।' এঁদের একবার সুবিধা পেলে হয়।"

"চা তৈরি হ'তে হ'তে আমি মথুরায় টেলিগ্রাফটা পাঠিয়ে আসি"—বলিয়া প্রভাত বাহির হইয়া গেল।

সুহাসিনী বলিলেন, "কি চমৎকার ছেলে!"

ভূপতি বলিলেন, "পুষ্পের জন্য যদি অমনই একটি ছেলে পাই, তবে আর ভাবনা থাকে না।"

ভূপতি যে তাঁহার মন বুঝিবার জন্য কথাটা পাড়িলেন, সুহাসিনীর মনে সেই সন্দেহ ফুটিয়া উঠিল। ছেলের বিবাহে তিনি "জানাঘরে" কায করিবার সুযোগ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, এবার আর তাহা হইবে না। তিনি মনে মনে বলিলেন, "কে তা'র ঠিক নেই—তিন কুলে কেউ নেই; ওর সঙ্গে কি মেয়ের বিয়ে দেওয়া যায়!"—মুখে বলিলেন, "এক ঘরে দু'কুটুম্বিতে করতে নেই।"

ভূপতি বুঝিলেন, প্রসঙ্গটা প্রিয় হইবে না—এখন তাহার আলোচনার প্রয়োজনও নাই; তাই তিনি আর কোন কথা বলিবেন না। তিনি পুষ্পকে ডাকিলেন, "পুষ্প, তৈরি হয়েছ? প্রভাত একবার এসে চলে গেল।"

পুষ্প বৈঠকখানা ঘরের পরের ঘর হইতে জিজ্ঞাসা করিল, "কেন? আজ দেখতে যাওয়া হ'বে না?"

"সে মথুরায় একটা বাড়ী ঠিক করবার জন্য টেলিগ্রাফ করতে গেছে। এখনই ফিরে আসবে।"

"আমারও চা তৈরী হয়েছে।"—সে সুহাসিনীকে ডাকিল, "মা, খাবার কি দিতে হ'বে, দেখিয়ে দেবে এস।"

সুহাসিনী উঠিয়া যাইলেন।

টেলিগ্রাম পাঠাইয়া প্রভাত যখন ফিরিয়া আসিল, তখন পুষ্প চা পেয়ালায় ঢালিতেছে, আর ভূপতি ও তাহার জন্য দুই খানা রেকাবীতে খাবার লইয়া নির্ম্মলা টেবলের উপর রাখিতেছে। সে দেখিয়া বলিল, "এত খাবার, আর এত রকমের খাবার!"

সুহাসিনী নির্ম্মলার পশ্চাতেই ছিলেন। তিনি বলিলেন, "কি আর খাবার! তাড়াতাড়ি আর যোগাড় নেই—ভাল হ'ল না; হয়ত বা মুখে করতে পারবে না।"

প্রভাত বলিল, "আপনি দেখবেন, খুব মুখে করতে পারব। এ সব খাবার আমি কখন খেয়েছি কি না সন্দেহ।"

ভূপতি হাসিয়া বলিলেন, "প্রভাত, আমি তোমাকে আশ্বাস দিতে পারি, তুমি যদি ভাই-ফোঁটার সময় কলকাতায় যাও, তবে বৌমা তোমাকে এর চাইতে অনেক বেশী রকম খাবার করে খাওয়াবেন।"

প্রভাত বলিল, "আপনি অমন করে আমাকে লোভ দেখাবেন না। সে কবে?"

"আর বেশী দেরী নেই—মোটামুটি পনের দিন। সে দিন বোন ভাইয়ের কল্যাণ কামনা করে—ভাইকে খাওয়ায়।"

ভূপতি নির্ম্মলাকে বলিলেন, "বৌমা, তুমি তোমার দাদাকে নেমন্তন্ন না করলে ও যা'বে কেন?"

"আপনি বললেন; আমার বলা কি তা'র চাইতে বেশী হ'বে?"

"তা' হ'বে বৈ কি ? যেটা যা'র কায।"

পুষ্প তখন বৌদিদির দিকে ফিরিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "আচ্ছা বৌদিদি, তুমিই বা বলবে না কেন ?"

নির্ম্মলা তখন বলিল, "দাদা, আপনি যা'বেন ত ?"

প্রভাত বলিল, "পনের দিন পরে, তা' হ'লে কি দেওয়ালীর পরই ?"

ভূপতি বলিলেন, "একদিন পরেই।"

"তা' হ'লে দেখি যদি ছুটী করতে পারি। তখন গেলে মা'কে দেখতে পা'ব ত ?"

আমি তাঁ'কে আনিয়ে রাখব। আমার দিদি তোমার বাবাকে আমারই মত স্নেহ করতেন। তিনি তোমাকে দেখলে কত খুসী হ'বেন।"

"তিনি ত আমার পিসীমা হ'বেন ?"

"হাঁ।"

"আমি যাবার জন্য খুবই চেষ্টা করব।"

অর্দ্ধেক খাবার শেষ করিতে না করিতে প্রভাত চা'র পেয়ালা শূন্য করিল। দেখিয়া ভূপতি বলিলেন, "আর একটু চা দি'ক ?"

প্রভাত আপত্তি করিল না। পুষ্প তাহার পেয়ালাটি আবার পূর্ণ করিয়া দিল।

খাবার খাইয়া সকলে আবার তাজমহল দেখিতে যাত্রা করিলেন।

রাত্রিতে তাজমহলের একরূপ সৌন্দর্য্য প্রতিভাত হয়—দিনে আর একরূপ। রাত্রিতে তাহাকে ভাবের অভিব্যক্তি বলিয়া মনে হয় ; দিনে তাহার শিল্পসৌন্দর্য্য দৃষ্টি ও মন আকৃষ্ট করে। সুন্দরীর অঙ্গ যেমন বেশ-ভূষায় সুন্দরতর হয়, শিল্পকার্য্যে তেমনই এই মর্ম্মরমন্দির সুন্দরতর হইয়াছে। প্রস্তরশিল্প সাহজাহানের সময় কিরূপ উন্নতিলাভ করিয়াছিল, তাহা তাজমহল দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। পাতরের মধ্যে পাতর

বসাইয়া কিরূপে লতাপাতাফুলের সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করা যায়, তাহা শিল্পী এই তাজমহলে দেখাইয়াছেন। মোগলরা জল বড় ভালবাসিতেন। দিল্লীতে ও আগ্রার দুর্গে জল সরবরাহের সুব্যবস্থা ছিল—জল প্রাসাদের মধ্য দিয়া বহিয়া যাইত—নালায় রৌপ্যের পাত বসান থাকিত; মনে হইত, মাছ খেলা করিতেছে। তাজমহলের উদ্যানেও জলের "নহর" ছিল—জল সঞ্চিত হইত—ফোয়ারার মুখে জলধারা উৎক্ষিপ্ত হইত—দিবালোকে শত ইন্দ্রধনু সৃষ্টি করিয়া জলাধারে পড়িত।

গত রাত্রিতে প্রভাত তাজমহলের ইতিহাস—সাহজাহানের ও তাঁহার প্রেয়সীর ইতিহাস বিবৃত করিয়াছিল; আজ সে তাজে যে শিল্পের বিকাশ তাহারই স্বরূপ বুঝাইতে লাগিল। ভূপতির মনে হইল, পুত্র পিতার বিদ্যা উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করিয়াছে। তাঁহার মনে হইল, অমরনাথ বলিতেন, যাহারা পড়ে কিন্তু বুঝে না, তাহারা ভুক্তদ্রব্য জীর্ণ করিতে পারে না; তাই তাহারা বুঝাইবার সময় জটিল বিষয় সরল না করিয়া আরও জটিল করিয়া তুলে। যে সব বিষয় সত্য সত্যই জটিল সে সব বিষয়ও প্রভাত সরল করিয়া বুঝাইয়া দিতেছিল। শুনিতে আনন্দ হয়।

শিল্পের কথা বলিতে বলিতে—শিল্পকার্য্য দেখাইবার সময় প্রভাতের দৃষ্টি একাধিকবার পুষ্পের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিল। প্রায় প্রত্যেকবারই উভয়ের দৃষ্টি মিলিত হইয়াছিল।

তাজমহল দেখিয়া সকলে ইতমুদ্দৌলা দেখিতে গমন করিলেন এবং সন্ধ্যার পরই গৃহে ফিরিলেন।

রাত্রিতে আহার করিতে করিতে প্রভাত বলিল, "এই জন্যই আর সব প্রদেশের লোক বলে—বাঙ্গালীর মত খেতে আর কেউ জানে না।"

ভূপতি বলিলেন, "কতকটা ঠিক।"

পুষ্প চা প্রস্তুত করিতে লাগিল। আজ সে একখানা মাদ্রাজী শাড়ী পরিয়াছিল—আর পথে ধূলা বলিয়া একখানা ফিরোজা রংএর রেশমী চাদর গায় দিয়া আসিয়াছিল। সে বারান্দায় যে স্থানে দাঁড়াইয়া চা প্রস্তুত করিতেছিল—হেমন্তের প্রভাত-রৌদ্রের একখণ্ড তথায় তাহার পদের উপর পড়িয়াছিল।

যাত্রাপথে চালকের পার্শ্বে উপবিষ্ট প্রভাত পথের ধারে গৃহাদির পরিচয় দিতে লাগিল। মোটরের ভিতরে গদীতে বসিয়াছিলেন ভূপতি, সুহাসিনী ও নির্ম্মলা; আর তাঁহাদের সম্মুখে আসনদ্বয়ে উমানাথ ও পুষ্প। প্রভাতকে বার বার মুখ ফিরাইয়া গৃহাদির পরিচয় দিতে হইল—বার বারই সে পুষ্পকে কৌতূহল সহকারে তাহার কথা শুনিবার ভঙ্গীতে দেখিতে পাইল।

ফতেপুর সিক্রীতে প্রভাত মহলগুলির ইতিহাস বিবৃত করিতে লাগিল। ফতেপুর সিক্রী আকবরের রচনা—এইস্থানে সাধুর আশীর্ব্বাদে পুত্রলাভ করিয়াছেন মনে করিয়া তিনি সাধুর সান্নিধ্য লাভের আশায় এই রাজধানী রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু এই রাজধানীতে তিনি অধিক দিন ছিলেন না—আগ্রায় ফিরিয়া গিয়াছিলেন। হয় জলাভাব, নহে ত সাধুর রাজধানীর কোলাহলে অপ্রীতিহেতু তিনি সে কায করিয়াছিলেন।

"তুর্কী সুলতানার" সূক্ষ্ম কারুকার্য্যখচিত কক্ষ দেখিয়া সকলে স্নানাগার দেখিতে গমন করিলেন। যে স্থান হইতে তাঁহারা আবার গৃহ-বেদীতে উঠিবেন, সে স্থানে একটি সোপান ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। সেই স্থানে আসিয়াই সুহাসিনী বলিলেন, "ও গো মা গো—উঠব কেমন করে?" ভূপতি দাঁড়াইয়া হাসিতে লাগিলেন। প্রভাত ক্ষিপ্রতাসহকারে লাফাইয়া বেদীর উপর উঠিল এবং বলিল, "হাতটা ধরলে উঠ্‌তে পারবেন, মা!" উমানাথ তাহার অনুসরণ করিয়াছিল। উভয়ে বেদীর উপর হইতে

হাত বাড়াইয়া দিল। সুহাসিনী পুত্রের প্রসারিত হস্ত ধরিয়া ভগ্ন সোপানের অবশিষ্ট অংশে চরণের ভর দিয়া উঠিবার আয়োজন করিলেন। নির্ম্মলা দাদার হাত ধরিয়া সহজেই উঠিল। তখনও সুহাসিনী উঠেন নাই। নির্ম্মলা উঠিয়া আসিয়াছে—পুষ্পের জন্য হাত বাড়াইয়া না দিলে অশিষ্টতা হয়; কাযেই প্রভাতকে আবার হাত বাড়াইয়া দিতে হইল. আর প্রত্যাখ্যান করা যায় না বলিয়া পুষ্প নতদৃষ্টি হইয়া সঙ্কোচ সহকারে তাহার হস্ত গ্রহণ করিয়া উঠিয়া আসিল। তাহার মুখে রক্তাভা ছড়াইয়া পড়িল। প্রভাতের মনে হইল, তাহার করধৃত কর কম্পিত হইতেছিল। সুহাসিনীর উত্থানপর্ব্ব শেষ হইলে ভূপতি বলিলেন, "আমাকে আর ধরতে হ'বে না।" বলিয়া তিনি একটু চেষ্টা করিয়া উঠিয়া আসিলেন।

ফতেপুর সিক্রী দেখিয়া সকলে যখন গৃহে ফিরিলেন, তখন মথুরা হইতে টেলিগ্রাম আসিয়াছে—বাসা পাওয়া যাইবে।

অপরাহ্নে সকলে সিকান্দ্রা দেখিতে যাইলেন। আকবরের শব তথায় সমাহিত। সমাধিসৌধের গঠনে হিন্দু স্থাপত্যের প্রভাব সপ্রকাশ।

তাজমহল দেখিলে মনে হয়, মৃত্যু তাহার ভীতি ত্যাগ করিয়া সৌন্দর্য্যে স্নিগ্ধ ও মধুর হইয়াছে। তাজমহলের প্রাচীর দেখিলে মনে হয়, যেন সুন্দরীর পুষ্পাঙ্কিত—মণিখচিত মসলিনের বেশ—তাহার মধ্যে কি সৌন্দর্য্যই বিরাজিত! আকবরের সমাধিসৌধ সেরূপ নহে। তাহার অন্ধকার গর্ভগৃহে প্রবেশ করিলে মনে হয়, মৃত্যুর অন্ধকার রাজ্যে উপনীত হইয়াছি।

তাই সেই গর্ভগৃহ হইতে বাহির হইয়া সুহাসিনী বলিলেন, "তাজমহল দেখলে মনে হয় না, কবর; আর এটায় গা যেন ছম্ ছম্ করে।"

প্রভাত বলিল, "তা'ই বটে।"

সন্ধ্যার আলোকে আর একবার তাজমহল দেখিয়া সকলে গৃহে ফিরিলেন।

ভূপতি বলিলেন, "আগ্রা দেখা শেষ হ'ল, এখন মথুরায় যাবার গাড়ী কখন দেখা যা'ক।"

প্রভাত বলিল, "কাল ত আগ্রার পাতরের জিনিষ—শিংএর জিনিষ কিনবেন? যদি তাড়া থাকে, কাল রাত্তিরেও যেতে পারেন। রাত্তিরে গিয়ে ঘুমিয়ে সকালে মথুরা দেখবেন, সন্ধ্যায় যমুনার আরতি দেখে পর-দিন সকালে বৃন্দাবনে যেতে পারবেন।"

সুহাসিনী প্রভাতকে বলিলেন, "বাবা, তুমি সঙ্গে চল। তোমার মত যত্ন করে কেউ দেখাতে পারবে না।"

"আমার যাওয়া—"

প্রভাতের কথা শেষ না হইতেই নির্ম্মলা বলিল, "কেন, দাদা পরশু ত রবিবার।"

"বড্ড ধরেছে"—বলিয়া প্রভাত হাসিল।

স্থির হইল, আগ্রায় অধিকাংশ জিনিষ রাখিয়া সকলে মথুরায় যাইবেন এবং ফিরিবার সময় মথুরা হইতে মোটরে আগ্রায় আসিয়া ট্রেণ ধরিবেন।

৭

মথুরায় পৌঁছিয়া প্রভাত বলিল, "এখন মোটর হয়েছে ; যদি শ্যামকুণ্ড রাধাকুণ্ড আর গোবর্দ্ধন দেখতে চা'ন, তবে ভোরে বেরিয়ে বেলা এগারটার মধ্যে ফেরা যায়। ফিরে এসে যমুনা-স্নান করতে পারবেন— তবে যমুনায় যে কচ্ছপ! তা'র পর সন্ধ্যায় আরতি ও মন্দির ক'টিতে দেবদর্শন করলেই হ'বে। এখানে আর দেখবার জিনিষ পুরাবস্তু-সংগ্রহ, কিন্তু সে ত ভাল লাগবে না।"

ভূপতি হাসিয়া বলিলেন, "তুমি যখন সব সন্ধান দিচ্ছ, তখন তোমাকেই সব ব্যবস্থা করতে হ'বে।"

"ব্যবস্থা কিছু নয় ; কেবল মোটর ঠিক করা।"

সেই ব্যবস্থাই হইল এবং সকলে শ্যামকুণ্ড রাধাকুণ্ড ও গোবর্দ্ধন দেখিয়া যমুনাকূলে আসিলেন। যমুনায় কচ্ছপের বাহুল্য দেখিয়া নির্ম্মলা বলিল, "দাদা ত ঠিক বলেছিলেন!"

পুষ্প বলিল, "আমি জলে নামতে পারব না।"

সুহাসিনী বলিলেন, "তোরা জল পরশ করে নে। কিন্তু আমি কি করি?"

ভূপতি বলিলেন, "তুমিও কেন, তা'ই কর না?"

"ও মা! সে কি হয়? মথুরায় এসে যমুনায় ডুব দেব না?"

পাণ্ডা উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলিলেন, "সে কি কখনো হ'তে পারবে?"

শেষে সুহাসিনী স্নান করিলেন। ভূপতি বলিলেন, "তবে আমিও চান-টা করে নিই।"

প্রভাতও স্নান করিতে নামিল এবং একখানা লাঠি লইয়া কচ্ছপগুলাকে সরাইয়া দিতে লাগিল।

মধ্যাহ্নে প্রভাত বলিল, "আমি একবার এখানকার মিউজিয়মটা দেখে আসি।" উমানাথ বলিল, "আমিও যাব।"

তাহারা দুই জনে বাহির হইয়া গেল।

সুহাসিনী বলিলেন, "বৃন্দাবনে ছেলেটি যদি যেত বড় ভাল হ'ত। এমন গোছ ব্যবস্থা করে সব দেখায়! বিরক্তি নেই—হাসিমুখে সব করে।"

ভূপতি বলিলেন, "তুমি বলেছ বলে মথুরা অবধি এসেছে। আর বৃন্দাবনে যেতে বলা ভাল দেখায় না। কাব কামাই হ'বে।"

"তা' বটে। চমৎকার ছেলে।"

ভূপতি নির্ম্মলাকে বলিলেন, "বৌমা, ভাগ্যিস এসেছিলে—তাই ভাই পেয়ে গেলে।"

সুহাসিনী বলিলেন, "ভাইয়ের মত ভাই। আহা বেহান দেখে কত আনন্দ করবেন—বুকজুড়ান ছেলে। তা' এতদিন কোন সন্ধান পা'ন নি।"

"সে একটা অদ্ভুত ব্যাপার! সে সব তোমাদের এক দিন বলব। আর বেহানও হয়ত কিছু জানেন।"

"প্রভাত বলেছে, ভাইফোঁটার সময় কলকাতায় যা'বে। তখন ত বেহানকে আন্‌তে হ'বে; তখনই সব জানা যা'বে।"

"আমরা গিয়েই তাঁ'কে আনাব। বৌমার ত আর এখন যাওয়া হ'বে না। ভাইকে নেমতন্ন করেছেন—তা'র যোগাড় করতে হ'বে না?"

নির্ম্মলা জিজ্ঞাসা করিল, "কি আয়োজন, বাবা?"

ভূপতি হাসিয়া উঠিলেন।

পুষ্প বলিল, "তুমি বুঝি বাবার ঠাট্টাও বুঝতে পার না, বৌদিদি?"

ভূপতি বলিলেন, "খাবার করতে হ'বে। অবশ্য এত খাবার করবে যে, আমরাও খা'ব।"

নির্ম্মলা বলিল, "আপনি ত পিসীমা'র বাড়ীতে খাবেন।"

"তা' খা'ব, মা। দিদি যত দিন আছেন, তত দিন তা' না হ'লে তিনি দুঃখিত হ'বেন। এখন দু'বেলা খেতে যেতে পারি না—তা'তেও তিনি দুঃখিত হ'ন।"

তিনি সুহাসিনীকে বলিলেন, "বৃন্দাবনে কি কি দেখতে হ'বে—কোথা থেকে কোথায় গেলে সুবিধা হবে, সে সব প্রভাত লিখে দিয়েছে। আমি বলেছি, ও সব উমানাথকে বুঝিয়ে দাও।"

"সঙ্গে গেলে বড়ই ভাল হ'ত।"

প্রভাত ফিরিয়া আসিলে সুহাসিনী বলিলেন, "বাবা, তুমি যদি বৃন্দাবনটা এমনই করে দেখিয়ে আন্‌তে, তবে আর কোন অসুবিধা হ'ত না।"

প্রভাত বলিল, "আপনি দেখবেন, সেখানে এত বানর আছে যে, আমার অভাব মোটেই বুঝতে পারবেন না।"

ভূপতি হাসিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন, "তুমি যে যত্ন করছ, তা' তুমি অমরনাথের ছেলে না হ'লে আমি আর কারও কাছ থেকে নিতে পারতুম না।"

প্রভাত বলিল, "বাবার বন্ধুর কোন কাযে যে লেগেছি, তা'তেই আমি আপনাকে ধন্য মনে করছি। তাঁ'র ছেলে হ'য়ে আমি তাঁ'র কোন কাযে লাগি নি; কেবল আমার জন্য তাঁ'কে দুর্ভাবনাগ্রস্ত করেছি। তাঁ'র কত কথা আপনার সঙ্গে ঘটনাক্রমে দেখা না হ'লে আমি জানতেই পারতাম না।"

"আমার ইচ্ছা হচ্ছে, তোমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাই। তা' হ'ল না; কিন্তু যদি পারি, তবে তোমাকে কলকাতায় টেনে নিয়ে যা'ব।"

"আপনি বল্‌লেই আমি চলে যা'ব। আর আমি ত ভাইফোঁটার সময় যা'বই; সেই সময় মা'কে দেখব। আচ্ছা আপনার কি মনে হয়, আমি তাঁ'কে আনতে পারব?"

"কেন পারবে না? তোমাকে আর এমন করে থাক্‌তে আমি দেব না। তোমাকে আমরা সংসারী করব—সেটা আমার কর্ত্তব্য।"

সুহাসিনী বলিলেন, "আসুন, বেহান—আমি তাঁ'কে বলব, আর দেরী করা হ'বে না।"

কথাটায় প্রভাতের মুখ পাংশুবর্ণ হইয়া গেল—যেন তাহার মুখ হইতে রক্ত সরিয়া গেল। ভূপতি ও সুহাসিনী তাহা লক্ষ্য করিলেন কি না বলিতে পারি না; তবে নির্ম্মলা তাহা লক্ষ্য করিল এবং তাহা দেখাইবার জন্য পুষ্পের দিকে চাহিয়া দেখিল—পুষ্প, বোধ হয়, তাহাই লক্ষ্য করিতেছে। সেই দিনই পরে নির্ম্মলা যখন পুষ্পকে বলিয়াছিল, "তুমি দেখলে, বিয়ের কথায় দাদার মুখ কেমন ফেকাশে হ'য়ে গেল?"—তখন পুষ্প বলিল, "কেন, বল ত?" নির্ম্মলা তাহার কোন উত্তর দিতে পারিল না।

সন্ধ্যার পূর্ব্বে সকলে বাহির হইলেন—কয়টি মন্দিরে দেবদর্শন করিয়া সকলে বিশ্রামঘাটে উপনীত হইলেন। মধ্যাহ্নে স্নানের সময় যে ঘাটে জনতা ছিল না, সে ঘাট তখন জনপূর্ণ হইতেছে। সন্ধ্যা যত হইয়া আসিতে লাগিল—জনতাও তত বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। শেষে এমন দাঁড়াইল যে, স্থান পাওয়া ও লব্ধস্থান অধিকৃত রাখা দুষ্কর হইয়া উঠিল। ভূপতি বলিলেন, "এমন জায়গায় মানুষ আসে!" সুহাসিনী বিপুলাঙ্গিনী: তিনি ঘামিতে লাগিলেন। প্রভাত উমানাথকে বলিল, "জানেন ত

'জোর যা'র মুলুক তা'র'। সেটা এ আরত্রিকের স্ত্রীলোকরাও কেমন বুঝে, তা' তা'দের ধাক্কাতেই বুঝতে পারছেন—আবার গালাগালিও দেয়। আসুন, আমার হাত ধরুন—আমরা দু'জনে দৃঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে এঁদের ধাক্কা থেকে রক্ষা করি।" উমানাথ তাহাই করিল। তখন ধাক্কা হইতে অব্যাহতিলাভ করিয়া সুহাসিনী বলিলেন, "বাঁচলুম!"

আরতি শেষ হইয়া গেল। পুরোহিত "পঞ্চপ্রদীপ" নামাইলে দীপ-শিখার স্পর্শলাভের জন্য হুড়াহুড়ি পড়িয়া গেল। তখনও প্রভাতের জন্য সুহাসিনী প্রভৃতিকে ধাক্কা সহ্য করিতে হইল না।

ঘাট হইতে রাস্তায় যথায় মোটর দাঁড়াইয়া ছিল, তথায় আসিবার পথ অন্ধকার। সেই প্রস্তরাস্তৃত পথে কোন পিচ্ছিল বস্তুর উপর পদক্ষেপে সুহাসিনী পড়িয়া যাইবার মত হইলেন। উমানাথ তাড়াতাড়ি তাঁহাকে ধরিয়া বলিল, "মা, তুমি আমাকে ধরে চল।" তিনি তাহাই করিলেন। নির্ম্মলার জন্য সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন, স্মরণ করিয়া ভূপতি তাহাকে বলিলেন, "বৌমা, তুমি আমার হাত ধর।" প্রভাত বিপন্ন হইল—সে কি করিবে? শেষে সে সাহস করিয়া পুষ্পকে জিজ্ঞাসা করিল, "হাতটা ধরবার দরকার হ'বে কি?"

হাত ধরিবার কোন প্রয়োজন পুষ্প অনুভব করিতেছিল না বটে, কিন্তু তবুও সে কি ভাবিয়া হাত বাড়াইয়া দিল। প্রভাত সেই হাত ধরিল। এবার তাহার হাতই কাঁপিল।

অল্প দূর যাইয়াই সকলে বড় রাস্তায় উঠিলেন। মোটর তথায় উপস্থিত ছিল।

সে রাত্রিতে শয্যায় শয়ন করিয়া প্রভাত ভাবিতে লাগিল, সে যেন অদৃষ্টের স্রোতে শৈবালের মত ভাসিয়া যাইতেছে। সে স্রোতঃ তাহাকে কোথায় লইয়া যাইবে? এ কি তাহার স্বখাত-সলিল? তাহাও কি কখন হয়?

প্রভাতের ব্যবস্থানুসারে পরদিন প্রভাতেই দুইখানি মোটর গাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইল; একখানি বৃন্দাবনযাত্রীদিগকে লইয়া যাইবে, দ্বিতীয় খানিতে সে আগ্রায় ফিরিয়া যাইবে—তাহার বৈচিত্র্যবিহীন শুষ্ক কর্ম্মজীবনে ফিরিবে। কিন্তু এবার সে সেই বৈচিত্র্যবিহীন জীবনে কি স্বপ্ন লইয়া যাইতেছে?

সেদিনও পুষ্প সকলের জন্য চা প্রস্তুত করিল। তাহার পর যাত্রার আয়োজন।

বৃন্দাবনযাত্রীদিগকে মোটরে তুলিয়া দিয়া প্রভাত তাঁহাদিগের নিকট বিদায় লইল। সে ভূপতিকে ও সুহাসিনীকে প্রণাম করিল;—উমানাথকে নমস্কার করিল; নির্ম্মলার প্রণাম লইয়া বলিল, "কি কি দেখবার আছে, তা'র ফর্দ্দ আমি উমানাথ বাবুর কাছে দিয়ে দিয়েছি।" অবশিষ্ট রহিল পুষ্প। তাহাকে প্রভাত কি বলিবে? তবে বিদায়কালে প্রভাতের দৃষ্টি একবার তাহার মুখে পতিত হইল—যেন তথা হইতে আসিতে চাহিতেছিল না। তাহার সেই দৃষ্টিতে পুষ্প কি কোন অর্থ পাইয়াছিল?

পূর্ব্বদিন সন্ধ্যায় ভৃত্যদিগকে বৃন্দাবনে পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছিল; তাহারা সব গুছাইয়া রাখিবে। কাযেই তথায় যাইয়া যাত্রীদিগের কোন অসুবিধার সম্ভাবনা ছিল না; সে সব ব্যবস্থাও প্রভাত করিয়াছিল।

মোটর চলিয়া গেল। প্রভাত কিছুক্ষণ সেইদিকে চাহিয়া রহিল; তাহার পর যাইয়া আপনার মোটরে উঠিল।

ভূপতি সুহাসিনীকে বলিলেন, "ছেলেটি ক'দিন এমন কাছে কাছে ছিল যে, আজ এখনই তা'র অভাব অনুভব করা যাচ্ছে।"

সুহাসিনী বলিলেন, "দেখলেই মায়া হয়—যেন কত আপনার—কত দিনের সম্বন্ধ।"

"আমার পক্ষে ওর সঙ্গে সম্বন্ধ অনেক দিনেরই বটে ; ও আমার আপনারও বটে।"

"নতুন চাকরীতে ঢুকেছে।"

"হাঁ। তবে এ কথা আমি ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারি, ও যে কাযেই যা'বে তা'তেই বড় হ'বে।"

"তা'ই হ'ক।"

"দেখতে যেমন বাপের মত হয়েছে ; তেমনই বাপের বুদ্ধি, বিনয় ও স্বভাব পেয়েছে বলেই মনে হচ্ছে।"

বৃন্দাবনে পৌঁছিয়াই ভূপতি ও সুহাসিনী প্রভাতের অভাব বিশেষভাবে অনুভব করিতে লাগিলেন। ব্রজবাসীদিগের "আক্রমণ" হইতে রক্ষা হইতে সব ব্যবস্থা, সবই যখন ভূপতিকে করিতে হইতে লাগিল, তখন তিনি বলিলেন, "প্রভাত যেন কাঙ্গালকে শাকের ক্ষেত দেখিয়েছিল। আগ্রায় পৌঁছিবার পর হ'তে এক দিনও কোন হাঙ্গামা পোহা'তে হয় নি। যেন দেখা ছাড়া আমাদের আর কোন কাযই ছিল না। সব ব্যবস্থা সে করেছিল এবং এমন চমৎকার করেছিল !"

গোবিন্দ, গোপীনাথ, মদনমোহনের পুরাতন মন্দিরগুলির ইতিহাস, কেন সেগুলি পরিত্যক্ত হইাছিল—সে সব কথা জানিবার জন্য সকলেরই কৌতূহল হয়। কিন্তু ঔরঙ্গজেব বাদশাহ সেগুলি অপবিত্র করিয়াছিলেন—ব্রজবাসীদিগের মুখে কিম্বদন্তীর এই অংশটুকু শুনিয়াই সকলকে সন্তুষ্ট থাকিতে হইল। তাহার অধিক কিছু ভূপতিও জানিতেন না, উমানাথও বলিতে পারিল না। আগ্রায় দৃষ্ট প্রত্যেক গৃহের ইতিহাস ও কিম্বদন্তী প্রভাত কিরূপে বিবৃত করিয়াছিল, তাহা সকলেরই মনে পড়িতে লাগিল। তাহাই মনে করিয়া নির্ম্মলা একবার পুষ্পকে বলিল, "দাদা সঙ্গে এলে বড়ই ভাল হ'ত।"

পুষ্প কেবল বলিল, "হুঁ।"

নির্ম্মলা বলিল, "এখন মনে হচ্ছে, দাদাকে জিদ করে সঙ্গে আসতে বল্‌লে ভাল হ'ত।"

পুষ্প আবার বলিল, "হুঁ।" সে যেন কি ভাবিতেছিল—তাহার মন অন্য কোথাও ছিল। কোথায় ছিল কে বলিবে?

যমুনাস্নানকালে মথুরার মত বৃন্দাবনেও কচ্ছপের বাহুল্যে ভীতা সুহাসিনী বলিলেন, "মথুরায় প্রভাতের কল্যাণে বেশ চান করতে পেরেছিলুম—এখানে আর তা' হ'ল না।" তিনি কোনরূপে একবার বসিয়া দেহটা ডুবাইবার চেষ্টা করিয়াই চলিয়া আসিলেন।

দেখিয়া ভূপতি হাসিয়া বলিলেন, "এবার যখন কোথাও যেতে চাইবে, বৌমা'কে বলবে, ওঁর দাদাকে সঙ্গে দেবার ব্যবস্থা করবেন। প্রভাতের উপর আমার অধিকার ও অমরনাথের ছেলে বলে। সেটা হ'ল স্নেহের অধিকার। তোমার অধিকার আরও জবর—তোমার বৌমা'র দাদা।"

সুহাসিনী বলিলেন, "কেন, আমার অধিকারটা জবর কেন?"

"বৌমা তোমার ভয়ে দাদাকে সঙ্গে দেবেন।"

"আমাকে বুঝি বৌমা ভয় করেন?"

ভূপতি হাসিয়া বলিলেন, "তা' করবেন না? তুমি [illegible] শাশুড়ী।"

"তুমি বুঝি মনে কর, আমি—"

কথাটা শেষ করিতে না দিয়া ভূপতি বলিলে, "আমি কিছু মনে করি না। এখন বল—কোথায় যা'বে।"

ভূপতি ইহার পূর্ব্বে বহুবার আফিসের কাযে বাহিরে গিয়াছেন। তিনি একাই গিয়াছেন; হোটেলে উঠিয়াছেন; কোন ঝঞ্ঝাট সহ্য করিতে হয় নাই। সুহাসিনী একবার তীর্থভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন; কিন্তু ভূপতির সঙ্গে নহে; ননদের সঙ্গে। মেয়েদের সঙ্গে আনিয়া তীর্থ দেখান

কত সতর্কতাসাধ্য তাহা ভূপতি এইবার বুঝিতেছিলেন। আর স্বামি-পুত্রাদি সঙ্গে থাকিলে তাঁহাদিগের সুবিধার জন্য কত বিব্রত হইতে হয়, তাহা সুহাসিনী এবার বুঝিতেছিলেন। মধ্যে কয়দিন কেবল প্রভাত তাঁহাদিগকে সে সব বুঝিবার অবসর দেয় নাই। তাই সেই কয়দিনের পর সকলেই প্রভাতের অভাব বিশেষ অনুভব করিতেছিলেন। এ কয়দিন সকালে, বৈকালে, সন্ধ্যায় সে যেভাবে হাসিমুখে তাঁহাদিগের সেবা করিয়াছে, তাহাতে সকলেরই মনে হইয়াছে, যেন সেবা করিয়াই সে পরম আনন্দলাভ করিয়াছে। তাহার সেবার অপেক্ষাও যেন তাহার সেবার আগ্রহ সকলকে অধিক প্রীত করিয়াছে—তাহার প্রতি আকৃষ্ট করিয়াছে।

সন্ধ্যায় গোবিন্দজীর মন্দিরে আরতি দেখিবার সময় সকলেরই মনে হইল, মথুরায় বিশ্রামঘাটে সে কিরূপ সুবিধা করিয়া সকলকে যমুনার আরতি দেখাইয়াছিল—কিরূপ যত্নে সকলকে অন্ধকার পথ অতিক্রম করাইয়া আনিয়াছিল। সে কথা পুষ্পেরও বার বার মনে হইতেছিল। সপ্তাহমাত্র পূর্ব্বে যাহার অস্তিত্বও কেহ অবগত ছিলেন না—কয় দিনের মধ্যে সে আপনার গুণে এমন আপনার হইয়াছে যে, সে যেন কত দিনের পরিচিত—কত আপনার! তাহাকে পাইয়া ভূপতির আনন্দের বিশেষ কারণ ছিল। সে তাঁহার বাল্যবন্ধুর নিদর্শন—যাঁহার স্মৃতি তাঁহার এতই প্রিয় যে, তিনি তাঁহার কন্যাকে পুত্রবধূ করিয়া আনিয়াছেন, প্রভাত তাঁহারই পুত্র। তাহার পর তাহার ব্যবহার তাঁহাকে পদে পদে তাহার পিতার কথাই স্মরণ করাইয়াছে। তাহাকে যেন আরও আপনার করিতে পারিলে তিনি সুখী হইতে পারেন।

বাস্তবিক প্রভাতের অভাবে সুহাসিনীরও তীর্থদর্শনের তৃপ্তি হইল বটে, কিন্তু বৃন্দাবন দর্শনের আনন্দ হইল না। তিনি নির্ম্মলাকে বলিলেন,

তীর্থের ফল

"বৌমা, তোমার ভাইটি বড় দুষ্টু, এমন যত্ন করে আগ্রা আর মথুরা দেখালে—আর বৃন্দাবনেই সঙ্গে এল না !"

নির্ম্মলা বলিল, "মা, দাদার যে চাকরীতে যেতে হ'ল। নইলে তিনি সঙ্গে আসতেন। তাঁ'র যাওয়া দরকার বলেই বাবা আর তাঁ'কে থাকতে বললেন না।"

"তা' ত জানি ; কিন্তু আমাদের কত অসুবিধা হ'ল !"

নির্ম্মলা হাসিল।

সুহাসিনী বলিলেন, "ওর যত্ন নিয়েই থাকলুম—কিছুই দেওয়া হ'ল না।"

নির্ম্মলা বলিল, "সে জন্য আপনি অত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন, মা ?"

"ব্যস্ত হ'ব না ?—তীর্থস্থানে এসে ওর বাড়ীতে থাকলুম, ওর এত সেবা নিলুম !"

ভূপতি বলিলেন, "কি দেবে ?"

"তা'ই ত ভাবছি, এমন ছেলে যে বে'ও করে নি যে, বৌকে কিছু দেব।"

ভূপতি হাসিয়া বলিলেন, "দেখলে, বৌমা, তোমার দাদার কি অন্যায় ? আমরা কিছু দেব সে সুবিধাও করে নি !"

৮

[illegible]আয় [illegible]রিয়া প্রভাতের মনে হইতে লাগিল—গৃহের শূন্যতা যেন তাহাকে [illegible] করিতেছে। সে আপনার অবস্থায় আপনি হাসিল—যে শৈশবে মাতৃহীন, বাল্যকালের পূর্ব্বেই পিতার অঙ্কচ্যুত, তাহার আপনার বলিতে কেহ নাই—এই বিশ্বাস লইয়াই যে জীবন কাটাইয়াছে, সে আজ তাহার অভ্যস্ত শূন্যতায় পীড়িত হইতেছে! এই গৃহেই ত সে কয় মাস কাটাইয়াছে—কখন গৃহের শূন্যতা অনুভব করে নাই। সে সঙ্কল্প করিল, এমনভাবে আপনার উপর অর্থাৎ আপনার মনের উপর আপনার প্রভুত্ব নষ্ট হইতে দিবে না। এই সঙ্কল্প করিয়া সে আপনার কাযে মন দিল—পূর্ব্ববৎ নিয়মে কায করিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু একই চিন্তা বার বার তাহার মনে উদিত হইয়া তাহাকে বুঝাইয়া দিতে লাগিল—তাহার মনের উপর তাহার আর পূর্ব্বের অধিকার নাই।

সে মনে করিল, ভ্রাতৃদ্বিতীয়ায় কলিকাতায় যাইতে স্বীকৃত হইয়া সে ভাল করে নাই। স্বপ্ন লইয়া জীবন যাপন করা সঙ্গত নহে। যাহা ভুলিতে হইবে, তাহা যত শীঘ্র ভুলিতে পারা যায়, ততই ভাল।

এবার ভূপতি প্রভৃতি যে দিন আসিবেন, সেই দিনই আবার যাত্রা করিবেন। সুতরাং তাঁহাদিগের জন্য গৃহসজ্জার যেরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছিল, তাহার আর কোন সার্থকতা নাই। সে আবার তাহার গৃহ পূর্ব্ববৎ সাজাইতে পারে। কিন্তু তথাপি সে তাহা করিল না। সে মনকে বুঝাইল, যদি কোন কারণে তাঁহাদিগকে এক দিন থাকিতে হয়, তবে ত আবার ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু

তাহার মনে হইতেছিল, এইরূপ সজ্জার সঙ্গে যে স্মৃতি জড়িত আছে, তাহা যতক্ষণ রাখা যায়, ততক্ষণ সে রাখিবে। ফুল শুকাইয়া যাইলেও তাহার সৌরভের অবশেষ কক্ষে থাকে ; গান শেষ হইয়া যাইলেও তাহার সুরের রেশ যেন শ্রবণে লাগিয়া থাকে। এও তেমনই।

যথানিয়মে অফিসের কায শেষ করিয়া প্রভাত গৃহে ফিরিল। বাগানের সখ সে পুষ্ট করিয়াছিল—যাহাদের রুচি সৌন্দর্য্যের পক্ষপাতী, তাহারা প্রায়ই এই সখ পুষ্ট করে। কয়দিন সে বাগান ভাল করিয়া দেখিতে পারে নাই। আজ বাগানে যাইয়া গাছ দেখিতে লাগিল। ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল, পাতরের জিনিষওয়ালা আসিয়াছে। সে গৃহে যাইয়া দেখিল, ভূপতি প্রভৃতি পাতরের যে সব জিনিষ কিনিবার জন্য পসন্দ করিয়া আসিয়াছিলেন, পাতরওয়ালা সে সব তাহার উপদেশানুসারে বাক্সে তূলা দিয়া সাজাইয়া আনিয়াছে, সেগুলি লইয়া যাইতে ভাঙ্গিবে না। বাক্স কয়টা গাড়ী হইতে নামান হইলে পাতরওয়ালার লোক ফর্দ-খানি তাহাকে দিয়া গেল। সে চলিয়া যাইতেছে এমন সময় প্রভাত তাঁহাকে ডাকাইয়া ফিরাইল। তাহার মনে হইল, নির্ম্মলাকে সে কোন দ্রব্যই দেয় নাই। সে পাতরওয়ালার লোককে সঙ্গে লইয়া তাহার কারখানায় গেল এবং নির্ম্মলার জন্য কতকগুলি জিনিষ কিনিল। নির্ম্মলা যাহাতে ভূপতিকে, সুহাসিনীকে, ভূপতির দিদিকে, তাহার দেবর-দিগকে ও যা'কে, তাহার মাতাকে ও পুষ্পকে উপহার দিতে পারে—এমন সব দ্রব্য সে কিনিল ; সঙ্গে সঙ্গে উমানাথ ও নির্ম্মলার জন্য ও তাহার মাতার জন্যও জিনিষ কিনিল। জিনিষ সবই বাছাই করা। তাহার মধ্যে পুষ্পের জন্য উদ্দিষ্ট উপহার যদি অত্যধিক মূল্যের হইয়া থাকে, তবে সে হয়ত ঘটনাক্রমেই হইয়াছিল। কোন জিনিষ কাহার জন্য উদ্দিষ্ট তাহা লিখিয়া—টিকিট আঁটিয়া সে জিনিষগুলি ভাল করিয়া বাক্সে

সাজাইয়া দিবার জন্য উপদেশ দিয়া যখন গৃহে ফিরিয়া গেল, তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে; দুই জন বাঙ্গালী ভদ্রলোক তাহার সন্ধানে আসিয়া তাহাকে না পাইয়া ফিরিয়া যাইতেছেন। দুই জনের মধ্যে এক জন ভূপতির আফিসের কর্ম্মচারী; তিনিই তাহাকে ভূপতির আগমন-সংবাদ দিয়াছিলেন। প্রভাত পথ হইতে তাঁহাদিগকে ফিরাইয়া লইয়া গেল।

ভূপতির আফিসের কর্ম্মচারী বলিলেন, "ক'দিন আপনার খুবই বেগার খাটা হ'ল। আচ্ছা ভার আপনার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছিলাম!"

প্রভাত বলিল, "কিন্তু ভারটা বইতে পেয়ে বড় তৃপ্তি আর আনন্দ হ'ল।"

দ্বিতীয় ব্যক্তি "কেন—" বলিয়া একটু রসিকতা করিবার পূর্ব্বেই প্রভাত বলিল, "ভূপতিবাবু বাবার বাল্যবন্ধু—তাঁ'র ভাইয়ের মত। তাই ওঁর সেবা করতে পেয়ে আমিই ধন্য হয়েছি।"

সে আরও বলিতে যাইতেছিল—ভূপতিবাবুর পুত্রবধূ তাহার ভগিনী; কিন্তু সহসা তাহার মনে হইল, সে কথা বলিলে নানারূপ প্রশ্ন হইবে—সে ভগিনীকে চিনিত না, তাহার সংবাদ জানিত না—এ সব হয় ত লোক বিশ্বাসই করিতে চাহিবে না।

তাই সে আর সে কথা বলিল না।

কর্ম্মচারী যুবক জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাঁদের কোথায় ছেড়ে এলেন?"

প্রভাত বলিলেন, "মথুরায়। তাঁ'রা বৃন্দাবনে গেলেন।"

"কাল আসবেন?"

"হাঁ—এসে কালই চলে যা'বেন।"

দ্বিতীয় যুবক কর্ম্মচারীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আফিস দেখা হয়েছে?"

কর্ম্মচারী যুবক উত্তর করিলেন, "হাঁ। আমি খাতাপত্র এনেছিলাম। লোকটি অসাধারণ বুদ্ধিমান, আর কাযে এমন অভ্যস্ত যে, কোথায় ক্রটি

থাকবার সম্ভাবনা তা' জানেন বলে, চট করে সব দেখে নিতে পারেন। দেখে যা' বলবার ছিল, বলে গেছেন।"

প্রভাত জিজ্ঞাসা করিল, "কাল কি আবার তাঁ'র সঙ্গে দেখা করতে আসবেন?"

"নিশ্চয়। একে মনিব, তা'তে কাযে বড় কড়া; কাযে ত্রুটি কিছুতেই সহ্য করেন না।"

"সে একটা গুণ।"

"তা' বটে; কিন্তু লোককে আদর আপ্যায়নে এত ব্যাকুল যে যা'রা ওঁর সঙ্গে কায না করেছে, তা'রা কায সম্বন্ধে ওঁর কঠোরতা বিশ্বাস করতেই পারবে না।"

দ্বিতীয় যুবক বলিলেন, "ঐ গুণেই ছোট থেকে বড় হ'তে পেরেছেন।"

"তা'তে আর সন্দেহ আছে?"

কিছুক্ষণ কথার পরে আগন্তুকদ্বয় বিদায় লইলেন।

প্রভাতের ইচ্ছা হইল, তাজমহলে বেড়াইয়া আইসে। কিন্তু সে আকাশের দিকে চাহিয়া সে সঙ্কল্প ত্যাগ করিল—কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি। সে বারান্দায় বসিয়া বাহিরে অন্ধকার দেখিতে লাগিল।

সে যে বহুক্ষণ সেইভাবে বসিয়া ছিল, তাহা ভৃত্য আসিয়া খাবার প্রস্তুত—সংবাদ দিলে সে বুঝিতে পারিল। কারণ, তাহার আহারের সময় নির্দ্দিষ্ট ছিল। ভৃত্য জিজ্ঞাসা করিল, কোথায় খাবার দিবে। বৈঠকখানার পশ্চাতে যে বড় ঘরে সে অতিথিদিগের শয়নের ব্যবস্থা করিয়াছিল, সেই ঘরই তাহার খাইবার ঘর ছিল; টেবল সরাইয়া দেওয়া হইয়াছিল—আর ত পাতা হয় নাই! প্রভাত বারান্দাতেই তাহার খাবার দিতে বলিল।

আহার শেষ হইলে সে বৈঠকখানায় যাইয়া একখানা পুস্তক পড়িবার

চেষ্টা করিল ; ভাল লাগিল না দেখিয়া সে শয়ন করিতে গেল। ভৃত্য পূর্ব্বের মত তাহার শয়ন কক্ষেই তাহার শয্যা প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিল ; সে তথায় না যাইয়া বসিবার ঘরে যে কৌচের উপর সে গত কয়রাত্রি কাটাইয়াছে যাইয়া সেই কৌচের উপরই শয়ন করিল।

কয় দিনের পর আজ সে শয়ন করিবার অল্পক্ষণ পরেই গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িল। কয় দিনের মানসিক উদ্বেগ ও শারীরিক শ্রমহেতু তাহার দেহের প্রয়োজন তাহার মানসিক চাঞ্চল্যকে পরাভূত করিল। সাধারণতঃ যেমন প্রত্যূষে তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইত, তেমনই প্রত্যূষে তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইল এবং সে যথাসময়ে স্নান ও বেশপরিবর্ত্তন করিয়া বসিবার ঘরে আসিয়া বসিল। ভৃত্য তথায় চা'র সরঞ্জাম লইয়া আসিল।

বহু বৎসর সে যেমন আপনি আপনার চা প্রস্তুত করিয়াছে তেমনই ভাবে চা প্রস্তুত করিবার সময় তাহার মনে হইল—মধ্যে কেবল কয়দিন সে নিয়মের ব্যতিক্রম হইয়াছিল ; অথচ সেই ব্যতিক্রমের কথাই আজ বার বার তাহার মনে হইতে লাগিল ; সে যেন দেখিতে পাইতেছিল—পুষ্প চা ঢালিতেছে।

চা পান করিয়া সে সংবাদপত্র লইয়া বাগানে বকুলগাছের নিম্নে বেঞ্চে বসিয়া পত্রপাঠ করিতে লাগিল। সংবাদপত্র পাঠ শেষ করিয়া সে বাগানে খানিকটা ঘুরিয়া আসিল—শীতের মরশুমী ফুলের চারাগুলি কেমন বাড়িতেছে দেখিয়া মালীকে সে সম্বন্ধে আবশ্যক উপদেশ দিল।

আফিসে যাইবার পূর্ব্বেই সে ভূপতি প্রভৃতির জন্য আবশ্যক ব্যবস্থা করিয়া গেল—ভৃত্যদিগকে সর্ব্ব বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ উপদেশ প্রদান করিল। তাঁহারা কখন্ আসিয়া উপস্থিত হইবেন, তাহার ঠিক ছিল না ; সেই জন্য সে নির্দ্ধারিত সময়ের পূর্ব্বেই গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া তাঁহাদিগের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

তীর্থের ফল

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে তাঁহারা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা ভৃত্যদিগকে মথুরায় ট্রেণে উঠিবার জন্য উপদেশ দিয়া কেবল আপনারা আগ্রায় আসিয়াছিলেন। তাঁহারা আসিয়া দেখিলেন, পথাতিক্রম করিবার পর স্নানের জল হইতে আহার্য্য পর্য্যন্ত সবই প্রস্তুত। ওদিকে তাঁহাদিগের মাল ষ্টেশনে লইয়া যাইবার জন্য লরী ও কুলী হাজির।

ভূপতি হাসিয়া বলিলেন, "বাবা প্রভাত, তোমার বড় অন্যায়—তুমি আমাদের জন্য করবার কিছুই অবশিষ্ট রাখ না।"

বৃন্দাবনের দুই দিনের অভিজ্ঞতার পর তিনি আপনার অনুভূতি হইতেই এই কথা বলিলেন।

প্রভাত বলিল, "আপনি কেবল স্নেহের জন্য অমন মনে করছেন।"

"যে জন্যই হ'ক তোমার ব্যবহারে যে আনন্দ পেয়েছি তা'র তুলনা হয় না। কথায় বলে, মানুষ সর্ব্বত্র জয়লাভ করতে ইচ্ছা করে—কেবল পুত্রের কাছে পরাজয় চায়। তুমি আমার ছেলেরই মত; কাযেই তোমার কাছে গোছ ব্যবস্থায় পরাজিত হয়েই আমার আনন্দ।"

সুহাসিনী বলিলেন, "বাবা, তুমি সঙ্গে গেলে না—বৃন্দাবন দেখে যেন সুখ হ'ল না। বৃন্দাবনে আমার কেবলই তোমার কথা মনে হয়েছিল।"

প্রভাত বলিল, "সে আমার পরম ভাগ্য। স্নেহ পাওয়া এত দিন ভাগ্যে বড় ঘটে নি। এবার, বোধ হয়, অদৃষ্ট ক্ষতি পূরিয়ে দিচ্ছেন।"

"তা' নয়—যেমন উনি, তেমনি উমানাথ। কেবল 'চল! চল!' হুড়িয়ে নিয়ে গেলে কি দেখা হয়—না দেখে তৃপ্তি হয়? বৃন্দাবনে গেছি, গোবিন্দ, গোপীনাথ, রাধারমণ, মদনমোহন, বঙ্কবিহারী নয়নভরে দেখব বলেই ত! তা' নয়—তোমার লেখা ফর্দ্দ হাতে করে, কেবলই বলা—'দেরী হ'চ্ছে।' তুমি কেমন যত্ন করে সব দেখিয়েছ!"

"যদি তাড়াতাড়ি হয়েছে, তবে না হয় আর একদিন থেকে আসতেন।"

"বলেন, যা'বার সব বন্দোবস্ত তুমি করেছ, আর কি দেরী করা যায় ?"

"আমাকে একটা তার করে দিলেই হ'ত।"

সুহাসিনী ভূপতিকে বলিলেন, "শুনলে ত ?"

ভূপতি হাসিতে লাগিলেন ; বলিলেন, "আমিই বা কত দিন আফিস কামাই করব ?"

তিনি প্রভাতকে বলিলেন, "আমি ওঁকে বলেছি, এবার যদি কখন তীর্থে যাও আগে বন্দোবস্ত করে প্রভাতকে সঙ্গে নিও।"

সুহাসিনী বলিলেন, "সে নিশ্চয়। সে বার ঠাকুরঝির সঙ্গে এসে ক'টা তীর্থ দেখা হয়েছে ; কিন্তু দক্ষিণে পুরীর ওদিকে যাওয়া হয় নি ; বাবা, তুমি আমাকে সেতুবন্ধ রামেশ্বর দেখিয়ে আনবে ?"

প্রভাত বলিল, "আপনি আগে খবর দেবেন—যদি ছুটী পাই, নিশ্চয়ই যা'ব।"

নির্ম্মলা ও পুষ্প তখন হাতমুখ ধুইয়া বেশপরিবর্ত্তন করিয়া আসিল।

ভূপতি সুহাসিনীকে বলিলেন, "আচ্ছা, প্রভাত ত ভাইফোঁটার সময় যা'বে, তখন সে সব পরামর্শ হ'বে। এখন মুখ ধুয়ে এস।"

এদিকে প্রভাতের নির্দ্দেশানুসারে কুলীরা বাক্স, শয্যা প্রভৃতি লরীতে তুলিয়া ফেলিল এবং মাল ষ্টেশনে লইয়া যাইবার ব্যবস্থা হইল।

তখন প্রভাত নির্ম্মলাকে বলিল, "নির্ম্মলা, তোমাকে ত কিছু দিতে পারি নি। একটা বাক্সে ক'খানা পাতরের জিনিষ আলাদা করে দিয়েছি। বাড়ী গিয়ে খুলে দেখে পসন্দ হয় কি না আমাকে জানিও।"

নির্ম্মলা বলিল, "আচ্ছা।"

পুষ্প মৃদুস্বরে নির্ম্মলাকে বলিল, "বৌদিদি,—'বাঙ্গালীর মেয়ে'র বর্ণনাটা এতক্ষণে সার্থক হ'ল—

'খেয়ে যান, নিয়ে যান, আর যান চেয়ে ;
ওই যায়, ওই যায়, বাঙ্গালীর মেয়ে।'

খেয়ে আর নিয়ে চললে—এখন কিছু চেয়ে যাও।"

নির্ম্মলা বলিল, "দাদা, পুষ্প কি বলছে জানেন ?" বলিয়া সে পুষ্প যাহা বলিয়াছিল, তাহা দাদাকে বলিয়া দিল।

পুষ্প নির্ম্মলাকে একটা "অন্তর টিপনী" দিয়া বলিল, "তুমি বড় দুষ্টু।"

প্রভাত যেন লজ্জা ও সঙ্কোচ ভুলিয়া গেল। সে প্রথমবার পুষ্পের দিকে চাহিয়া বলিল, "ও যদি আমার কাছে কোন জিনিষ চেয়ে নিতে সঙ্কোচ বোধ করে, তবে আমি বড় দুঃখিত হ'ব ; মনে করব, ও আমাকে ভাই মনে করতে পারছে না। আমার আর কে আছে ?"

পুষ্প তাহার কথায়—তদপেক্ষা তাহার দৃষ্টিতে লজ্জায় রক্তাভ হইয়া উঠিল।

তাহার যে কেহ নাই—এই দুঃখ প্রভাতের মনের মধ্যে গোপন থাকিলেও কত প্রবল ছিল, তাহা তাহার কথায় বুঝা গেল। কিন্তু এই অভাব কি সে পূর্ণিমার রাত্রিতে আগন্তুকদিগকে তাজমহল দেখাইবার পূর্ব্বে অনুভব করিয়াছিল ?

আহার শেষ করিয়া সকলে ষ্টেশনে যাত্রা করিলেন। তাঁহারা তথায় যাইয়া দেখিলেন, ভূপতির আফিসের কর্ম্মচারী যুবক প্রভাতের নির্দ্দেশানুসারে কতকগুলি জিনিষ "বুক" করিয়া অবশিষ্টমাত্র লইয়া বসিয়া আছেন—ট্রেণ আসিলে রিজার্ভ কামরায় তুলিয়া দিবে।

অল্পক্ষণমধ্যে দূরে এঞ্জিনের আলো দেখা গেল—ষ্টেশনে সোরগোল পড়িয়া গেল—ট্রেণ আসিয়া প্ল্যাটফর্ম্মে দাঁড়াইল।

"রিজার্ভ" করা কামরায় প্রভাত সকলকে ও সব জিনিষ তুলিয়া দিল।

ওদিকে কর্ম্মচারী যুবক আসিয়া সংবাদ দিলেন, "বুক" করা মাল ট্রেণে উঠিয়াছে। তখন ট্রেণ ছাড়িতে আর এক মিনিটমাত্র আছে।

প্রভাত ভূপতিকে ও সুহাসিনীকে প্রণাম করিল। নির্ম্মলা দাদাকে প্রণাম করিল।

সুহাসিনী বলিলেন, "বাবা, কেবল তোমার সেবা নিয়েই গেলাম।"

এঞ্জিনে হুইসল বাজিয়া উঠিল।

প্রভাত তাড়াতাড়ি গাড়ী হইতে নামিয়া দাঁড়াইল।

ভূপতি বলিলেন, "ছুটীর ব্যবস্থা করে ফেলো—ভাইদ্বিতীয়ার আর বেশী দেরী নেই, বৌমা'র নেমন্তন্ন মনে আছে ত?"

তিনি নির্ম্মলাকে বলিলেন, "আর একবার বলে দাও, বৌমা"

তখন ট্রেণ ছাড়িয়াছে। নির্ম্মলা উঠিয়া জানালার কাছে আসিয়া বলিল, "দাদা,——" তাহার অবশিষ্ট কথা আর শুনা গেল না।

ট্রেণ চলিয়া গেল।

গৃহে ফিরিয়া প্রভাত আপনাআপনি বলিল, "জীবন-নাটকে এক অতর্কিত ঘটনার অঙ্কে যবনিকাপাত।"—কিন্তু যবনিকাপাতের সঙ্গে সঙ্গে নাটকের শেষ কি না, তাহা সে বুঝিতে পারিল না। তখনই তাহার মনে হইল, সে কয় দিন পরেই কলিকাতায় যাইবার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছে। সে নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিবারও উপায় নাই। কেন না, ভূপতি বলিয়া গিয়াছেন, তিনি তাহার মাতাকে আনাইয়া রাখিবেন। সে না যাইলে তিনি বড় হতাশ হইবেন। তাঁহাকে দেখিবার জন্য তাহার আগ্রহও প্রবল হইয়াছিল।

আর এক জন?—প্রভাত সে চিন্তাকে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টাই করিল; পারিল না। তবে সে আপনার কাযে যতক্ষণ পারিত, ততক্ষণ ব্যস্ত থাকিত।

তীর্থের ফল

এ দিকে তাহার কলিকাতায় যাইবার দিন নিকট হইয়া আসিতে লাগিল; সে যাইবে কি যাইবে না—সেই দ্বিধার ভাব আর ছিল না; তাহাকে যাইতেই হইবে। তথায় যাইবার পর কি হইবে, সেই বিষয়ে আশায় ও আশঙ্কায় তাহার মনে দ্বন্দ্ব চলিতেছিল।

৯

ভূপতি সপরিবারে কলিকাতায় ফিরিবার ছয় দিন পরে মধ্যাহ্নের পরই প্রতিমা ভ্রাতৃগৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি সে গৃহে আসিলেই গৃহে একটা সাড়া পড়িয়া যাইত—বিশেষ পুষ্প ও নির্ম্মলা তাঁহার সঙ্গ ছাড়িত না। পুষ্প যখন ছোট্টটি ছিল, তখন তাহার কচি কোমল হাতের স্পর্শ পিসীমা'র এমনই ভাল লাগিত যে, তিনি যেন তাহাতে অমৃতস্বাদ পাইতেন। তাহার পর সে বড় হইয়াছে; কিন্তু এখনও সে-ও যেমন পিসীমা'র গায় হাত বুলাইতে—তাঁহার ঘামাচী গালিতে ভালবাসে, তিনিও তেমনই তাহার এই সেবায় অগাধ তৃপ্তি অনুভব করেন। এখন আবার নির্ম্মলা তাহার সঙ্গী হইয়াছে। আর সুহাসিনীর সংসারের যত কথা--যত পরামর্শ তাঁহার সঙ্গে।

তিনি আসিয়াছেন শুনিয়া সুহাসিনী তাড়াতাড়ি সিঁড়ির উপর যাইয়া দাঁড়াইলেন এবং উঠিলেই বলিলেন, "ঠাকুরঝি!"

প্রতিমা হাসিয়া বলিলেন "কেন, সন্দেহ হচ্ছে?"

"সন্দেহ হ'বে কেন?"

"তবে ও কথা বল্‌লে কেন? যেন আমি কখন এ বাড়ী মাড়াই না।"

বলিতে বলিতে তিনি সুহাসিনীর শয়নকক্ষের পার্শ্বে বসিবার ঘরে প্রবেশ করিলেন। সুহাসিনী তাড়াতাড়ি একখানা গালিচা পাতিয়া দিলেন। দেখিয়া প্রতিমা বলিলেন, "এ কি নতুন এনেছ?"

"হাঁ। আগ্রা থেকে আনা হয়েছে। বৌমা'র দাদা অনেক বেছে বেছে পসন্দ করে দিয়েছে।"

ততক্ষণে পুষ্প বৌদিদিকে লইয়া তথায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে।

তাহারা দুই জন প্রণাম করিয়া তাঁহার কাছে বসিবার উদ্যোগ করিলে প্রতিমা তাহাদিগকে আদর করিয়া বলিলেন, "তোমরা বৌমা'র ঘরে যাও। আমি বৌর সঙ্গে ক'টা কথা কয়ে যাচ্ছি।"

তাহারা চলিয়া গেল।

প্রতিমা সুহাসিনীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "পুষ্পের কি অসুখ করেছে?"

সুহাসিনী উত্তর করিলেন, "কোন অসুখ ত করে নি।"

"রপ্টানীতে শরীর খারাপ হয়েছে?"

"না।"

"তবে যে চৌধুরীদের মেয়ে দেখবার কথা ছিল, তা'তে বলে দিয়েছ, মেয়ের শরীর ভাল নেই? সম্বন্ধটা ত ফেলনা নয়! চৌধুরীদের কর্ত্তা ত মত করেছেন—কেবল মেয়েরা দেখবে বলেছিল।"

"দেখবার কথাই ত ছিল। তা' বৌমা এসে বল্লেন, পুষ্প বলেছে, তা'র অসুখ করছে।"

প্রতিমা "হুঁ"—বলিয়া একটু ভাবিলেন; তাহার পর জিজ্ঞাসা করিলেন, "মেয়ে ত কোন দিন দেখাবার কথায় কোন কথা বলে নি—এবার বল্লে কেন?"

"তা' ত বল্‌তে পারি না।"

"মেয়ের মনের কথা বল্‌তে পার না—মেয়েকে পেটে ধরেছিলে ত?"

সুহাসিনী হাসিয়া বলিলেন, "পেটে ধরেছিলুম কি না, তা' ত আপনার চাইতে কেউ ভাল বলতে পারবে না। আপনি আঁতুড় ঘরে ঢুকে ধাইয়ের কাছ থেকে ওকে কোলে নিয়েছিলেন।"

"তা' নেব না? চারটি ত বিইয়েছ; কেউ কি ওর কাছে দাঁড়াতে পারে?"

"ও ওর পিসীমা'র রূপ পেয়েছে।"

"আর জ্বালিও না। পিসীমা'র রূপ—কবে পিসীমা'র দেহ চিতায় ছাই হ'বে, তা'ই এখন ভাবছি।"

"পিসীমা'র অদৃষ্ট পায়, তবেই ত।"

প্রতিমার আর্থিক প্রাচুর্য্য, শান্তির সংসার, শিষ্টব্যবহারী পুত্রকন্যা—এই সকল মনে করিয়াই সুহাসিনী এই কথা বলিয়াছিলেন। কিন্তু হিন্দু নারী যাহাকে সর্ব্বাপেক্ষা দুর্ভাগ্য মনে করেন, তিনি যে তাহাই পাইয়াছেন, তিনি যে বিধবা—সে কথা প্রতিমা কখনও ভুলিতে পারিতেন না—সংসারে আর সব সুখ তাঁহার পতিবিরহদুঃখ প্রশমিত করিতে পারে নাই—সে অগ্নি তিনি বক্ষে বহন করিয়া তাহার দাহে দগ্ধ হইতেছিলেন। তিনি তীব্র তিরস্কারপূর্ণ দৃষ্টি সুহাসিনীর মুখে স্থাপিত করিয়া বলিলেন, "দেখ, বৌ, যা' বলেছ—বলেছ। কিন্তু ও কথা যদি আর কখন তোমার মুখ দিয়ে বেরোয় তা' হ'লে আমি যদি নীলকমল মিত্রের মেয়ে হই তবে আর কখন এ বাড়ীর চৌকাঠ পার হ'ব না—বলে রাখছি।"

সুহাসিনী অপ্রস্তুত হইয়া বাধ-বাধভাবে বলিলেন, "আমি ত তা' মনে করে—"

তাঁহাকে কথা শেষ করিতে না দিয়া প্রতিমা বলিলেন, "বৌ, অন্যায় করে আবার তা ঢাকবার চেষ্টা করা আমি সহ্য করতে পারি না। ওতে আমি জ্বলে যাই। জান—ক্ষণে অক্ষণে কথা! সাবধান হয়ে কথা বলতে হয়।"

সুহাসিনী আর কিছু বলিলেন না। তিনি জানিতেন, প্রতিমা তাঁহাকে ও তাঁহার পুত্রকন্যাদিগকে—বিশেষ পুষ্পকে কত ভালবাসেন। পুষ্পকে বুঝি তিনি আপনিও তত ভালবাসিতে পারেন না।

প্রতিমা জিজ্ঞাসা করিলেন, "যে মেয়ে কখন বিয়ের কথায় মুখ তুলে চাইতে পারে নি, সে কেন এমন কথা বল্‌লে?"

"তা' ত বলতে পারি না।"

"বৌমা'কে জিজ্ঞাসা করেছিলে ?"

"কি অসুখ জিজ্ঞাসা করতে বৌমা বলেছিলেন, তা' কিছু বলে নি।"

"তুমিও আর কিছু জানা দরকার মনে করলে না! এই বুদ্ধি নিয়ে ঘর কর ?"

"তাই ত ঠেকলেই আপনার কাছে দৌড়ে যাই।"

"পড়েছিলে আমার ভাইয়ের হাতে, তা'ই বেঁচে গেলে, নইলে থেঁতো হ'তে হ'ত।"

সুহাসিনী হাসিয়া বলিলেন, "আপনি যেমন থেঁতো করেন, তেমনই ?"

"কেন ?"

"আপনি মুখে বলেন, 'থেঁত করছি', আসলে করেন আদর।"

"ও সব কথা রাখ। এখন বল ত, বেড়াতে গিয়ে কা'র কা'র সঙ্গে তোমাদের পরিচয়—ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল ?"

সুহাসিনী যেন শঙ্কিতা হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন, ঠাকুরঝি ?"

প্রতিমা বলিলেন, "এখন কি আমাদের সেই কাল আছে যে, নোলক-পরা ন' বছরের বৌ ঘরে আসে ? মেয়েরা বড় হচ্ছে।"

"কি হ'বে, ঠাকুরঝি ?"

প্রতিমা অভয় দিবার ভাবে বলিলেন, "কি আবার হ'বে ? মেয়ের মনে যদি কা'রও ছায়া পড়ে থাকে, তবে হয় তা'র ইচ্ছামত কায করতে হ'বে ; আর তা' যদি অসম্ভব হয়, এমন উপায় করতে হ'বে যে, তা'র মন থেকে সে ছায়া সরে যায়। ভয় পাচ্ছ কেন ?"

সুহাসিনী একটু ভাবিয়া বলিলেন, "পরিচয় ব'লতে হয়েছিল কেবল বৌমা'র দাদার সঙ্গে। আগ্রায় আমরা ঘটনাক্রমে তা'রই বাড়ীতে উঠেছিলুম।"

"সে সব আমি শুনেছি। ভূপতির মুখে যা' শুনেছি, তা'তে মনে হয়, ছেলেটি খুবই ভাল।"

"ভাল বটে।"

"আচ্ছা, তা'র সঙ্গে পুষ্পের বিয়ে দিলে কেমন মানায় ?"

"মানায় বটে, কিন্তু—"

"কিন্তুটা কিন্তু না রেখে খুলেই বল।"

"আপনার ভাই ত সেই রকমের প্রস্তাব করেছিলেন।"

"প্রস্তাবটাকে নামঞ্জুর করলেন বুঝি ভাইয়ের গিন্নীটি ?"

"আচ্ছা, আপনিই বলুন—যা'র তিন কুলে কেউ নেই—পরিচয় দেবার মত ঘর নয়—সম্বলের মধ্যে চাকরী, তা'ও পাকা নয়, তা'র সঙ্গে কি মেয়ের বিয়ে দেওয়া যায় ?"

"সবই ত বল্‌লে ; কিন্তু তোমার বাবা কি দেখে আমার ভাইয়ের সঙ্গে তোমার বিয়ে দিয়েছিলেন ? মথুরায় রাজা হয়ে বৃন্দাবনে বনে বনে গরু চরানর কথা—নন্দের বাধা বইবার কথা—সে সব ভুলে গেলে চল্‌বে কেন ? তখন আমাদের মাথা গোঁজবার জায়গা নেই। বাবা মারা গেছেন। ভূপতির গলায় সংসার—মা আর তিন ভাই—শ্রীপতি, নৃপতি, পশুপতি। মা'র হাতে অতি সামান্য টাকা। তখন যে কি কষ্টে দিন কেটেছে, তা' তুমি সব জান না। ওদিকে আমি কেঁদেছি, এদিকে মা ভেবে সারা হয়েছেন ; ভূপতির মুখ দেখলে কান্না পেত। বন্ধু ছিল, বৌমা'র বাবা—অমন বন্ধু হয় না। নিজের পড়ার ক্ষতি করেও এসে রোজ ভূপতিকে পড়াত—বই যোগাত—পড়াতে নিয়ে গিয়ে খাইয়ে দিত। তুমি মনে কর, অমরনাথের নামে আমরা কেন অমন করি। তা'র কথা যদি আমরা ভুলতে পারতুম, তবে আমরা নীলকমল মিত্রের ছেলেমেয়ে বলে পরিচয় দিতে পারতুম না। বাবা যখন মারা গেলেন, তখনও

ভূপতির পরীক্ষা দেবার এক বছর। সেই পরীক্ষা দিয়েই সে জিদ করে পড়া ছেড়ে দিয়ে চাকরীর সন্ধানে গেল। বিয়ের সময় তা'র মাইনে মাসে পঁচাত্তরটি টাকা। তা'র পর ত কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে আর একটা কাযের জন্য দরখাস্ত করতে তোমার ঠাকুরজামাই-ই বললেন। ভূপতি বললে, তা'র এক টাকা নেই, সে কেমন করে পাঁচ হাজার টাকা জমা দেবে—আর কে-ই বা আর পাঁচ হাজার টাকার জন্য জামিন হ'বে? তিনি বললেন, 'যদি দশ হাজার টাকা জমা দিলে হয়, তবে সে টাকা আমিই দেব। কিন্তু যদি তা'রা পাঁচ হাজার টাকার জন্য এক জন জামিন চায়, তবেই অপরের দ্বারস্থ হ'তে হ'বে।' তিনিই টাকা জমা দিলেন, আর তিনি বলায় তোমার বাবা জামিন হ'লেন। তবে ত একটু ভাল চাকরী হ'ল—অভাবটা ঘুচল। তা'র আগে যশোদার দড়ীর দু'মুখ এক হয় নি। তা'র পর যেবার পুষ্প হ'ল, সেই বারই ত আমার মা লক্ষ্মীর আগমনের সঙ্গে সঙ্গে মা লক্ষ্মী মুখ তুলে চাইলেন। সে সব কথা মনে হ'লে এখনও বুকটা কেঁপে উঠে, বৌ।"

সুহাসিনী এ কথার উত্তর দিতে পারিলেন না—প্রতিমার যুক্তি প্রহত করা তাঁহার সাধ্যাতীত।

প্রতিমা আবার বলিলেন, "গরীব বলে নাক শিটকাবার অধিকার তোমারও নেই আমারও নেই। তুমি গরীবের ঘরে পড়েছিলে—তোমার ভাগ্যে ভূপতির দুঃখ ঘুচেছে। আমি গরীবের মেয়ে।"

সুহাসিনীর মনে কিন্তু তখনও "জানাঘরে" কায করিবার ইচ্ছা ছিল। তিনি সে কথা স্পষ্ট করিয়া না বলিয়া বলিলেন, "কিন্তু এক ঘরে দুই কুটুম্বিতা করবেন কি? কেউ কেউ তা' করতে চায় না।"

প্রতিমা বলিলেন, "মিথ্যে বকো না, বৌ; ও সব ছল খোঁজা। অমরনাথের যদি আর একটি মেয়ে থাকত, আমি তা'কেও ঘরে আনতুম।

দেখ, জানাঘরের ছেলে ভাল, না—যে ঘরকে জানা করতে পারে সেই ছেলে ভাল ?"

"কিন্তু ছেলে যে বড় হ'বেই তা' কি করে জানা যায় ?"

"জানা ঘরের ছেলে যে সর্ব্বস্ব উড়িয়ে দিয়ে শেষে শ্বশুরের তেতুড়ে হ'বে না, তা'ই বা কি করে জানা যায় ? সব জিনিষের মধ্যেই খানিকটা অনিশ্চয়তা থেকে যায়—ভগবানের ধারণাতেও আমরা তা' কাটা'তে পারি না। সেই জন্যেই ত বলে—অদৃষ্ট যা' করে, তা' হ'বেই।"

"সেই ত ভয়।"

"মানুষের যতটা সাধ্য দেখে দিতে হয় ; তা'র পর ভগবানের হাত, আর মেয়ের অদৃষ্ট। কিন্তু এটা ত বিশ্বাস কর যে, ভূপতি কি আমি—সকালে উঠে যা'র মুখ দেখব তা'র সঙ্গেই পুষ্পের বিয়ে দেব—এমন প্রতিজ্ঞা করতে পারি না ?"

"ও কি কথা বলছেন, ঠাকুরঝি ? আমি কি জানি না, আপনি ওদের—বিশেষ পুষ্পকে কত ভালবাসেন ?"

"এত দিন যে বাছাবাছি করছি, সে ত কেবল ও ভাল ঘরে বরে পড়বে বলেই।"

"তা'তে কি আর সন্দেহ আছে ?"

"এখন বল-ত ছেলেটি কেমন ?"

"ছেলেটি ভাল।"

"ভাল মানে ? ভূপতির মুখে যেটুকু শুনেছি, তা'তেও ত বুঝেছি ভাল। এখন বল—দেখতে কেমন ?"

"বেশ ভাল।"

"ভূপতি বলেছে, বাপের মত ; যদি তা' হয়, তবে সুপুরুষ বলতে হ'বে।"

"তা'ই।"

"তা'র পর কথাবার্ত্তা কেমন ?"

"খুব মিষ্টি।"

"ব্যবহার ?"

"যেন কতদিনের পরিচয়, যেন কত আপনার। যে যত্ন করেছে, তা' বলে শেষ করা যায় না।"

"বেশ নরম—নম্র ?"

"হাঁ। পরিচয় পেয়েই ওঁকে 'কাকাবাবু' বল্‌তে লাগল। উনি যখন আমাকে ডাকিয়ে বললেন, 'এই তোমার কাকীমা,' তখন সে আমার পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করে বল্‌লে, 'আমি কাকীমা বলব না। আমি 'মা' বলতে পাই নি ; সে অভাব আমি ভুল্‌তে পাচ্ছিনে ; এখনও মা'কে পেলেম না। আমি শুধু মা বলে ডাকব'।"

শুনিয়া প্রতিমার মাতৃহৃদয়ে তাহার জন্য স্নেহ উথলিয়া উঠিল। প্রভাতের কথায় কি ব্যথা আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, কি অভাবের হাহাকার ছিল, তাহা তিনি বুকের মধ্যে অনুভব করিলেন। তাঁহার চক্ষু ছল ছল করিতে লাগিল। তিনি "ধরা" গলায় বলিলেন, "আহা, তা'কে ছেলে বলে বুকে টেনে নিতে ইচ্ছে হ'ল না ?

সুহাসিনী কিছু বলিলেন না। তিনিও নারী—তিনিও মা। প্রভাতের সে দিনের কথা তাঁহাকে বিচলিত করিয়াছিল—তাই সে কথা তাঁহার স্মৃতিতে সমুজ্জ্বল হইয়া ছিল ; তিনি তাহা ভুলিতে পারেন নাই।

আপনাকে সামলাইয়া লইয়া প্রতিমা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমাদের খুব যত্ন করেছিল ?"

"পরিচয় পাবার আগেই আপনার বাড়ী আমাদের ছেড়ে দিয়ে নিজে হোটেলে গিয়েছিল। তা'র পর পরিচয় পেয়ে যে ব্যবহার করলে, সে

যেন ঠিক আপনার ছেলের মত। সব কায ফেলে আমাদেরই সেবা করতে লাগল। সে যে কি যত্ন, তা' আর কি বলব!"

"সব দিকে ত ভালই মনে হচ্ছে।"

সুহাসিনী কিছু বলিলেন না।

প্রতিমা বলিলেন, "সকলের উপরের কথা, মেয়ে কিছু মনে করেছে কি না।"

কথাটায় সুহাসিনী আবার শঙ্কিত হইলেন; বলিলেন, "সে কি করে জানা যা'বে?"

প্রতিমা হাসিয়া বলিলেন, "তুমি মা; তুমি জান্‌তে পারবে না?"

"না, ঠাকুরঝি।"

"কি বুদ্ধি!"—বলিয়া প্রতিমা হাসিতে লাগিলেন।

সুহাসিনীর শঙ্কাভাব তখনও দূর হইল না দেখিয়া প্রতিমা বলিলেন, "তোমাকে ত জান্‌তে বলি নি—তুমি ভাবছ কেন?"

সুহাসিনী যেন স্বস্তির শ্বাস ফেলিলেন; বলিলেন, "আপনি যা' ভাল জানেন করুন।"

"সে জন্য কি আর তোমাকে বল্‌তে হ'বে?"—বলিয়া প্রতিমা স্নিগ্ধ হাসি হাসিতে লাগিলেন। তিনি তখন অন্য কথার অবতারণা করিলেন—মেজবৌমা কবে আসিবেন, সুহাসিনীর বাপের বাড়ীর কে কেমন আছেন, কোন্ জায়গা সুহাসিনীর সকলের চাইতে ভাল লেগেছে, মথুরায় যমুনার আরতি কেমন—এই সব কথা হইতে লাগিল।

প্রতিমার অসাধারণ বুদ্ধিতে সুহাসিনীর বিশ্বাস ছিল—তাই তিনি কোন জটিল ব্যাপার ঘটিলেই ননন্দার পরামর্শ গ্রহণ করিতেন—তাঁহার উপর নির্ভর করিতেন। এখন প্রতিমা যাহা বলিলেন, তাহাতে তাঁহার মনে চিন্তার ভার লঘু হইয়া গেল—মন হইতে শঙ্কা দূর হইল।

তিনি আবার হাসিমুখে ননন্দার সঙ্গে কথা বলিতে লাগিলেন।

ননন্দা কিন্তু আর ততটা প্রফুল্ল ছিলেন না—তিনি কি ভাবিতেছিলেন।

অল্পক্ষণ কথার পর প্রতিমা উঠিলেন; বলিলেন, "মেয়েরা অনেকক্ষণ আমার জন্য অপেক্ষা করে আছে। তোমার কাছে কেবল সময় নষ্ট করলুম। এবার যাই যা'রা আমাকে ভালবাসে, তা'দের কাছে যাই।"

সুহাসিনী বলিলেন, "কেবল আমিই বুঝি আপনাকে ভালবাসি না?"

"তুমি ভালবাসবে কেমন করে? তুমি ভয় কর—একে ননদ, তা'তে স্বামীরও বড়; দু'কথা শুনিয়ে দিলে—ন্যায় হ'ক আর অন্যায় হ'ক—মুখ বুঁজে সহ্য করতে হয়।"

এই কথা বলিয়া হাসিতে হাসিতে প্রতিমা নির্ম্মলার ঘরের দিকে চলিয়া যাইলেন।

নির্ম্মলার ঘরে যাইয়া প্রতিমা দেখিলেন, নির্ম্মলা ও পুষ্প তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে; তিনি দিনে বিছানা "ধামসান" ভালবাসিতেন না বলিয়া তাঁহার জন্য মর্ম্মরাস্তৃত মেঝেয় একখানা গালিচার উপর বিছানা পাতিয়া রাখিয়াছে। প্রতিমা স্বয়ং অত্যন্ত পরিচ্ছন্নতাপ্রিয়। ঘরে ও কোন আসবাবে ধূলা তিনি দেখিতে পারিতেন না—ময়লা কাপড় বা বিছানা দেখিলে তিনি বিরক্ত হইতেন। বিধবা হইয়া তিনি হয় গরদ, নহে ত ফরাসডাঙ্গার কাঁচি সাদাধুতি ব্যবহার করিতেন—সে সব কখন এতটুকু মলিন দেখা যায় নাই। এ বিষয়ে তাঁহার শিক্ষা সুহাসিনীকেও শিক্ষিত করিয়াছিল এবং নির্ম্মলা ও পুষ্পও সেই পরিচ্ছন্নতাপ্রিয়তা প্রকৃতিগত করিয়া লইয়াছিল। পিসীমা'র জন্য তাহারা যে শয্যা রচনা করিয়াছিল, তাহার চাদর ও বালিশের ওয়াড় ধোপভাঙ্গা। পিসীমা শয়ন করিতে না করিতে তাঁহার এক দিকে পুষ্প আর এক দিকে নির্ম্মলা বসিল। পিসীমা তন্বী ছিলেন—পঞ্চাতোর্দ্ধে তাঁহার দেহ সামান্য মাংসল হইয়াছিল। তাই তাঁহার গাত্রে দুই চারিটি ঘামাচী দেখা যায়। পুষ্প সেইগুলি গালিতে বসিল। বসিয়াই নির্ম্মলা একবার উঠিল এবং একখানা বড় শ্বেত পাতরের থালা আনিয়া বলিল, "পিসীমা, এইখানা আপনার জন্য।"

পিসীমা বলিলেন, "আবার থালা আনলে কোথা থেকে?"

"আমরা যেদিন পৌঁছেছিলাম, সেই দিন আপনার বাড়ী প্রণাম করতে গিয়েছিলাম। আমরা আসবার সময় দাদা আমাকে এক বাক্স জিনিষ দিয়েছিলেন, সে বাক্স তখনও খোলা হয় নি।"

তীর্থের ফল

"তুমি বুঝি আবার দাদার দেওয়া জিনিষ দান করতে বসেছ?"

"দাদা সকলের জন্য জিনিষ দিয়েছিলেন—দেখছি। এখানায় আপনার নাম লিখে দিয়েছেন।"

প্রতিমা টিকিট দেখিলেন—"পিসীমা"।

পুষ্প বলিল, "দেখুন, পিসীমা, আমি আপনার জন্য যা' পসন্দ করেছিলুম, বাবা তা' আপনার জন্য কিনে ফেললেন। তখন আমি আপনার ঠাকুরের জন্য পাতরের ঐ সিংহাসন কিনলুম।"

প্রতিমা তাহার চিবুকে হাত স্পর্শ করিয়া বলিলেন, "বেশ করেছ। এই বয়সে তোমার যে ঠাকুরের কথা মনে পড়েছে, তা'তে আমি বড় খুসী হয়েছি। মেয়েরা যদি ধর্ম্মে মতি হারায়, তবে সংসার কখন স্বর্গ হয় না।

"কিন্তু, পিসীমা, বৌদিদি কেবল একখানা ছোট্ট রেকাবী দিলে কেন?"

"এই ত আবার এত বড় থালা দিলে।"

"ও ত আর বৌদিদির দেওয়া নয়।"

"তা' হ'ক। নির্ম্মলা যা' দেবে, তা' আর কেউ দিতে পারবে না।"

"সে কি, পিসীমা?"

"কেন ছেলে। ওর ছেলে আমার বাবার বংশধর হ'বে।"

নির্ম্মলা লজ্জায় মাথা নত করিল

পিসীমা যে কায করিতে আসিয়াছিলেন, তাহা করিবার সুযোগ পাইলেন। তিনি নির্ম্মলাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৌমা, দাদাকে পেয়ে তোমার খুব আহ্লাদ হয়েছে?"

নির্ম্মলা বলিল, "তা' হয়েছে, পিসীমা।"

"দাদাটি নাকি খুব ভাল?"

"সবাই ত তা'ই বল্‌ছেন।"

"তবে কি জান, আপনার ঘোল কেউ টক বলে না ; তোমার ভাই—তোমার কথায় বিশ্বাস করতে নেই।"—বলিয়া তিনি পুষ্পকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুই বল ত—কেমন ? ভাল ?

পুষ্পের কর্ণমূল পর্য্যন্ত রক্তাভ হইয়া উঠিল—তাহার কাণ ও নাক দিয়া যেন তাপ বাহির হইতেছিল। সে উত্তর দিতে বিলম্ব করিল।

পিসীমা আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "ছেলেটি দিব্য—না রে ?"

পুষ্প কেবল বলিল, "হাঁ।"

বলিয়াই পুষ্প মনের মধ্যে অনুভূত লজ্জায় যেন বিব্রত হইয়া পড়িল। পিসীমা তাহার মুখ আপনার বুকে টানিয়া লইয়া তাহাকে লজ্জা লুকাইবার বিব্রতভাব হইতে অব্যাহতি লাভের উপায় করিয়া দিলেন। তাহার পর তিনি তাহার মুখখানা তুলিয়া চুম্বন করিলেন। এই মেয়েটিকে তিনি এখনও শিশুর মতই আদর করিতেন।

তাহার পর পিসীমা কখন নির্ম্মলাকে কখন পুষ্পকে দৃষ্ট স্থানাদির কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন ; আর সঙ্গে সঙ্গে প্রভাতের সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। তিনি পুষ্পের ভাব যতই লক্ষ্য করিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার সন্দেহ বিশ্বাসে দৃঢ় হইতে লাগিল—পুষ্পের হৃদয়ে প্রভাতের ছায়াপাত হইয়াছে।

এই কথাটাও সুহাসিনী বুঝিতে পারেন নাই বলিয়া তিনি বিস্মিত হইলেন। তিনি স্থির করিলেন, প্রভাতের সঙ্গেই পুষ্পের বিবাহ দিবেন।

প্রতিমা নির্ম্মলাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "দাদার কথা মা'কে লিখেছিলে ?"

নির্ম্মলা বলিল, "হাঁ।"

"তিনি কি লিখেছেন ?"

"লিখেছেন, তিনি দাদার কথা জানতেন ; কিন্তু বাবা মারা যাবার

পর তাঁ'র কোন সন্ধান করবার উপায় করতে পারেন নি। মামারা তা'র কোন পথ পান নি।"

"আর তোমার মা যে ভালমানুষ—কোন কথা জিদ করে বলতে পারেন নি!"

নির্ম্মলা চুপ করিয়া রহিল।

প্রতিমা আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "তিনি আসছেন ত?"

"হাঁ। বাবাই লিখতে বললেন, মামার বাড়ীতে আছেন, ভাইফোঁটার দিন ফোঁটা না দিয়ে আসা ভাল দেখায় না। তাই তিনি সেদিন বিকেলে আসছেন।"

"ভূপতি ঠিক বলেছে। ওর মত বিবেচনা ক'জনের আছে? আমিও বিকেলের আগে আসতে পারব না—সকালে ফোঁটা। আবার ভাইরা সবাই ত কাযের মানুষ, রাত্তিরে নইলে খেতে পারবে না। রাত্তিরের সব ব্যবস্থা করে দিয়ে বিকেলে আমি আসব। তুমি ভাইকে কি খাওয়াবে?"

"আমি কি জানি, পিসীমা? মা যা' করবেন, তা'ই হ'বে।"

"প্রভাত কি ভাইফোঁটার দিনই সকালে আসবে?"

"বাবাকে তা'ই লিখেছেন।"

"ক'দিন থাকবে?"

"ক'দিন ছুটী পা'বেন তা' জান্‌তে পারেন নি।"

"শুনে অবধি তা'কে দেখতে ইচ্ছা হচ্ছে; মনে হচ্ছে, নির্ম্মলাকে যেমন আপনার করে রেখেছি, তা'কেও তেমনি আপনার করে রাখি।"

প্রতিমা পুষ্পের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, তাহার দৃষ্টিতে যেন ছায়ালোক খেলা করিয়া গেল। তিনি বলিলেন, "অমরনাথ ত ভূপতির বন্ধু ছিল না—সে ছিল ভাইয়ের বেশী। কি মানুষই ছিল!"

তিনি পুষ্পের মনের কথা বুঝিতে পারিয়াছেন, ইহা অনুভব করিয়া প্রতিমা যেন আবশ্যক ব্যবস্থা করিবার জন্য আর বিলম্ব সহ্য করিতে পারিতেছিলেন না। তিনি পুষ্পকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ক'টা বাজল ?"

ঘড়ী দেখিয়া নির্ম্মলা বলিল, "তিনটে বেজে গেছে, পিসীমা।"

"ভূপতি চারটের পরই ফেরে। না ?"

পুষ্প বলিল, "কোন কোন দিন দেরীও হয়।"

"তা'কে আসতে টেলিফোন করে দে।"

"কেন, পিসীমা ; আপনি বুঝি এখ্‌খুনি যা'বেন ?"

"একটু সকাল সকাল যেতে হ'বে।"

পুষ্প পিতাকে টেলিফোন করিতে উঠিয়া গেল।

পিসীমা নির্ম্মলাকে বলিলেন, "তোমাকে যেমন বৌ করে এনেছি, প্রভাতকে তেমনি জামাই করে আন্‌ব, ভাবছি। তবে তুমি এখন এ কথা কাউকে বলো না—উমানাথকেও না—সুহাসিনীকেও না।"

এই সময় পুষ্প আসিয়া বলিল, "বাবা বল্লেন, তিনি আসছেন।"

ইহার অল্প সময় পরেই ভূপতি আফিস হইতে ফিরিয়া আসিলেন এবং আফিসের কাপড়েই দিদির সন্ধানে নির্ম্মলার ঘরের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি, দিদি ?"

প্রতিমা হাসিয়া বলিলেন, "এই দেখ, 'দুই দিকে দুই সোণার চূড়ো' আর 'মধ্যিখানে' আমি।"

"আমাকে ডেকেছিলে ?"

"এলুম ; তোমাকে না দেখে যা'ব ? তা'ই পুষ্পকে বল্লুম, তোমাকে ডাকতে। তুমি হাতেমুখে জল দাও গে—আমি যাচ্ছি।"

"তুমি কি আজ এখনই চলে যা'বে ?

"কেন ?"

"তা' হ'লে গাড়ী তুলতে বারণ করি।"

"না। আমি গাড়ী আসতে বলে এসেছি।"

অল্পক্ষণ পরেই প্রতিমা ভ্রাতার বসিবার ঘরেই যাইয়া উপস্থিত হইলেন। ভূপতি তখন বেশপরিবর্ত্তন করিয়া আসিয়া দিদির-আগমন-প্রতীক্ষাই করিতেছিলেন।

একখানা চেয়ারে বসিয়া প্রতিমা বলি[illegible] "পুষ্পের বিয়ের কি করছ?"

ভূপতি বলিলেন, "সে ত তুমি আমার চাইতেও ভাল জান।"

"হাসির কথা নয়, ভাই। মেয়ে বড় হয়েছে। তুমি যে কেবল আফিস আর আফিস করবে, আর সংসারের কোন ভাবনা ভাববে না, তা'তে চলবে না।"

"দিদি, তুমি কি বলতে পার, আমি সংসারের ভাবনা ভাবি নে? এ ভাবনা কবে থেকে ভাবতে হচ্ছে, মনে করে দেখ দেখি। যখন এক এক দিন বাড়ীতে চাল থাকত না, বাটি নিয়ে বাজারে গিয়ে বেচে সেই পয়সায় চাল আন্‌তে হ'ত; কোন্ বাটিটা ভারী তা' দেখে মা সেইটি বেছে দিতেন যে, বেশী চাল পাওয়া যা'বে—তখনকার [illegible]খা মনে করে দেখ।"

"সে কি ভুলেছি? এই ত তা'ই নিয়ে বৌয়ের সঙ্গে ঝগড়া করে এলুম।"

ভূপতি হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন, দিদি?"

"মেয়ের বিয়ে নিয়ে। আমি বললুম, বৌমা'র ভাই যদি তোমাদে[র] সকলের বর্ণনার মত হয়, তবে তা'র সঙ্গে পুষ্পের বিয়ে দিতে আপত্তি কি ছেলেটির প্রশংসা বৌ-ও শতমুখে করলে; কিন্তু সম্বন্ধ ওর মনে ধরল না ও বলে, জানাঘর চাই অর্থাৎ ছেলের বাড়ীতে মোটা থাম থাকা চাই

তা'তেই আমি বললুম, 'তোমার বাপ কি দেখে তোমার বিয়ে দিয়েছিলেন ? এ কথা ভুললে চল্‌বে কেন যে, তুমি গরীবে পড়েছিলে, আমি গরীবের মেয়ে' ?"

"তা'তে কি বল্লে ?"

"আর কি বল্‌বে !"

"আমারও ঐ কথা মনে হয়েছিল। কিন্তু তোমার বৌর মত হয় না।"

"কেন—ওর কথাতেই বুঝি সব কায হ'বে ? তুমি আমি যেন বানের জলে ভেসে এসেছি ; পুষ্প আমাদের কেউ নয় ?"

"সে তুমি বুঝে দেখ।"

"ওর কথা শুনতে হ'বে না। ওর দেহ যেমন মোটা বুদ্ধিও তেমনি। ওর নাম সুহাসিনী না রেখে কাদম্বিনী রাখলে ঠিক হ'ত। আমি আবার গিয়ে ওকে থেঁতো করছি।"

ভূপতি খুব হাসিতে লাগিলেন, বলিলেন, "তোমার ভাজ কিন্তু তা'তে ভয় পায় না ; বলে, 'দিদির কেবল মুখে বলা—থেঁতো করবেন ; উনি করেন কিন্তু আদর'।"

"তা' করব না ? ওর মনটা যে একেবারে গঙ্গাজল—বকঝক শরীরে রাগ নেই। তবে ও যে বলেছে, আমার বিষ নেই কুলোপানা চক্কর, তা'ই নিয়েই এক দফা ঝগড়া করব। তা'র পর কথা—এখন ত তোমাদের সব কাযই ভোটে হয় ; ও একা ; আর এ দিকে তুমি, আমি, নির্ম্মলা, পুষ্প।"

পুষ্পের উল্লেখে ভূপতি বিস্মিতভাবে ভগিনীর মুখে চাহিলেই বুদ্ধিমতী প্রতিমা বলিলেন, "পুষ্পও বলেছে ছেলেটি ভাল। আবার দেখ না—আমার জন্য একখানা থালা দিয়েছে।"

"ও সকলের জন্যই জিনিষ দিয়েছে। বাস্তবিক ছেলেটি বড্ড ভাল—একেবারেই এ কালের ছেলের মত নয়।"

"বাঁচলুম। আজকালকার ছেলেদের দেখলে পিত্তি জ্বলে যায়। গোঁফ না উঠতেই কামাবে—যেন যাত্রার দলের সখী সাজবে। যে গোঁফ রাখে সে আবার তা'কে যেন ছাঁটতে ছাঁটতে নির্ম্মূল করে। জামা পরবে, সে পাঞ্জাবী কি সেমিজ তা' বুঝা যায় না।"

"আর জুতা! বিয়ের সময় তুমি আমাকে যে পাম্প জুতা দিতে চাইলে আমি বলেছিলাম, আপনার জুড়ী গাড়ী না থাকলে পায় ও জুতা মানায় না, তা'ও এখন আর পসন্দ হয় না—চামড়ার চাটাই বোনা জুতা, লপেটা—কত রকমই হচ্ছে! যেন আসরে বাইনাচ নাচতে যা'বে!"

"আবার ঘাড় আড়ষ্ট; গুরুজনকে প্রণাম করতে জানে না; কেবল বন্ধুর স্ত্রী দেখলে শিষ্টাচারে বেঁকে পড়ে। দেখলে গা জ্বলে যায়।"

"ছেলেটি যেমন বিনয়ী, নম্র—তেমনই চটপটে—কাযের লোক।"

"বাপের গুণ পেয়েছে।"

"হাঁ।"

"কেবল একটা বিষয় জানতে হ'বে।"

"কি, দিদি?"

"অমরনাথের প্রথম বিয়ের কথা।"

"দিদি, তুমি কি বিশ্বাস করতে পার, অমরনাথ অন্যায় কায করতে পারত বা অন্যায় কায করলে তা' গোপন করত?"

"না।"

"সে সন্ধানও আমি প্রভাতের কাছে পেয়েছি। সে যখন মা'র জিদে বিয়ে করে, তখনই আমাকে বলেছিল, কাযটা তা'র পক্ষে ভাল হ'ল না

সে কেন সে কথা বলেছিল, তখন বুঝতে পারিনি। সে সব কথা একদিন বল্‌বে, বলেছিল; বলা আর হয় নি। এখন তা'র বলার অর্থ বুঝতে পেরেছি।"

"ঘর করণীয় ছিল বটে ত?"

"তা'র দূর সম্পর্কে কুটুম্বের মেয়ে।" এই কথা বলিয়া ভূপতি প্রভাতের নিকট হইতে শ্রুত পরিচয়ের কথা দিদিকে বলিলেন। তাহার পর তিনি বলিলেন, "বেহা'নও ত লিখেছেন, তিনি জানতেন।"

"তবে তিনি যে ভালমানুষ! যদি তখন ছেলেকে আনাতেন!"

"তিনি কতটা জানেন, তা' তিনি এলেই জানা যা'বে।"

"তিনি ত ভাইফোঁটার দিনই আসবেন?"

"হাঁ।"

"আচ্ছা।"

একটু পরে প্রতিমা বলিলেন, "ঐ ছেলের সঙ্গেই আমি পুষ্পের বিয়ে দেব।"

"সে তুমি আর তোমার ভাজ দু'জনে বুঝাপড়া কর।"

"ও কি কখন আমার সঙ্গে পারে? আমি দু'বার চেপে কোন কথা বল্লেই মনে করে, আমার কথা ঠিক। আমি আজ যা'বার আগেই ওকে এমনি বুঝিয়ে যা'ব যে, ও আজই তোমাকে বলবে—এখ্‌খুনি প্রভাতের সঙ্গে পুষ্পের বিয়ে দাও; একটু বিলম্ব না হয়।"

ভূপতি হাসিতে লাগিলেন।

এই সময় সুহাসিনী একহাতে একখানা রৌপ্যের রেকাবীতে কিছু ছাড়ান ফল ও মিষ্ট আর একহাতে এক গ্লাস জল ভূপতির জন্য লইয়া আসিলেন। তিনি দিদিকে মান্য করিতেন; তাই তিনি ঘরে থাকায় মাথার উপর কাপড়টা চুল ঢাকা পর্য্যন্ত টানিয়া দিয়া আসিয়াছিলেন।

তিনি রেকাবী ও গ্লাস টেবলের উপর রাখিলেই প্রতিমা বলিলেন, "বৌ, তোমার ঘরে চল—তোমার সঙ্গে ঝগড়া আছে।"

সুহাসিনী হাসিয়া নিম্নস্বরে বলিলেন, "আজকার পালা ত' হয়ে গেছে।"

প্রতিমা গম্ভীরভাবে বলিলেন, "না। তুমি বলেছ, আমার বিষ নেই কুলোপানা চক্কর! আমার সাক্ষী আছে।"

তিনি উঠিয়া সুহাসিনীর হাত ধরিয়া তাঁহাকে লইয়া চলিলেন।

ভূপতি হাসিয়া বলিলেন, "দিদি, এ যে একেবারে কাচপোকার আরশুলা ধরা! এখন আর মুখে কথাটি নেই—যেন কত ভালমানুষ!"

প্রতিমা বলিলেন, "মিথ্যা কথা বলব না—ভাল মানুষ ও বটেই।"

প্রভাতকে আনিবার জন্য উমানাথ ষ্টেশনে গিয়াছিল। তাহার সহিত ভূপতির বসিবার ঘরে প্রবেশ করিয়া প্রভাত তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিল, "কাকাবাবু, আপনি উমানাথবাবুকে খুব জব্দ করেছেন ; ওঁকে আজ সকালেই উঠতে হয়েছে।"

ভূপতি বলিলেন, "বাবা, তুমি এতদিন মেড়োর দেশে ছিলে, কাযেই তোমাকে এখন বাঙ্গলার কতকগুলা ব্যাপার শিখতে হ'বে।"

প্রভাত ভাবিল, সে কোন দারুণ ভুল করিয়াছে ; সে জিজ্ঞাসা করিল, "কেন ?"

ভূপতি হাসিয়া বলিলেন, "উমানাথ তোমার ছোট বোনকে বিয়ে করেছে, ওকে আপনি বলবার কোন দরকার নেই।"

শুনিয়া প্রভাতও হাসিল। তাহার পর সে জিজ্ঞাসা করিল, "মা এসেছেন ?"

"না। আজ ভাইফোঁটা—তাঁ'র ভাইকে ফোঁটা দিয়ে আসবেন ; আসতে বেলা তিনটে হ'বে।"

তাহার পর ভূপতি বলিলেন, "চল।"—প্রভাতকে লইয়া তিনি বাড়ীর ভিতরের অংশে প্রবেশ করিলেন এবং সুহাসিনীর উদ্দেশে বলিলেন, "ওগো—ওগো, দেখ কে এসেছে।"

সুহাসিনী তখন স্নান সারিয়া গরদের কাপড় পরিয়া আহ্নিক করিতে যাইতেছিলেন ; আসিয়া দাঁড়াইলেন। প্রভাত প্রণাম করিয়া তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিলে ভূপতি বলিলেন, "সর্ব্বনাশ করলে !"

প্রভাত মনে করিল, সে বুঝি কোন অপরাধ করিয়াছে। সে শঙ্কিত ভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "কেন?"

ভূপতি হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "রেলের কাপড়ে ছুঁয়ে দিলে। আবার নাইতে হ'বে।"

প্রভাত অপ্রস্তুতভাবে সুহাসিনীকে বলিল, "আপনি বারণ করলেন না কেন?"

সুহাসিনী বলিলেন, "বাবা, ওঁর কথা শুন কেন! সব তাতেই ওঁর ঠাট্টা! কি যে মনিষ্যি! ছেলের সঙ্গেও ঠাট্টা!"

সুহাসিনী নির্ম্মলাকে ডাকিলেন। নির্ম্মলা আসিয়া দাদাকে প্রণাম করিল।

"চল, আমরা যাই"—বলিয়া প্রভাতকে লইয়া ভূপতি বাহিরে চলিলেন এবং উমানাথকে বলিলেন, "চা আন্‌তে বল।"

বাহিরে আসিয়া তিনি প্রভাতকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "স্নান করবে ত?"

প্রভাত "হাঁ" বলিলে তিনি চাকরকে ডাকিয়া প্রভাতকে স্নানের ঘরে লইয়া যাইতে বলিলেন। প্রভাত তাহার সুটকেসের সন্ধান করিলে তিনি বলিলেন, "কাপড় একখানা তোমার ভগিনীপতি দেবে না? যাও সব আছে। আজ যে ভাইকে নতুন কাপড় দিতে হয়।"

প্রভাত ভৃত্যের সঙ্গে গেল।

প্রভাত একটু তাড়াতাড়িই স্নান সারিয়া আসিল। তাহার মনে হইয়াছিল, আগ্রায় যেমন পুষ্প চা প্রস্তুত করিত, বাড়ীতেও তেমনই করিবে।

সে আসিলে ভূপতি বলিলেন, "আগে চা খা'বে; না আগে ফোঁটা নিয়ে আসবে? ফোঁটা দেবার জন্য বৌ'মা তৈরী হয়ে আছেন।"

প্রভাত বলিল, "তবে আগে ফোঁটা নিয়েই আসি।"

ফোঁটা নেওয়া কি সে সম্বন্ধে প্রভাতের কোন ধারণা ছিল না। সে নূতন অভিজ্ঞতা লাভ করিল। বৎসরে এক দিন ভগিনী ভ্রাতার কল্যাণ কামনা করে—এই প্রথাটি তাহার কাছে বড়ই মনোরম বলিয়া মনে হইল। সম্মুখে বৃহৎ রৌপ্যের থালায় সজ্জিত মিষ্টান্ন দেখিয়া সে নির্ম্মলাকে জিজ্ঞাসা করিল—"এ সব কি খেতে হয়?"

সুহাসিনী তথায় ছিলেন। তিনি হাসিয়া বলিলেন, "তুমি যা' পার কিছু খাও।"

প্রভাতের মনে হইল, পশ্চাতের দ্বারের কাছে হইতে কাহার চাপা হাসির শব্দ সে শুনিতে পাইল। একটু অন্যমনস্ক হইয়াই সে আপনাকে সামলাইয়া লইল এবং জিজ্ঞাসা করিল, "তবে এত খাবার নষ্ট করা কেন? এত কি কেউ খেতে পারে?"

এই প্রশ্নের কোন সদুত্তর নাই। সুহাসিনী কেবল বলিলেন, "পাত সাজিয়ে ত দিতে হয়।"

বাঙ্গলার মিষ্টান্ন প্রভাতের এতই ভাল লাগিল যে, সুহাসিনীর "এটা খাও, ওটা খাও" কথায় সে অনেকগুলি মিষ্টান্ন খাইয়া ফেলিল।

সে বাহিরে আসিয়া বসিবার পর ভৃত্য চা লইয়া আসিল। প্রভাত বুঝি একটু হতাশ হইল।

তাহার চা পান শেষ হইলে ভূপতি বলিলেন, "তুমি ছেলেদের সঙ্গে গল্প কর; আমি আমার দিদির বাড়ী ফোঁটা নিতে যা'ব।"

প্রভাত জিজ্ঞাসা করিল, "আফিসে যা'বেন না?"

"যা'ব। সেই জন্য দিনে দিদির বাড়ী খেতে পারি না—তা'তেও দিদি দুঃখ করেন। রাত্তিরে আমরা চার ভাই-ই দিদির কাছে খা'ব।"

তিনি চলিয়া যাইবার পর উমানাথ ও রমানাথ আসিয়া প্রভাতের

কাছে বসিল। রমানাথ বলিল, "আপনাকে দেখবার আগেই আপনার উপহার পেয়েছি। চমৎকার জিনিষ।"

প্রভাত বলিল, "সামান্ত জিনিষ। তৈরী জিনিষ কিন্‌তে হ'ল—সময় পেলে ফরমাশ দিলে জিনিষ ভাল হ'ত।"

"আরও ভাল!"

"এ দেশের কারিকররা বংশপরম্পরায় একই কায করে বলে তা'দের কায চমৎকার হয়। একবার চলুন না, আগ্রায়—দেখবেন।"

"বড় দিনের আগে ছুটী পা'ব না।"

"তত দিনে হয় ত আমাকে বদলী করে দেবে। চাকরীর ঐ ত বিপদ! আমার সঙ্গে চলুন—তিন দিনে সব দেখিয়ে দেব।"

"আপনি কবে যা'বেন?"

"ফোঁটা নেওয়া ত হয়ে গেল—এখন মা'র সঙ্গে দেখা করাই বড় কায। তিনি বিকেলে আসবেন। তা'র পরই যেতে পারি।"

"ক'দিনের ছুটী নিয়েছেন?"

"তা' চার দিন আছে—রবিবারও তা'র পরই পড়েছে।"

"তবে ছুটী কাটিয়ে যা'বেন। কলকাতায় কখন আসেন নি। যদিও এখানে তাজমহল নেই, তবুও দেখবার জিনিষ আছে।"

"আর কিছু না হ'লেও সবুজের ঢেউ দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়।"

"তবে আপনাকে বোটানিকাল গার্ডেনস দেখিয়ে আন্‌তে হ'বে।"

ভাইফোঁটার অভিজ্ঞতার পর, বাঙ্গালায় হিন্দুদিগের সংস্কারাদির বিষয় জানিবার জন্য প্রভাত প্রশ্ন করিতে লাগিল।

উমানাথ বলিল, "ও সব পুরুত ঠাকুররা ভাল জানেন। আচ্ছা আমি সব বলে দিচ্ছি।" সে যাইয়া একখানা পঞ্জিকা আনিল এবং তাহা দেখিয়া দশবিধ সংস্কারাদির কথা বলিতে লাগিল। প্রভাতের

প্রকৃতি ও শিক্ষা যেরূপ ছিল তাহাতে সে কেবল পত্রিকায় লিখিত বিবরণে সন্তুষ্ট হইতে পারিল না ; সে সংস্কারাদির তত্ত্ব ও সে সকলে প্রচলিত প্রথা সম্বন্ধে যে সকল প্রশ্ন করিতে লাগিল, সে সকল উমানাথ কখন কল্পনা করিতে পারে নাই—উত্তর করিবে কিরূপে ? কাযেই উত্তর দিতে উমানাথ বিব্রত হইতে লাগিল এবং উত্তরে প্রভাত সন্তুষ্ট হইতে পারিল না। রমানাথও প্রশ্ন শুনিয়া পিছাইয়া গেল।

যখন প্রশ্ন ও উত্তর চলিতেছিল, সেই সময় ভূপতি দিদির বাড়ী হইতে ফিরিয়া আসিলেন। তিনি আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হচ্ছে ?"

কি হইতেছে শুনিয়া ভূপতি প্রভাতকে বলিলেন, "আমি তোমাকে যত দেখছি, তত তোমার বাবাকে মনে পড়ছে। সে-ও তোমার মত কোন বিষয় সম্পূর্ণ না বুঝে তৃপ্ত হ'ত না—নিবৃত্ত হ'ত না। তোমার পিসীমা ছিলেন না ; তাই দিদি ভাইফোঁটার সময় আমাদের যেমন তা'কেও তেমনই ফোঁটা দিতেন। আমার মনে আছে, একবার ফোঁটা নিয়ে এসে হিন্দুর সংস্কার প্রভৃতির উদ্ভব সম্বন্ধে সে কত কথা বলেছিল ! কি হ'তে কি প্রথা হ'ল ; প্রথার মধ্যে কতটা বৈদিক যুগের আর কতটা দেশের অনার্য্যদের কাছ থেকে নেওয়া—সধবার হাতে লোহা আর সীঁতিতে সিন্দুর কেন থাকে—তা'তে কি বুঝায়, এ সব সম্বন্ধে তা'র অনুসন্ধান আর গবেষণার ফল সে বুঝিয়ে দিয়েছিল।"

রমানাথ বলিল, "বাবা, প্রভাতবাবু বাঙ্গলার সবুজ শোভা দেখে মুগ্ধ হয়েছেন। আজ ওঁকে শিবপুরে বাগান দেখিয়ে নিয়ে আসব ?"

ভূপতি বলিলেন, "বাঙ্গলাই ত আমাদের 'শস্যশ্যামলাং' মা। আজ ত তোমাদের যাওয়া হ'বে না। বেহা'ন তিনটের গাড়ীতে আসবেন। দিদি, বোধ হয়, তা'র আগেই আসবেন—আমাকে দুটোর সময় আসতে বলে দিয়েছেন। কাল যেও।"

আহার করিতে বসিয়া আয়োজন দেখিয়া প্রভাত ভূপতিকে বলিল, "এত খাবার কি মানুষ খেতে পারে?"

ভূপতি বলিলেন, "হয় ত পারে না; কিন্তু যা'কে সম্বর্দ্ধনা করা হয়, তা'কে দেবার সময় মনে হয়, কিছু বাদ না পড়ে। সেই ভাবনা থেকে ব্যবস্থার বহর বেড়ে যায়।"

"বড় অপচয় কি হয় না?"

"কিছু হয়।"

আহারান্তে ভূপতি আফিসে চলিয়া যাইলেন; যাইবার সময় উমানাথকে বলিয়া যাইলেন, "বেহা'ন আসবেন; ষ্টেশনে যেও।"

রমানাথ প্রভাতকে বলিল, "প্রভাতবাবু একটু গড়াবেন?"

প্রভাত হাসিয়া বলিল, "অভ্যাস নেই। বিশেষ যা খাওয়া হয়েছে, তা'তে দাঁড়িয়ে, বসে, শুয়ে—কিছুতেই স্বস্তি পাওয়া যা'বে না। চলুন, বারান্দায় বসে—কলকাতার রাস্তায় জনস্রোতঃ দেখি আর কলকাতার গল্প শুনি।"

"চলুন, কিন্তু কলকাতার জনস্রোতঃ আপনার ভাল লাগবে না। পশ্চিমে জনতার রংএর বৈচিত্র্য থাকে—নানা জনের কাপড়ে আর পাগড়ীতে নানা রং; বাঙ্গলায় সব সাদা কাপড় আর মাথায় কোন আবরণ নাই।"

"রং দেখে দেখে যাদের বিরক্তি ধরে যায়, তা'রাই রংএর অভাব ভালবাসে।"

ভৃত্য বারান্দায় দুইখানি ইজি চেয়ার দিয়া গেল। উভয়ে তথায় যাইয়া বসিল।

অল্পক্ষণ পরে প্রভাত বলিল, "রমানাথবাবু, আমি ত দেখছি এখানে শতকরা অন্ততঃ কুড়ীজন লোক বিদেশী।"

রমানাথ বলিল, "বড়বাজার অঞ্চলে দেখবেন, আরও বেশী।"

"এর মানে কি ?"

"বাঙ্গালীর ব্যবসা অন্য প্রদেশের লোক দখল করে নিয়েছে আর নিচ্ছে।"

"তবে বাঙ্গলার লোক খা'বে কি করে ?"

"সে-ই ত সমস্যা।"

"কিন্তু এ সমস্যার সমাধান হ'তে যত দেরী হ'বে, দেশের দারিদ্র্যও ততই বেড়ে যা'বে! তা'র পর যা' যা'বে—তা'কে ফিরিয়া পাওয়া যে বড়ই দুষ্কর।"

"তা'তে কি আর সন্দেহ আছে ?"

প্রভাত ভাবিতে লাগিল। সে বাঙ্গালী। অথচ সে বাঙ্গালার সহিত পরিচিত হইতে পারে নাই। তাই বাঙ্গালা সম্বন্ধে সে কি সমুজ্জ্বল কল্পনাই করিয়াছিল! প্রথম পরিচয় সেই কল্পনার বর্ণলেপ মলিন করিয়া দিল। অর্থনীতির মূল কথা যে জাতি অবজ্ঞা করে, সে জাতি কিরূপে আত্মরক্ষা করিবে ?

দুইটা বাজিবার কিছু পরেই ভূপতি আফিস হইতে ফিরিয়া আসিলেন। তিনি আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "উমানাথ ষ্টেশনে গেছে ?"

ভৃত্য বলিল, "এই একটু আগে গেছেন।"

"আচ্ছা"—বলিয়া তিনি প্রভাতের সন্ধানে ঘর হইতে বারান্দায় আসিলেন; তথায় তাহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বারান্দায় এসেছ কেন ?"

প্রভাত চেয়ার হইতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "রাস্তার লোক দেখ্‌ছি।"

"বস। বস।" বলিয়া ভূপতি বেশ পরিবর্ত্তন করিতে চলিয়া

যাইলেন। ফিরিয়া আসিয়া তিনি রমানাথকে বলিলেন, "তোমার পিসীমা'কে ফোন করে দাও—আমি এসেছি।"

প্রভাত জিজ্ঞাসা করিল, "পিসীমা বুঝি আসবেন?"

"সকালে আসতে পারেন নি—আমরা ক' ভাই তাঁ'র বাড়ী গেছলুম; তাই এখন আসবেন। তিনি তোমার কথা শুনে অবধি তোমাকে দেখবার জন্য ব্যস্ত হ'য়ে আছেন।"

অতর্কিত ও অপ্রত্যাশিত ভাবে এই পরিবারের সহিত তাহার সাক্ষাতের ফলে তাহার জীবনে কি পরিবর্ত্তন হইতেছে, তাহা ভাবিয়া প্রভাত অভিভূত হইয়া পড়িতেছিল। সে ভগিনী পাইয়াছে, মা পাইবে—আর ভূপতির স্নেহ, তাঁহার ভগিনীর স্নেহ—সে কি এ সব লাভ করিবার উপযুক্ত?

সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনের নূতন অনুভূতির কথা তাহার মনে পড়িল। সে জাগিয়া স্বপ্ন দেখিয়াছে—সে স্বপ্ন যেন তাহাকে আবিষ্ট করিয়া আছে। সে অসম্ভবের সন্ধানে যাইতেছে; অথচ আপনাকে নিবৃত্ত করিতে পারে নাই। পূর্ণিমার জ্যোৎস্নালোকে যমুনার কূলে তাজমহলের বেদীর উপর সে তাহার হৃদয়ে যে নূতন অনুভূতি লাভ করিয়াছিল, তাহা মুছিয়া যাওয়া দূরে থাকুক—দিনের পর দিন বিস্তৃত ও গাঢ়তর হইতেছে। সে আপনার দৌর্ব্বল্যে আপনি হাসিয়াছে; কিন্তু সে দৌর্ব্বল্য জয় করিতে পারে নাই। তাহার জীবনে সে আর কখন এমন ভাবে আপনার মনের কাছে পরাভব স্বীকার করে নাই। তাহার জীবন যে ভাবে এই পরিবারের সহিত বিজড়িত হইয়াছে ও হইতেছে, তাহাতে তাহার পক্ষে আরও সতর্ক হওয়া যে প্রয়োজন, তাহা সে বিশেষ বুঝিয়াছিল। তাহার ভগিনী এই পরিবারে বিবাহিতা। এতদিন তাহার মনে হইয়াছিল—তাহার কেহ নাই। এখন সে দেখিতেছে, সংসারে তাঁহার বন্ধন আছে—স্নেহের বন্ধন

আছে, কর্ত্তব্যের বন্ধন আছে। মানুষের স্বাভাবিক মনোবৃত্তিবশে সে আপনি সে বন্ধন স্বীকার করিয়া লইয়াছে। সে ভাইফোঁটা লইতে কলিকাতায় আসিয়াছে; মা আর অল্পক্ষণ পরেই আসিয়া উপস্থিত হইবেন। বন্ধন দৃঢ় হইতেছে; সে তাহা হইতে আপনাকে মুক্ত করিতে পারিবে না। তাহার পর কি হইবে?

আজ একবার তাহার মনে হইল, স্নেহের বন্ধন আর কর্ত্তব্যের বন্ধন —এই দুই বন্ধন ব্যতীত আর কোন বন্ধন কি তাহার নাই? আর কোন আকর্ষণ কি তাহাকে আকৃষ্ট করিয়া আনে নাই? আসিয়া অবধি কি তাহার দৃষ্টি একজনের সন্ধান করে নাই, তাহার কর্ণ একজনের কণ্ঠস্বরের জন্য ব্যাকুল হয় নাই? বোটানিক্যাল বাগানে যাইবার প্রস্তাব শুনিয়াই কি তাহার মনে হয় নাই, আগ্রায় যেমন—এ কলিকাতা-তেও তেমনই পুষ্প, বোধ হয়, তাহাদিগের সঙ্গে যাইবে? এই যে ভাব ইহা ত সে আপনার নিকট লুকাইতে পারে না! আপনার হৃদয় সন্ধান করিয়া সে বুঝিল, আর আপনার সঙ্গে লুকোচুরী করা সম্ভব নহে। এ অবস্থায় তাহার কি করা কর্ত্তব্য, সে তাহাই ভাবিতে লাগিল।

তাহাকে একটু অন্যমনস্ক দেখিয়া ভূপতি জিজ্ঞাসা করিলেন, "শরীরটা কি ভাল নাই?"

প্রভাত আপনাকে সামলাইয়া লইল; বলিল, "যে গুরু আহার হয়েছে?"

"আবার দেখ, দিদি হয় ত রাত্তিরে খেতে বল্‌বেন; যদি আজ না বলেন, কাল যে বলবেনই তা'তে আর সন্দেহ নাই।"

"আমি তাঁ'কে বলব, আমি খুব সাদাসিদে খা'ব।"

"তুমি বল্‌লেই কি তিনি শুনবেন? তাঁ'র বাড়ী নেমন্তন্ন খাওয়া একটা দারুণ পরীক্ষা। তা'র পর তুমি—তোমাকে কি তিনি সাদাসিদে

খাইয়ে তৃপ্ত হ'বেন? তুমি কি জান না, স্নেহের অত্যাচার সময় সময় বড় অত্যাচার হয়ে ওঠে।"

"কিন্তু তবুও তা'কে ত অত্যাচার বলে বিবেচনা করা যায় না।"

"কখনই না।"

অল্পক্ষণ পরে ভূপতি ঘড়ী দেখিলেন; বলিলেন, "দিদি এলেন বলে; বেহা'নেরও আসবার সময় হ'ল।"

প্রভাত বলিল, "মা কি ভাবছেন, কে বল্‌তে পারে? আপনি ত মা'কে জানেন, আপনার কি মনে হয় মা আমাকে পেয়ে সন্তুষ্ট হ'বেন?"

"তিনি যে সন্তুষ্ট হ'বেন, সে বিষয়ে সন্দেহ থাক্‌তে পারে না। তবে তিনি স্বভাবতঃ এত মিতভাষী যে, হয় ত মনের আনন্দ তেমন করে ভাষায় প্রকাশ করতে পারবেন না।"

"আচ্ছা মা এখন কেন আমার কাছে থাকবেন না?"

ভূপতি হাসিয়া বলিলেন, "সে কৈফিয়ৎ আমি কেমন করে দেব? সে বুঝাপড়া হ'বে তোমাদের মায়পোয়।"

এই সময় দ্বারে মোটরগাড়ী থামিবার শব্দ পাইয়া ভূপতি উঠিয়া দেখিলেন; বলিলেন, "দিদিই আগে এলেন।"

তিনি বাড়ীর ভিতরের দিকে গমন করিলেন এবং তিনি ফিরিবার পূর্ব্বেই আর একখানি গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল। সেই গাড়ীতে উমানাথ তাহার শাশুড়ীকে লইয়া আসিল।

১২

বেহা'ন আসিলেই প্রতিমা বলিলেন, "খুব কিন্তু ধরা পড়ে গেছ! এমন ছেলে এত দিন লুকিয়ে রেখেছিলে?"

সুরবালা যেন কুণ্ঠিতভাবে বলিলেন, "আমি ত জানতেম না।"

প্রতিমা বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ছেলের কথা জান্‌তে না?"

"তা' জেনেছিলাম। কিন্তু তিনি যা'বার পর কোন সন্ধানই করতে পারি নি।"

"জেনেছিলে ত, ছেলেকে আননি কেন?"

সুরবালা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিলেন—কত কথা, কত ব্যথা তাঁহার বুকের মধ্যে বাজিয়া উঠিল! সে সব কথা তিনি এত দিন কাহাকেও বলেন নাই—বলিতে পারেন নাই। কিন্তু আজ তাহা না বলিয়া উপায় নাই। তিনি বলিলেন, "দোষ আমার আর দোষ আমার পোড়া কপালের।"

"কেন?"

"তিনি যখন ছেলের কথা বলেছিলেন, আমি ত তখনই ছেলেকে আন্‌তে বলেছিলেম। কিন্তু—"

একটু থামিয়া তিনি বলিলেন, "কিন্তু তিনি যখন বল্লেন, 'সে মা-মরা ছেলে; তুমি ছেলেমানুষ, তা'কে 'মানুষ' করতে পারবে কি?'—তখন আমার বড় অভিমান হ'ল। আমি বাঙ্গালীর মেয়ে, আমার বাবা বিমাতার কোলে 'মানুষ' হয়েছিলেন—আমি আমার স্বামীর ছেলেকে—আমার ছেলেকে 'মানুষ' করতে পারব না? আর একটা কথা মনে করে আমার অভিমান আরও বেড়ে গেল—"

প্রতিমা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি?"

"তাঁ'র বন্ধুর স্ত্রী—যাঁ'র সঙ্গে ছেলের কোন সম্পর্ক নাই, তিনি কি তা'কে আমার চাইতে বেশী আপনার মনে করে কোলে তুলে নিতে পারেন ?"

"তা'র পর ?"

"সেই অভিমানে আমি আর সে সম্বন্ধে কোন কথা বললেম না। তিনি কি ভাবলেন জানি না—তিনিও আর কোন কথা বললেন না।"

প্রতিমা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "এক বার আমাদের বাড়ী নীলকণ্ঠের যাত্রা হয়েছিল। তা'তে গান শুনেছিলুম—'কুব্জারে ত মান সাজে না।' সে গানটা আমি ভুলতে পারি নি। কেবল কুব্জাকে কেন—স্ত্রীলোকমাত্রকেই মান সাজে না। যা'দের মান মরণের ফুৎকারে নিবে যায়, তা'দের আবার মান করা কেন ?"

"সেই কথাই আজ ভাবি—সেই কথাই এত দিনে ভেবে আসছি। তাঁ'র মনে যে একটা অস্বস্তি ছিল, সে ছেলের জন্য। মনে হয়, কেন আমি জিদ করে ছেলেকে আনি নি।"—বলিতে বলিতে সুরবালার গলা ধরিয়া আসিল—চক্ষুতে জল টল টল করিতে লাগিল।

প্রতিমার ও সুহাসিনীর চক্ষুও শুষ্ক রহিল না।

সুহাসিনী বলিলেন, "তা'র পরে আর ছেলের কোন খোঁজ করতে পার নি !"

"না। তিনি সহসা মারা গেলেন। সে বিদেশে। তিনি যখন বড় পীড়িত, তখনই তাঁ'র বাক্স চুরী গেল। হয় ত সে বাক্স পেলে, ছেলের সন্ধান করতে পারতেম। তা' হ'ল না। সে, বোধ হয়, আমারই অপরাধের ফলে। ভাইরাও বললেন, যখন ছেলের নাম প্রভাত—এ ছাড়া আর কিছুই জানা নেই, সে কোথায়, কা'র কাছে—কিছু জানা নেই, তখন কেমন করে সন্ধান হ'বে ? সে কথার কোন উত্তর আমি

দিতে পারলেম না। এত দিন মনে করেছি, আমার ছেলে থাকতেও আমি যে তা'কে পেলেম না—আমি যে তা'র হাতের আগুন পা'ব না—সে যে দাঁড়িয়ে তা'র বোনের বিয়ে দিতে পেলে না—এ সবই আমার কর্ম্মফল।"

"ছেলে সোনার চাঁদ—যেমন রূপ তেমনই গুণ—দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়, কথা শুনতে মনে আনন্দ হয়।"

"আপনাদের কাছে আমার ঋণ শোধবার নয়। আজ সে ঋণ আরও বেড়ে গেল। ছেলেকে যে পেলেম, সেও, বেহা'ন, আপনাদের কৃপায়।"

প্রতিমা বলিলেন, "তুমি ঋণের কথা মনের কোণেও ঠাঁই দিও না। অমরনাথ আমাদের জন্মান্তরের ভাই-ই ছিল; আমরা তা'কে কখন পর ভাবি নি—ভাবতে পারি নি। আজ যদি আমি মনে করি, কি ভূপতি মনে করে—নির্ম্মলাকে আমরা দয়া করে বৌ করেছি, তবে আমরা নীলকমল মিত্রের সন্তান বলে পরিচয় দিতে লজ্জা বোধ করব।"

"সে আপনাদের অনুগ্রহ।"

"তোমার কপালে যত ভোগ ছিল, তা' ভুগেছ। এখন ছেলেকে পেয়েছ—আর ছেড়ে দিও না; ওকে সংসারী কর—ছেলের বিয়ে দাও; ছেলেকে স্থিত করে মা'র কায কর।"

"আমার অদৃষ্টে যদি অত সুখ হয়, তবে সে কেবল আপনাদের আশীর্ব্বাদে।"

"ভূপতির মুখে ত প্রভাতের প্রশংসা ধরে না! বৌও তা'ই বলছে।"

সুহাসিনী বলিলেন, "সে আর কি বলব, বেহা'ন! প্রথম দিনের দেখা—তখনও পরিচয় পাইনি—তা'তেই যে কত আপনার হয়ে গেল! তা'র পরদিন দিনের আলোয় ওকে দেখেই তোমার বেহাই চিনে ফেললেন—বুকে ধরলেন। আমাকে ডেকে যখন বললেন, 'তোমার কাকীমা' তখন

প্রভাত বললে, সে কখন 'মা' বলে ডাক্‌তে পায় নি—সে 'মা'-ই বলবে। শুনে বুকের মধ্যে কেমন করে উঠল।"

সুরবালার দুই চক্ষু ছাপাইয়া অশ্রু দুই গণ্ড বহিয়া পড়িতে লাগিল।

ভূপতি কখন আসিয়া ঘরে দাঁড়াইয়া ছিলেন, তাহা কেহই লক্ষ্য করেন নাই। তিনি বলিলেন, "দিদি, প্রভাতকে কি ডাকব?"

"চল, বেহা'ন" বলিয়া সুরবালাকে ডাকিয়া প্রতিমা বলিলেন—"কিন্তু তোমার ছেলে, তুমি ত দেখবেই ; আমি আগে দেখি।"

তিনিই প্রথমে ভূপতির অনুসরণ করিয়া সদর ও অন্দর দুই মহলের মধ্যবর্ত্তী যে ঘরে বসিয়া বেড়াইতে বাহির হইবার জন্য ভূপতি ও সুহাসিনী জিনিষপত্র গুছাইয়াছিলেন সেই ঘরে উপস্থিত হইলেন। সুরবালা সেই ঘরেরই দ্বারের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার পশ্চাতে সুহাসিনী ও নির্ম্মলা—পুষ্পও আসিবার প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারে নাই।

প্রভাত ঘরে ঢুকিয়াই ভূপতিকে জিজ্ঞাসা করিল, "মা?"—বলিতে বলিতে সে প্রতিমাকে প্রণাম করিয়া তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিল।

প্রতিমা তাঁহার দুই হাত প্রভাতের মাথার উপর রাখিয়া বলিলেন, "আমি তোমার পিসীমা। চিরজীবী হও, বাবা—চির সুখী হও। তোমায় নিয়ে মা'র সব দুঃখ দূর হ'ক।"

"দেখুন, পিসীমা, আমার অদৃষ্ট এতদিন আপনাদের সকলকে আমার কাছ থেকে লুকিয়ে রেখেছিল। এখন সে আমাকে সব দিচ্ছে। কাকাবাবুকে পেয়েছি, বোন্‌টিকে পেয়েছি, কাকীমা'কে পেয়েছি, আপনাকে পেয়েছি, মা-ও ত এসেছেন। খুব আশ্চর্য্য নয়?"

"তোমাকে পেয়ে আমরা যে কি আনন্দলাভ করেছি, তা' তুমি বুঝতেই পারবে না। আমরা যেন যা' পা'ব না—জানতুম, তাই পেয়েছি। আর বেহা'নের ত কথাই নেই।"

প্রতিমা ফিরিয়া দাঁড়াইয়া সুরবালাকে ডাকিলেন, "এস, বোন ; ছেলের কাছে এস ; তপ্ত বুক জুড়িয়ে যাবে।"

সুরবালা সেই আহ্বানে ঘরের মধ্যে আসিলেন। তাঁহার চরণ কম্পিত হইতেছিল। আজ তাঁহার মনে যে ভাবের বন্যা বহিয়া যাইতেছিল, তাহাতে তিনি কি অবিচলিত থাকিতে পারেন? সত্যই ছেলেকে দেখিলে চক্ষু জুড়ায়, তাহার কথা শুনিলে মন পুলকিত হয়।

প্রভাত আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল ; তাঁহার পদধূলি লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া ডাকিল, "মা!"

সুরবালা অশ্রুপূর্ণনেত্র তুলিয়া তাহার দিকে চাহিলেন—উত্তর দিলেন, "বাবা!" অশ্রুর উচ্ছ্বাসে তিনি আর কিছু বলিতে পারিলেন না।

প্রভাত বলিল, "মা, আমাকে পেয়ে আপনার মনে হচ্ছে না ত— এ কোথা থেকে এল?"

সুরবালা ভাবিলেন, তিনি যে তাহাকে কিছুই বলেন নাই, তাহাতেই হয় ত ছেলের মনে এই সন্দেহ হইয়াছে। তিনি প্রবল চেষ্টায় উচ্ছ্বসিত ভাবাবেগ সংযত করিয়া বাষ্পোচ্ছ্বাসকম্পিত কণ্ঠে বলিলেন, "বাবা, যে দিন তিনি কি ভেবে তোমাকে আমার কোলে এনে দেন নি, সে দিন তাঁ'র উপর আমার অভিমান হয়েছিল। আজ আমার সেই অভিমান শতগুণ হয়ে উঠেছে যে, তোমার মত ছেলেকে আমি কোলে করে 'মানুষ' করতে পাই নি—তোমার মত ছেলের 'মা' ডাক আমি এতদিন শুনতে পাই নি! আমার অদৃষ্ট—"

তিনি সহসা নীরব হইলেন। প্রভাত চাহিয়া দেখিয়া তাঁহার সর্ব্ব-শরীর কম্পিত হইতেছে—বুঝি তিনি পড়িয়া যাইবেন। সে তাড়াতাড়ি মা'কে ধরিল। ওদিকে নির্ম্মলাও পার্শ্বের কক্ষ হইতে মা'র ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া দ্রুত আসিয়া মা'কে ধরিল। সুরবালার একখানি হাত

পুত্রের স্কন্ধে ও অপরখানি কন্যার স্কন্ধে ন্যস্ত হইল। তাঁহার মনে হইল, জীবনে তিনি কখন এমন সুখ অনুভব করেন নাই; সেই মুহূর্ত্তে যদি তাঁহার মৃত্যু হয়, তবে সে মৃত্যু কি সুখেরই হয়!

সুরবালার আপনাকে সামলাইয়া লইতে বিলম্ব হইল না। তবে তাঁহার অশ্রুর উচ্ছ্বাস নিবারিত হইতে কিছু বিলম্ব হইল। প্রভাতও কাঁদিয়া ফেলিল।

তাহার পর প্রভাত বলিল, "মা, আপনি দুঃখ করবেন না। আমি এসেছি; এখন দেখবেন, ছেলের অত্যাচারে আপনাকে অস্থির হ'তে হ'বে।"

সুরবালা বলিলেন, "বাবা, যখন তুমি ছোট্টটি ছিলে—তখন তোমার সত্যিকার অত্যাচার যে আমি কখনও সহ্য করতে পারি নি, সে দুঃখ ত আমি ভুলতে পারছি না।"

"যা' গেছে, তা' আর ফিরবে না। কিন্তু এখন আপনি আর আমাকে ছাড়তে পারবেন না।"

"আমার কি তা'তে অসাধ? আমি তোমার হাতের আগুন পা'ব, এর চেয়ে কামনার আর কি থাকতে পারে, বাবা!"

সুরবালার কথার স্বরূপ প্রভাত বুঝিতে পারিল না; তাই সে জিজ্ঞাসা করিল, "কেন, মা?"

প্রতিমা তাহার প্রশ্নের কারণ বুঝিলেন—প্রভাত বাঙ্গালার প্রথা জানে না, সে ভিন্নরূপে শিক্ষিত হইয়াছে তিনি বলিলেন, "বাবা, মৃত্যুর পর দাহের সময় ছেলেই আগুন দিবে, এর চেয়ে বড় কামনা হিন্দুর আর নেই।"

প্রভাত বলিল, "পিসীমা, মা'র এখনই সে কথা কেন?"

হিন্দুর ঘরে বিধবা যে মৃত্যুকেই মুক্তি মনে করেন, সে কথা প্রতিমা সর্ব্বদাই অনুভব করিতেন; কিন্তু তিনি বুঝিলেন, প্রভাতকে সে কথা

বুঝান যাইবে না। তাই তিনি কেবল বলিলেন, "মরণ এক দিন হ'বেই। মানুষের পক্ষে তা'র জন্য সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকতে হয়—তা'ই ত স্বাভাবিক।"

"এখন মা'র সে জন্য প্রস্তুত হ'তে হ'বে না।"

"আমিও তা'ই বলি, বাবা। তোমাকে পেয়েছেন, এখন তিনি মরতে পাবেন না। তুমি মা'কে নিয়ে যাও আমাদের শাস্ত্রে বলে, স্ত্রীলোককে শেষে রক্ষা করে—পুত্র। এখন তোমার মা'র কায রয়েছে; তোমাকে সংসারী করতে হ'বে।"

প্রভাত হাসিয়া বলিল, "সে জন্য তাড়াতাড়ি কেন, পিসীমা?"

"তাড়াতাড়ি নেই? সে তোমার কথা কে শুনছে? আমরা সে সব যা' করতে হয় করব।"

"আপনি বলে দেবেন, আমি এবার গিয়েই মা'কে নিয়ে যা'বার সব ব্যবস্থা করব; মা'কে যেতে হ'বে।"

"মা একা যা'বেন না।"

"কেন?"

প্রতিমা হাসিমুখে বলিলেন, "সে পরে বলব।"

প্রভাত কথাটা ঠিক বুঝিতে পারিল না।

প্রতিমা আবার বলিলেন, "মা'কে নিয়ে যা'বে; আর পিসীমা'র কথা একবারও বল্লেন না! তাই ত বলে—

"রুটি বল, লুচি বল, ভাতের বাড়া নয়;
মাসী বল, পিসী বল, মায়ের বাড়া নয়।"

সে সত্যি কথা।"

"আপনি যা'বেন, সে ত আমার পরম ভাগ্য। কিন্তু আপনাদের যেতে ত আর আমি বলব না! এখন বলবেন, মা।"

"ঠিক বলেছ, বাবা! এখন আমরা ত্রুটির জন্য বেহা'নকে দায়ী করব।"

তিনি সুরবালার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "দেখ, বেহা'ন, মনে করে এসেছিলুম, ভূপতির সঙ্গে প্রভাত আজ রাত্তিরে আমার ওখানে খা'বে। কিন্তু তা' আর বলব না। তোমার অধিকার সকলের অধিকারের চেয়ে বড়; আজ তুমি বসে ছেলেকে খাওয়াও—ও মা'র কাছে খেয়ে তৃপ্ত হ'বে, তুমিও ছেলেকে খাইয়ে তৃপ্তি পা'বে। তা'র পর কাল দুপুর বেলা তুমিই ওকে নিয়ে আমার ওখানে যা'বে; প্রভাত আমার কাছে খা'বে।"

প্রভাত বলিল, "কিন্তু পিসীমা, দিনে যা খেয়েছি, তা'তে রাত্তিরে আর খেতে পারব না।"

"সে কি হয়? আজ মা'র কাছে খা'বে; নইলে মা'র মনে দুঃখ হ'বে।"

প্রভাত আর কোন কথা বলিল না।

কিছুক্ষণ পরে বাড়ী যাইবার সময় প্রতিমা আবার প্রভাতকে ডাকাইয়া বলিলেন, "কাল দুপুরে মা'কে নিয়ে আমাদের বাড়ী যেও।"

প্রভাত তাঁহাকে প্রণাম করিলে তিনি বলিলেন, "থাক, বাবা থাক। আমি আশীর্ব্বাদ করছি, চিরজীবি হও—চিরসুখী হও, স[illegible]কে সুখী কর।"

সন্ধ্যার পূর্ব্বে ভূপতিই প্রভাতকে সঙ্গে লইয়া মোটরে বেড়াইয়া আসিলেন। গঙ্গার ধারে যাইয়া প্রভাত বলিল, "এমন নদী—কিন্তু কি অপরিষ্কার করে রেখেছে!"

ভূপতি বলিলেন, "নদী আমাদের জন্য নয়—বিদেশীদের বাণিজ্যের সুবিধার জন্য। যত আবর্জ্জনা গঙ্গার জলে ফেলা হয়, তত বুঝি আর কোথাও নয়।"

"আকাশ ধোঁয়ায় মলিন—বাতাস ধোঁয়ায় ভরা।"

কেন যে সুরবালা পুত্রের সন্ধান করিতে পারেন নাই, গাড়ীতেই প্রভাত তাহা ভূপতির কাছে শুনিল। শুনিয়া সে বলিল, "কিন্তু কি আশ্চর্য্য ব্যাপার ; না জান্‌লে যেন বিশ্বাস করতে পারা যায় না। সত্যই সত্য উপন্যাসের চেয়েও বিস্ময়কর।"

সন্ধ্যার পর উভয়ে গৃহে ফিরিয়া আসিলেন।

তাহার পর ভূপতি দিদির বাড়ী আহার করিতে চলিয়া যাইলেন আর প্রভাতকে উমানাথ, রমানাথ ও বামানাথের সঙ্গে আহার করিতে হইল—সুরবালা ও সুহাসিনী বসিয়া তাহাকে খাওয়াইলেন। তাঁহাদের উভয়ের "এটা খাও, ওটা খাও'য়ের" বাহুল্যে প্রভাতের আহারের মাত্রা এত অধিক হইয়া গেল যে, সে তাহার পরিণাম চিন্তা করিয়া সত্যসত্যই শঙ্কিত হইল। শেষে যখন মিষ্টান্নের পর মিষ্টান্ন আসিতে লাগিল, তখন সে "আমি আর খেতে পারব না"—বলিয়া উঠিয়া পড়িল।

সেই সময় সে দেখিতে পাইল, পার্শ্বের ঘরেই দ্বারের কাছে নির্ম্মলার পশ্চাৎ হইতে পুষ্প সরিয়া গেল। কিন্তু সে সরিয়া যাইবার পূর্ব্বে একবার উভয়ের দৃষ্টি মিলিত হইল।

সে দিন শয্যায় শয়ন করিয়া প্রভাত সমস্ত দিনের নানা কথা ভাবিতে লাগিল। তাহার ভাবিবার বিষয়ের অভাব ছিল না। সে ভূপতির স্নেহপরিচয় পূর্ব্বে পাইয়াছিল। আজ সে পিসীমা'র ও মা'র স্নেহপরিচয় পাইয়াছে। এই স্নেহ যে মানুষের জীবনের সম্পদ, তাহাতে আর সন্দেহ থাকিতে পারে না। যে তাহা লাভ করিয়াছে। এত দিন সে মনে করিয়া আসিয়াছে, তাহার কেহ নাই। আর আজ সে বুঝিয়াছে, তাহার মা আছেন, ভগিনী আছে—তাঁহাদিগের সঙ্গে সংসারের কর্ত্তব্যও তাহাকে স্বীকার করিয়া লইতে হইয়াছে ও হইবে।

তাহার পর? তাহার পর পিসীমা বার বার বলিয়াছেন—তাহাকে সংসারী হইতে হইবে। যে মা তাহার হাতের আগুন পাওয়া পরম সৌভাগ্য বলিয়া বিবেচনা করেন, তিনি বলিয়াছেন—তিনি তাহার সঙ্গে যাইবেন। তাহার জীবনে কত পরিবর্ত্তন—অতর্কিত ও অপ্রত্যাশিত পরিবর্ত্তন ঘটিবার সম্ভাবনা হইয়াছে!

কিন্তু—সঙ্গে সঙ্গে সে যখন আহারান্তে উঠিয়াছিল, তখন নির্ম্মলার পশ্চাৎ হইতে সরিয়া যাইবার সময় দৃষ্ট মুখ তাহার চিত্রপটে ফুটিয়া উঠিল। পূর্ণিমা রজনীতে—সপ্তদশ দিবস পূর্ব্বে তাজমহলের বেদীর উপর প্রথম দর্শন হইতে আজ পর্য্যন্ত সে কত কথা ভাবিয়াছে, কত স্বপ্ন দেখিয়াছে—তাহা তাহার মনে পড়িল। সে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিল। আশা ও আশঙ্কা তাহার মনে আলো ও ছায়ার মত পরস্পরকে অনুগমন করিতে লাগিল। তাহার মনে হইল, সে দুরাশাই হৃদয়ে পোষণ করিতেছে; কিন্তু তখনই আবার তাহার মনে হইল, সে কিছু দিন পূর্ব্বে যাহা কল্পনাও করিতে পারে নাই, তাহাই ত তাহার জীবনে সত্য হইয়াছে! সম্ভব আর অসম্ভব—এতদুভয়ের মধ্যে সীমারেখা কোথায়?

সে ভাবিল, সেই গৃহে আর কেহ কি বিনিদ্র যামিনী যাপন করিতেছে? কে বলিবে?

১৩

সকালে চা পান করিবার সময় ভূপতি ভৃত্যকে বলিলেন, "ওরে, আমি নেবুর রস দিয়ে চা খা'ব।" তিনি প্রভাতের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "দিদি, এত রকম খাবার করেন, আর না খেলে এত রাগ করেন যে, দিদির কাছে খেয়ে এলে এ বয়সে তা'র পর দিন এক বেলা উপবাস করাই সঙ্গত।"

প্রভাত বলিল, "শুনে আমার ত ভয় হচ্ছে।"

"তোমাকে যে আজ সেখানে খেতে হ'বে! কিন্তু তোমাদের বয়সে আমি দিদির বাড়ীতে খেতে ভয় পাই নি।"

প্রতিমার বাড়ীতে কেবল যে প্রভাতের ও সুরবালারই নিমন্ত্রণ ছিল, তাহা নহে; সঙ্গে সঙ্গে উমানাথের, রমানাথের, বামানাথের, নির্ম্মলার ও পুষ্পেরও নিমন্ত্রণ ছিল। বামানাথের স্কুল, সেই জন্য সে পুষ্প ও নির্ম্মলার সঙ্গে সর্ব্বাগ্রে গেল; তাহার পর সুরবালা, প্রভাত, উমানাথ ও রমানাথ।

প্রতিমা সুরবালাকে আপনার ঘরে লইয়া যাইয়া বলিলেন, "বেহা'ন, কেমন—ছেলে বুকজুড়ান বটে ত?"

সুরবালা বলিলেন, "এখন আশীর্ব্বাদ করুন—বেঁচে থাক, সুখে থাক।"

"সে আশীর্ব্বাদ আমি ত করছিই। কিন্তু তোমাকে বলছি, ছেলেকে নিয়ে আবার সংসারী হও।"

"সংসার যা'কে বিদায় দিয়েছে, তা'র আর সংসার করবার সাধ কেন, দিদি? তবে ছেলে যেমন মা বলে মান্য দিয়েছে, তেমনি মা'র কর্ত্তব্য করতে হ'বে।"

"আমিও তা'ই বলছি। সেই সম্পর্কেই তোমাকে একটা কথা বলব।"

সুরবালা কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টিতে প্রতিমার দিকে চাহিয়া রহিলেন।

প্রতিমা বলিলেন, "অমরনাথের মেয়েকে আমি মেয়ে করে নিয়েছি—বাড়ীতে বৌ করেছি; তা'র ছেলেকে আমি ছেলে করতে চাই—পুষ্পের সঙ্গে তা'র বিয়ে দিতে হ'বে।"

সুরবালা বলিলেন, "সে ছেলের ভাগ্য। আমি নির্ম্মলাকে আপনাদের হাতে দিয়ে যে কি স্বস্তি পেয়েছি, তা' ভগবানই জানেন। ছেলেকে যে পেয়েছি, সেও আপনাদের দ্বারা। পুষ্পকে বৌ করব এ আশা যে আমি করতেই পারি না!"

"কেন পারবে না? মেয়ে যদি জন্মান্তরে শিবপূজা করে থাকে, তবেই অমন স্বামী পা'বে।"

"আমাকে আপনি যা বলবেন, আমি তা'ই করব।"

"তুমি ছেলেকে বলবে, তা'কে বিয়ে করতে হ'বে—সে সংসারী না না হ'লে তুমি শুনবে না।"

"আচ্ছা।"

সেদিন আহারের পর উমানাথ ও রমানাথ প্রভাতকে শিবপুরে বোটানিক্যাল বাগান দেখাইয়া আনিল। তাহারা যখন গৃহে ফিরিল, তখন ভূপতি আফিস হইতে ফিরিয়াছেন। তিনি ভাবিতেছিলেন, দিদি যে প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহা কিরূপে উপস্থাপিত করা যায়? ঠিক উপায় তিনি স্থির করিতে পারিতেছিলেন না।

প্রভাত আসিয়া বলিল, "আমি ক'বে যা'ব?"

ভূপতি বলিলেন, "পরশু গেলেই ত হ'বে?"

"তা' হ'বে। কিন্তু মনে করছি, আমিই মা'কে কৃষ্ণনগরে রেখে

আসি। মামাদের সঙ্গে পরিচয় করা দরকার—আর বলে আসব, আমি মা'কে নিয়ে যা'ব।"

"তোমার মা'কে বলেছ ?"

"না। আজ বলব।"

সেই দিন সন্ধ্যার পরই সুরবালা আহ্নিক সারিয়া উঠিলে নির্ম্মলা বলিল, "মা, দাদা তোমায় ডাকছেন।"

"চল, যাই"—বলিয়া তিনি নির্ম্মলার সঙ্গে নির্ম্মলার ঘরে গমন করিলেন—নির্ম্মলা প্রভাতকে ডাকিয়া পাঠাইল।

প্রভাত আসিয়া বলিল, "মা, আপনি ত কৃষ্ণনগরে যা'বেন ? চলুন, আমিই রেখে আসি। মামাদের দেখাও হ'বে—আর তাঁ'দের বলে আসাও হ'বে, আমি আপনাকে নিয়ে যা'ব।"

সুরবালা বলিলেন, "তা'ই হ'বে।"

"তবে কাল আপনাকে রেখে আসব।"

নির্ম্মলা জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কবে যা'বেন ?"

সে কথার উত্তর না দিয়া প্রভাত বলিল, "মা, আমার একটা নালিশ আছে ; নির্ম্মলা আমাকে 'আপনি' বলে কেন ?"

সুরবালা একটু হাসিয়া বলিলেন, "তুমি ওর দাদা, ওকে শাসন করবে। কিন্তু বাবা, ও ত আমাকে 'আপনি' বলে না।"

"আমিও বলব না।"

"তা' হ'লে কাল কখন যাওয়া ?"

"সে আমি উমানাথের-সঙ্গে পরামর্শ করে ঠিক করে নেব।"

"সে-ই ভাল।"

পর দিন বেলা দশটার সময় প্রভাত মা'কে লইয়া যাত্রা করিল—স্থির ছিল, সে সন্ধ্যায় রওনা হইয়া রাত্রি ৯টায় কলিকাতায় ফিরিয়া আসিবে।

সে কৃষ্ণনগরে পৌঁছিলে তাহাকে দেখিয়া ও তাহার ব্যবহারে সুরবালার ভ্রাতারা বিশেষ প্রীত হইলেন। সে বলিল, সে তাহার মা'কে লইয়া যাইবে। তাঁহারা বলিলেন, "বেশ ত! আগে সব ঠিক হ'ক; তখন যা'বেন।"

কৃষ্ণনগর ত্যাগ করিবার জন্য ষ্টেশনাভিমুখে যাত্রা করিবার পূর্ব্বে প্রভাত মা'কে প্রণাম করিতে যাইয়া বলিল, "মা, আমি শুনেছি, সাধে কিছু দিতে হয়। নির্ম্মলাকে তুমি কি দেবে?"

সুরবালা বলিলেন, "তোমার মামীমা'দের সঙ্গে পরামর্শ করে ঠিক করব।"

"ভাল গয়না আর কাপড় জামা দিতে হ'বে।"

"তা'ই ত মনে করেছি; কিন্তু দামী জিনিষ দিলে আবার বেহাই রাগ করেন; বলেন—'আমাকে বললেই ত হয়, আমি করিয়ে দেই।' তা'ই আবার ভাবি।"

"সে তোমাকে বলেন। এবার--এখন থেকে আর ত তোমাকে খরচ করে দিতে হ'বে না। ও আমার একটি মাত্র বোন। ওকে দিতে কি আমারও ইচ্ছা করে না?"

সুরবালা চুপ করিয়া রহিলেন। তাঁহার মনে হইল, প্রভাত সত্য সত্যই ছেলের অধিকার লইয়াছে—তাঁহার স্নেহও সে দখল করিয়া লইয়াছে। প্রভাত বলিল, "কি দেবে ঠিক করে আমায় কত টাকা লাগবে লিখলে আমি পাঠিয়ে দেব।"

"তা'ই করব, বাবা। পৌঁছেই খবর দিও; আর কেমন থাক নিয়ম মত পত্র লিখতে ভুলো না।"

"কখ্খন না—কিন্তু বেশীদিন পত্র লিখতে হ'বে না; আমি গিয়েই তোমাকে নিয়ে যাবার বন্দোবস্ত করে ফেলব।"

সুরবালা যে কথা বলিবার অবসর সন্ধান করিতেছিলেন, সেই কথা বলিবার সুযোগ পাইলেন। তিনি বলিলেন, "কিন্তু আমি ত একা যা'ব না!"

"কেন? নির্ম্মলাকে নিয়ে যা'বে?"

"আর বৌকে নিয়ে যা'ব।"

প্রভাত হাসিয়া বলিল, "সে জন্য দেরী করা চলবে না!"

"দেরীই বা করব কেন?"

"সে কথা পরে হ'বে।"

"না। তুমি যেমন মা'র প্রতি ছেলের কর্ত্তব্য পালন করবে, আমাকেও তেমনই মা'র কর্ত্তব্য পালন করতে হ'বে। তা' ছাড়া বেহাই আর তাঁ'র দিদি—এঁদের স্নেহের আর যত্নের ঋণ আমি কখন শুধতে পারব না; এঁরা নির্ম্মলাকে যত স্নেহ করেন, তত বুঝি আমিও করতে পারি না; এঁদের অনুরোধ—"

"কি অনুরোধ, মা?"

"তোমার সঙ্গে পুষ্পের বিয়ে দিতে হ'বে। তাঁ'রা বলেছেন, আমার মেয়েকে যেমন আপনার করেছেন, ছেলেকেও তেমনি করবেন।"

অপ্রত্যাশিত আনন্দের মদিরা যেন প্রভাতকে আবিষ্ট করিয়া তুলিল। সে কোন কথা বলিতে পারিল না। সে কি বলিবে? স্বপ্নও কি সফল হয়?

তাহাকে নির্ব্বাক দেখিয়া সুরবালা বলিলেন, "তুমি পুষ্পকে দেখেছ। তা'কে বৌ করতে পারব—এ সৌভাগ্য আমি কখন কল্পনা করতে পারি নি।"

প্রভাত তখনও যেন আপনাকে আত্মস্থ করিতে পারে নাই।

সুরবালা বলিলেন, "আমার এ কথা তোমায় রাখতেই হ'বে।"

প্রভাত তখনও নির্ব্বাক।

সুরবালা বলিলেন, "তুমি আমাকে কথা দিয়ে যাও, আমার কথা অন্যথা করবে না।"

প্রভাত ততক্ষণে আপনাকে সামলাইয়া লইয়াছে। সে বলিল, "তুমি যা বল্‌বে আমি তা'ই করব।"

সুরবালা দুই করতল প্রভাতের মস্তকে স্থাপিত করিয়া তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

আজ স্বামীর কথা মনে করিয়া তাঁহার বুক বেদনায় ও চোখ জলে ভরিয়া গেল—তিনি এমন ছেলে বৌ দেখিতে পাইলেন না! আর এক দিন এমনই কথা তাঁহার মনে হইয়াছিল, সে নির্ম্মলার বিবাহের পর —বরকনে বিদায় হইলে তিনি যখন ভূমিতে লুটাইয়া কাঁদিয়াছিলেন। প্রভাতকে দেখিয়া অবধি তাঁহার মনের মধ্যে একটা নূতন ব্যথা অনুভূত হইতেছিল। তিনি কেবলই মনে করিতেছিলেন, তিনি কেন স্বামীর উপর অভিমান করিয়াছিলেন? প্রতিমা সত্যই বলিয়াছেন, স্ত্রীলোকের কি মান সাজে? অমরনাথ যে অভিমান করিয়াছিলেন, সে অভিমানের মর্য্যাদা তিনি রক্ষা করিয়াছেন। আর তিনি? আজ তাঁহার অভিমান তাঁহাকেই পীড়িত করিতেছে। ছেলেকে কাছে না পাইয়া স্বামী দুঃখ লইয়া গিয়াছেন। আর তিনিও এত দিন এমন ছেলেকে পায়েন নাই! প্রতিমার প্রস্তাব তিনি নির্ম্মলাকে জানাইয়া আসিয়াছিলেন। প্রস্তাব শুনিয়া নির্ম্মলা বলিয়াছিল, "মা, সেই জন্যই পিসীমা পুষ্পের কাছে দাদার কথা জিজ্ঞাসা করেছেন। আমাদের প্রতি পিসিমার স্নেহের তুলনা নাই। এখনও বাবার নাম করিলে পিসীমা'র চোখ ছল ছল করে।"

সুরবালা তাড়াতাড়ি প্রভাতের সহিত তাহার বিবাহ সম্বন্ধে কথার বিষয় পত্রে নির্ম্মলাকে লিখিয়া—পিসীমা'কে তাহা জানাইতে বলিলেন

এবং সে পত্র প্রভাতকে দিয়া বলিলেন, "বাবা, পত্রখানা নির্ম্মলাকে দিও।"

সেই পত্র লইয়া প্রভাত কলিকাতা যাত্রা করিল। সে যেন তখনও আনন্দের মত্ততা অনুভব করিতেছিল। তাহার কেবলই মনে হইতেছিল, পৃথিবী কি সুখের স্থান! এমনই হয়—মানুষের জীবনে যখন সুখের বর্ণলেপ পড়ে, তখন তাহা অতীতের দুঃখের সব চিহ্ন লুপ্ত করিয়া দেয়, কেবল নূতন বর্ণই পরিলক্ষিত হয়। সেই জন্যই লক্ষ্মী পূর্ণিমায় তাজমহল হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর হইতে মা'র প্রস্তাবের পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত সে যে উদ্বেগ—আশঙ্কা ভোগ করিয়াছে—যে সব বিনিদ্র রাত্রি যাপন করিয়াছে প্রভাত সে সবই ভুলিয়া গেল।

১৪

দাদার কাছে মা'র পত্র পাইয়া তাহা পড়িয়াই নির্ম্মলা তাড়াতাড়ি সুহাসিনীর কাছে গেল। সুহাসিনী পত্র পড়িয়া এক গাল হাসি হাসিয়া বলিলেন, "বেশ হয়েছে!"

নির্ম্মলা বলিল, "আমি পিসীমা'কে টেলিফোন করে দিই গে।"

"রক্ষা কর! যে মানুষ—এখ্খুনি ছুটে আসবেন। রাত্তিরে আর তাঁকে কষ্ট দিও না।"

"কিন্তু তিনি রাগ করবেন।"

"রাতটা পোহাতে দাও; সকালে টেলিফোন করো।"

পুষ্প নির্ম্মলাকে জিজ্ঞাসা করিল, "কি, বৌদিদি?"

নির্ম্মলা খুব গম্ভীর হইয়া—হাসি চাপিয়া বলিল, "ও একটা কাযের কথা।"

পুষ্প বৌদিদির উপর রাগ করিয়া আর কিছু জিজ্ঞাসা করিল না।

রাত্রিতে নির্ম্মলা যখন তিনটা বাজিবার পূর্ব্বেই তিনবার উঠিয়া ঘড়ী দেখিল, তখন উমানাথের ভয় হইল, বোধ হয় তাহার অসুখ করিয়াছে। সে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার কি অসুখ করেছে?"

নির্ম্মলা বলিল, "না।"

"তবে যে বার বার উঠছ, আর ঘড়ী দেখছ?"

"অসুখে নয়—সুখে।"

"ব্যাপারটা কি?"

"সে আমি কিছুতেই বলব না।"

"এমন কি গোপনীয় কথা?"

"খুব গোপনীয়।"

"আচ্ছা ; বল্‌তে হ'বে না। এখন স্থির হয়ে ঘুমোও।"

কথাটা স্বামীকে বলিবার জন্য কিন্তু নির্ম্মলা অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল। উমানাথ আর জিজ্ঞাসা করিল না দেখিয়া সে বলিল, "রাগ করলে বুঝি ?"

উমানাথ বলিল, "না।"

"তা' বলছি ; কিন্তু তুমি এখন কাউকে বলতে পা'বে না। কেমন ?"

উমানাথ হাসিয়া বলিল, "আচ্ছা।"

"দাদার সঙ্গে পুষ্পের বিয়ে।"

"হ'লে ত ভালই হয়।"

"হ'লে—কি ? ঠিক হয়ে গেল।"

"কে বল্লে ?"

"কেন, আমি। আমার ভাইয়ের বিয়ে—আমি কি একটা কর্ম্মকর্ত্তা নই ?"

"নিশ্চয়। ব্যাপারটা কি বল ত ?"

"পিসীমাই এ কথা বলেন। প্রথমে যেন এখানকার মা'র তত মত ছিল না। পিসীমাই তাঁ'র মত ফেরান। তিনিই মা'কে বলে দিয়েছিলেন—মা যেন দাদাকে বলেন, তিনি পুষ্পের সঙ্গে দাদার বিয়ে দেবেন। মা আজ পত্র লিখেছেন, দাদা বলেছে, তিনি যা' বলবেন, দাদা তা'ই করবে।"

"কি সুবোধ বালক—বড় মাতৃভক্ত!"—বলিয়া উমানাথ হাসিতে লাগিল।

"কেন ?"

"যেন কেবল মা'র কথাতেই রাজী হয়েছেন !"

"তা' নয় ত কি ?"

"আচ্ছা—সে নিয়ে আর ঝগড়া করতে হ'বে না এখন স্থির হয়ে, ঘুমোও—শরীরটা খারাপ করো না—দাদার বিয়ে।"

পরদিন প্রভাতে উঠিয়াই নির্ম্মলা পিসীমাকে টেলিফোন করিল এবং তাহার পর আসিয়া সুহাসিনীকে বলিল, "মা, পিসীমা এখখুনি আসছেন।"

সুহাসিনী হাসিয়া বলিলেন, "এখন বুঝলে ত, কেন কাল রাত্তিরে খবর দিতে বারণ করেছিলুম ?"

নির্ম্মলা সুহাসিনীর ঘর হইতে যাইয়া আপনার ঘরে প্রবেশ করিলেই পুষ্প কৌতূহলের আতিশয্যে পূর্ব্বরাত্রির রাগ ভুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েছে, বৌদিদি ? রাত্তির থেকে তোমরা যেন একটা রহস্য সৃষ্টি করছ। কি ?"

নির্ম্মলা বলিল, "সে তোমাকে বলা হ'বে না, বৌদিদি।"

"তোমার কি মাথা খারাপ হ'য়েছে ?"

"হ'বার মত হয়ে এসেছে।"

"কেন ?"

"আনন্দে।"

"কিসের এত আনন্দ ? আমরা ভাগ পেতে পারি না ?"

"বেশীর ভাগটাই তোমার।"

"হেঁয়ালী না কি ?"

"দাদার বিয়ে।"—বলিয়া নির্ম্মলা পুষ্পের দিকে চাহিল। সে দেখিল, সে মুখ যেন সহসা বিবর্ণ হইয়া গেল। পুষ্প অতি কষ্টে আপনাকে সামলাইয়া বলিল, "তাই ?"—কিন্তু তাহার কণ্ঠস্বরে তাহার বিচলিত ভাব প্রকাশ পাইল।

নির্ম্মলা পুষ্পকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "কথাটার শেষ অবধি শুনবে না ?—দাদার বিয়ে এবং—তোমার সঙ্গে।"

পুষ্প পুলকাবেগ সংযত করিয়া বলিল, "তুমি বড় দুষ্টু।"

নির্ম্মলা বলিল, "আমি—না, তুমি ?"

"আমি দাদাকে বলছি, তুমি বড় দুষ্টু হয়েছ।"

"কা'র দাদা ?"

"সে কি ?"

"দাদা দু'জন—এক জন তোমার দাদা, এক জন আমার দাদা। তোমার দাদার ত আমাকে শাসন করবার সম্পর্ক নয় ; তবে আমার দাদা ছোট বোনকে শাসন করতে পারেন—আর তুমি যা' বলবে তিনি তা' শুনতে বাধ্য।"

পুষ্প কপট কোপ প্রকাশ করিয়া বলিল,—"যাঃও"

"আমাদের ফাঁকি দিয়েছিলে ; কিন্তু পিসীমা'কে ফাঁকি দিতে পার নি।"

"কি বলছ ?"

"তোমার রোগ তিনি স্নেহের ষ্টেথসকোপ দিয়ে ধরেছিলেন। তা'ই ত বলি, আমার দাদার কথা, তিনি তোমাকে অত করে জিজ্ঞাসা করেন কেন ?"

"আমি চান করতে যাই।"

"তা' যাও। কিন্তু আমাদেরই বুঝবার ভুল হয়েছিল—প্রেমের স্বপ্ন তাজমহলে পূর্ণিমার রাত্তিরে শুভদৃষ্টি—সে কি ব্যর্থ হয় ?"

কথাটা কত সত্য, তাহা পুষ্প মনে মনে বুঝিল—মুখে রাগ দেখাইয়া চলিয়া গেল।

অল্পক্ষণ পরেই প্রতিমা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি আসিলেই সুহাসিনী বলিলেন, "বেহা'নের পত্রের কথা—"তাঁহাকে কথা শেষ করিতে না দিয়া প্রতিমা বলিলেন, "কে তোমাকে খবর দিয়েছে ? বৌমা বুঝি—আমি দেখছি সে কেমন মেয়ে।"

সুহাসিনী হাসিতে লাগিলেন।

প্রতিমা বলিলেন, "এখন হাসতে লজ্জা করছে না? তুমি ত না জেনেই বলেছিলে—না। এখন?"

"তখন ত আপনার বুদ্ধি পাই নি।"

"ঐ বুদ্ধি নিয়ে উনি সংসার চালাবেন! চল ভূপতির কাছে যাই।"

প্রতিমা সরাসরি ভূপতির বসিবার বারান্দায় যাইয়া উপস্থিত হইলেন। সুহাসিনী বারান্দায় যাইবার ঘরে রহিলেন।

প্রতিমা ভ্রাতাকে বলিলেন, "বেহা'ন ত পত্র লিখেছেন।"

ভূপতি বলিলেন, "তা'ই ত শুনলুম?"

"বৌটা বলেছে বুঝি? তখন কি বলেছিল? আর এখন দেরী সইল না! আমি ওকে থেঁতো করছি।"

তিনি ফিরিয়া দেখিলেন সুহাসিনী হাসিতেছেন। দেখিয়া প্রতিমা যেন নিরাশভাবে বলিলেন, "এত মোটা হয়েছে যে, আর থেঁতো করার কথায় ভয় পায় না; ভাবে আমি পারব না।"

ভূপতি হাসিতে লাগিলেন।

প্রতিমা বলিলেন, "দেখ না—নির্ম্মলা আগে শাশুড়ীকে খবর দিয়েছে।"

সুহাসিনী বলিলেন, "সে দোষ আমার। আমিই বলেছিলুম রাত্তিরে উদ্বাস্ত করো না; শুনলে এখ্খুনি ছুটে আসবেন।"

"আমার ভাইয়ের বাড়ী আমি আসব, তোমার তা'তে কি?"

ভূপতি হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "এইবার ননদ-ভাজের উপযুক্ত ব্যবহার হচ্ছে।"

"বরণের সময় এমন মোটা কলা গিলতে দেব যে, টের পা'বে।"

তাহার পর প্রতিমা ভূপতিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রভাত ত আজই আগ্রায় যা'বে?"

ভূপতি বলিলেন, "হাঁ।"

"আমি এখন চললুম ; দুপুরের পর আসব—সব ঠিক করতে হ'বে।"

সুহাসিনী বলিলেন, "এখ্‌খুনি যা'বেন ?"

"যা'ব না ? তোমাকে কুটবার জন্য হামানদিস্তে নিয়ে তবে আসব।"

সুহাসিনী হাসিয়া বলিলেন, "সে ত চট্‌ করে পা'বেন না! ফরমাস না দিলে হ'বে না।"

"তা'ই বটে।"

অপরাহ্নে ভ্রাতৃগৃহে আসিয়া প্রতিমা দেখিলেন, তাঁহার নির্দ্দেশানুসারে ভূপতি আফিস হইতে আসিয়াছেন। তিনি ভূপতিকে বলিলেন, "দিন ঠিক করে ফেল—প্রথম মাসে হ'বে না, মাঝ মাসে হয় ভালই—দিন না থাকে ত শেষমাসে।"

সুহাসিনী বলিলেন, "অঘ্রাণ মাসেই দিন ঠিক হ'বে ?"

"হ্যাঁ গো—হ্যাঁ।"

"তাড়াতাড়ি হ'বে না ?"

"কে তোমার পরামর্শ চাইছে ? অঘ্রাণ গেলে পৌষে হ'বে না—মাঘ মাসে বৌমা ভরা পোয়াতী, ভাইয়ের বিয়ের করাকর্ম্মা করতে পারবে না।"

"তা' বটে।"

"সে বুদ্ধিও নেই! আর তাড়াতাড়ি কিসের—কলকাতায় কি ব্যবস্থা করতে দেরী হয় ?"

তিনি ভূপতিকে বলিলেন, "বেহা'নের ভাই, ভাজ সব ত আসবেন ; একটা বাড়ী ঠিক করতে হ'বে। আমি বলি, আমার পটলডাঙ্গার বাড়ীখানা এই মাসের শেষেই খালি হ'বে। ঠিক করেছিলুম—ঝেড়ে মেরামত করব, কিছু বদলও করব ; তা' সে সব এক মাস পরেই হ'বে ; এখন ভাড়াটে উঠে গেলেই একবার কলি ফিরিয়ে দেবার ব্যবস্থা করি।"

"বেশ হ'বে।"

"তুমি কাল সকালে পুরুত ঠাকুরকে ডাকিয়ে দিন দেখিয়ে বেহা'নকে চিঠি লিখিয়ে দিও। কিন্তু খবরদার বৌকে চিঠি লিখতে দিও না; বৌমা'কে বলে দিও। আমি আজই প্রভাতকে বলে দেব, তা'র শাশুড়ীর এ বিয়েতে আপত্তি ছিল।"

সুহাসিনী বলিলেন, "সর্ব্বনাশ!"

"কেন, এখন ভয় পাও কেন? তোমার যেমন বুদ্ধি তা'র উপযুক্ত শাস্তি হ'লে তবে ঠিক হয়।"

প্রভাত ষ্টেশনে চলিয়া যাইবার পর প্রতিমা বিদায় লইলেন। যাইবার সময় তিনি নির্ম্মলাকে বলিলেন, "বৌমা, দেখো কিন্তু, ঘটক-বিদায়টা দিতে ভুলো না।"

সুহাসিনী বলিলেন, "পেটে না পিঠে?"

"ও দু'টাই তোমার জন্য থাকল। পেটপিঠই চিনেছ—আর পিঠ যা' করেছ, তা'তে খাবার যায়গা অনেকটা হয়েছে। নাতীকে আমি প্রথম শিখাব—তোমাকে পিঠে দিতে।"

উভয়েই হাসিতে লাগিলেন।

এদিকে উমানাথ ও রমানাথ সঙ্গে যাইয়া প্রভাতকে ট্রেণে তুলিয়া দিয়া আসিল।

ট্রেণ ছাড়িয়া দিলে প্রভাত ভাবিতে লাগিল—কয় দিনে তাহার জীবনে কি পরিবর্ত্তন হইয়াছে! সে দিন সে যখন আশা ও আশঙ্কা লইয়া কলিকাতায় আসিয়াছিল, তখন তাহার হৃদয়ে আশা অপেক্ষা আশঙ্কাই অধিক ছিল। আজ আশঙ্কা আর নাই—আশা সফল হইয়াছে। সত্যসত্যই মানুষের জীবনে অসম্ভব সম্ভব হয়। মানুষ যে স্বপ্ন দেখে যদি তাহা সত্য হয়, তবে মানুষ বিস্মিত হয়। তাহারও তাহাই হইতেছিল।